উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

COB

৪ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩২ সোমবার ৫.০০ টাকা 19 May 2025 Monday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 1

গর্বের

৪৬

আমরা গড়ে রোজ

১,৪৫,৮৭১*

উত্তরবঙ্গ সংবাদ ছাপি

যা উত্তরবঙ্গ থেকে প্রকাশিত বাকি সব

বাংলা-ইংরেজি-হিন্দি-নেপালি

সংবাদপত্রের মিলিত প্রচারসংখ্যার চেয়েও বেশি

সে কারণেই

বিজ্ঞাপন হোক বা খবর

প্রতিপক্ষেরও

প্রথম পছন্দ

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

এগিয়ে

আমাদের দাবি নয়, পাঠকের মত

অনলাইনে খবর পড়তে স্ক্যান করুন

www.uttarbangasambad.com

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

* As certified by Audit Bureau of Circulations (ABC) for July-December 2024.

অ-দূরদৃষ্টির চিকিৎসায় মায়োপিয়া মাস্টার

চলতি মাসের ২৩ থেকে ২৮ তারিখ বিশ্বজুড়ে উদযাপিত হতে চলেছে মায়োপিয়া সচেতনতা সপ্তাহ। মায়োপিয়া কী, এর চিকিৎসা কী এবং কীভাবে এর প্রতিরোধ করা যায়, জানালেন ডাঃ ভাওয়ালস মায়োপিয়া ক্লিনিকের সিনিয়ার আই সার্জন **ডাঃ অর্জুন সি ভাওয়াল**

মায়োপিয়া কী

মায়োপিয়া বা অ-দূরদৃষ্টি একটি প্রতিসরণ ত্রুটি। এই ত্রুটির কারণে দূরের জিনিস ঝাপসা আর কাছের জিনিস স্পষ্ট দেখা যায়। চোখ অতি লম্বা কিংবা কর্নিয়া অতি বাঁকা হলে আলোর ফোকাস রেটিনার ওপরে না পড়ে সামনে পড়ে। এতে মায়োপিয়া হয়। মায়োপিয়া মৃদু, মাঝারি কিংবা তীব্র হতে পারে।

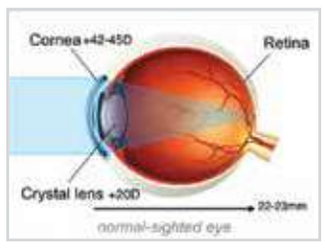

সাম্প্রতিক বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গিয়েছে, আমাদের জনসমাজের মধ্যে বিশেষ করে শিশু ও তরুণদের মধ্যে মায়োপিয়ার প্রকোপ বাড়ছে। ২০৫০ সাল নাগাদ শিশুদের মধ্যে ৫০ শতাংশ মায়োপিয়ায় আক্রান্ত হবে।

উপসর্গ

আপনার শিশুসন্তান যদি খুব কাছে বসে টিভি দেখতে চায়, টিভি দেখতে দেখতে চোখ কচলায়, ক্লাসে ব্ল্যাকবোর্ডে লেখা পড়তে না পারে তাহলে তার মায়োপিয়া হয়ে থাকতে পারে। এমন হলে দেরি না করে রোগ নির্ণয়ে ও নিয়ন্ত্রণে চোখের ডাক্তারের কাছে যাওয়া আবশ্যক। জেনেটিক কারণ ছাড়াও, চোখ স্ক্রিনের কাছে নিয়ে দীর্ঘ সময় কাজ করলে, ঘরের বাইরে কাজকর্ম কমিয়ে দিলে, টিভি, কম্পিউটার, স্মার্টফোনের স্ক্রিনে বেশিক্ষণ চোখ রাখলে, পুষ্টির ঘাটতি হলে এবং অন্য কোনও রোগে ভুগলেও মায়োপিয়া হতে পারে।

কাদের জন্য এই পরীক্ষা আবশ্যক

- যেসব শিশুর বাবা-মা অথবা বাবা কিংবা মা অদূরদৃষ্টিসম্পন্ন তাদের জন্য প্রয়োজন।
- প্রাক-অদূরদৃষ্টি বা স্কুল মায়োপিয়ার সমস্যা রয়েছে কি না তা নির্ণয়ের জন্য ৫ বছর বয়সের সব শিশুর এই পরীক্ষা করানো উচিত।
- অদূরদৃষ্টির সমস্যায় আক্রান্তদের নিজেদের অবস্থার অগ্রগতি এবং ঝুঁকি জানার জন্য এই পরীক্ষা করা প্রয়োজন।
- সমস্যার বৃদ্ধি বিশ্লেষণ ও অগ্রগতি মনিটর করার জন্য সব অদূরদৃষ্টির সমস্যায় আক্রান্তদের এই পরীক্ষা করানো প্রয়োজন।
- অদূরদৃষ্টির সমস্যার বৃদ্ধি বা অগ্রগতি আটকানোর পথ রয়েছে, যেমন মায়োপিয়া নিয়ন্ত্রণে বিশেষ লেন্স, অর্থো-কে লেন্স, অ্যাট্রোপিন থেরাপি কিংবা জীবনশৈলী সংশোধন। কার জন্য কোনটা উপযোগী তা জানার জন্য অদূরদৃষ্টির সমস্যায় আক্রান্তদের সবার এই পরীক্ষা করানো জরুরি।

একা মায়োপিয়া মাস্টারই সবগুলি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান বা প্যারামিটার বিশ্লেষণ করে প্রমাণভিত্তিক মায়োপিয়া রিপোর্ট দেয় এবং সবচেয়ে উপযোগী চিকিৎসা সুপারিশ করে।

মায়োপিয়া মাস্টার কী

এটি এমন একটি যন্ত্র বা ডিভাইস যা একাধারে কর্নিয়া থেকে লেন্স পর্যন্ত চোখের পাওয়ার সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয় পরিমাপ ও বিশ্লেষণ করতে পারে, চোখের তারার দৈর্ঘ্য পরিমাপ করতে পারে, প্রাক-মায়োপিয়া বা মায়োপিয়ার প্রাথমিক পর্যায় নির্ণয় করতে পারে এবং এই অবস্থার সঠিক মোকাবিলার যথার্থ পরিকল্পনা বলে দিতে পারে।

রোগ মোকাবিলায়

মায়োপিয়া মোকাবিলা মানে মায়োপিয়ার চিকিৎসা, সঙ্গে রোগটা যাতে বাড়তে না পারে তা ঠেকানো। এই রোগ নিয়ন্ত্রণে স্লোগান হল, মায়োপিয়া দূরে রাখতে বাইরে যান এবং খেলুন। মায়োপিয়া নিয়ন্ত্রণে মহার্ঘ লেন্স বা অর্থো-কে লেন্স কিনবেন না যদি না মায়োপিয়া মাস্টার বা অনুরূপ কোনও ডিভাইস দ্বারা আপনার চোখের অবস্থা বিশ্লেষণ করা হয়ে থাকে।

৫০ পেরোলে নারীর খাদ্যাভ্যাস

৫০ বছর পেরোনো একজন নারীর সামনে জীবনটা দেখা দেয় ভিন্নরূপে। শারীরিক পরিবর্তন তো ঘটেই, মনের জগতেও ঘটে অদলবদল। এই বয়সে শরীরের চাই আরও বেশি যত্ন, আরও বেশি মনোযোগ। এজন্য জোর দিতে হবে পুষ্টির ওপর, বাদ দিতে হবে কিছু খাবার।

প্রথমেই বাড়তি লবণ খাওয়া ছাড়তে হবে। পাতে কিংবা কোনও পানীয়তে বাড়তি লবণ নেবেন না। লবণ, বিট লবণ, পিংক সল্ট, টেস্টিং সল্ট – সবেতেই স্বাস্থ্য ঝুঁকি। অতিরিক্ত লবণযুক্ত খাবার এড়িয়ে চলুন। চিপস, চানাচুর, শুঁটকি ও অন্যান্য প্রক্রিয়াজাত খাবার, সস, সয়া সস, মেয়োনিজ, পনির, কাসুন্দি, ইনস্ট্যান্ট নুডলস প্রভৃতিতে বেশ খানিকটা বাড়তি লবণ থাকে। এগুলো এড়িয়ে চললে উচ্চ রক্তচাপজনিত জটিলতার ঝুঁকি কমবে।

দ্বিতীয়ত, চিনি এড়িয়ে চলুন। মধু বা গুড়ও চিনির বিকল্প নয়। ভাত, রুটি, আলু কম খাবেন। চাল, আটা বা ময়দা দিয়ে তৈরি করা অন্যান্য খাবারও কম খেতে হবে। এভাবে সব দিক মেনে চলতে পারলে ওজন নিয়ন্ত্রণে থাকবে। ডায়াবিটিস ও অন্যান্য রোগের ঝুঁকি কমবে।

তৃতীয়ত, মেনোপজের পর নারীদের হুট করে বেশি গরম লাগার সমস্যা হতে পারে। তাই এমন খাবার খেতে হবে, যাতে শরীর ঠান্ডা থাকে। যেসব সবজিতে জলের পরিমাণ বেশি যেমন, লাউ, ঝিঙে, চিচিঙ্গা, চালকুমড়ো, ধুন্দুল, পটল প্রভৃতি পাতে রাখুন। এছাড়া ডাবের জল, শসা, পাকা পেঁপে, পাকা বেল, তরমুজ, কলা, টক ফল, পুদিনা পাতা প্রভৃতি খেলে শরীর ঠান্ডা থাকে। আর অবশ্যই পর্যাপ্ত জল খাবেন।

চতুর্থত, ফাইবার বা আঁশযুক্ত ফল ও সবজি খাবেন। মিষ্টিকুমড়ো, চালকুমড়ো, ঝিঙে, চিচিঙ্গায় প্রচুর আঁশ পাবেন। কলাতেও আঁশ আছে। তাছাড়া খোসা সহ কিছু ফল খেতে পারেন। কিছু সবজির খোসা বিভিন্ন পদ তৈরিতে ব্যবহার করা যায়। এসবেও প্রচুর আঁশ আছে। পাশাপাশি গোটা শস্য দিয়ে তৈরি খাবার খান। ডাল ও বাদাম থেকেও খানিকটা আঁশ পাবেন।

পঞ্চমত, খাদ্য তালিকায় যেন ক্যালসিয়াম থাকে। এজন্য কাঁটা সহ ছোট মাছ খেতে পারেন। এক গ্লাস দুধ কিংবা তা দিয়ে তৈরি খাবার বা দইও খেতে পারেন। পালং শাক, ব্রোকোলি ও কাঠবাদামে রয়েছে কিছুটা ক্যালসিয়াম। এছাড়া ভিটামিন-ডি'র চাহিদা মেটাতে সকাল ৭টা থেকে ১২টার মধ্যে অন্তত ২০ মিনিট শরীরে রোদ লাগান।

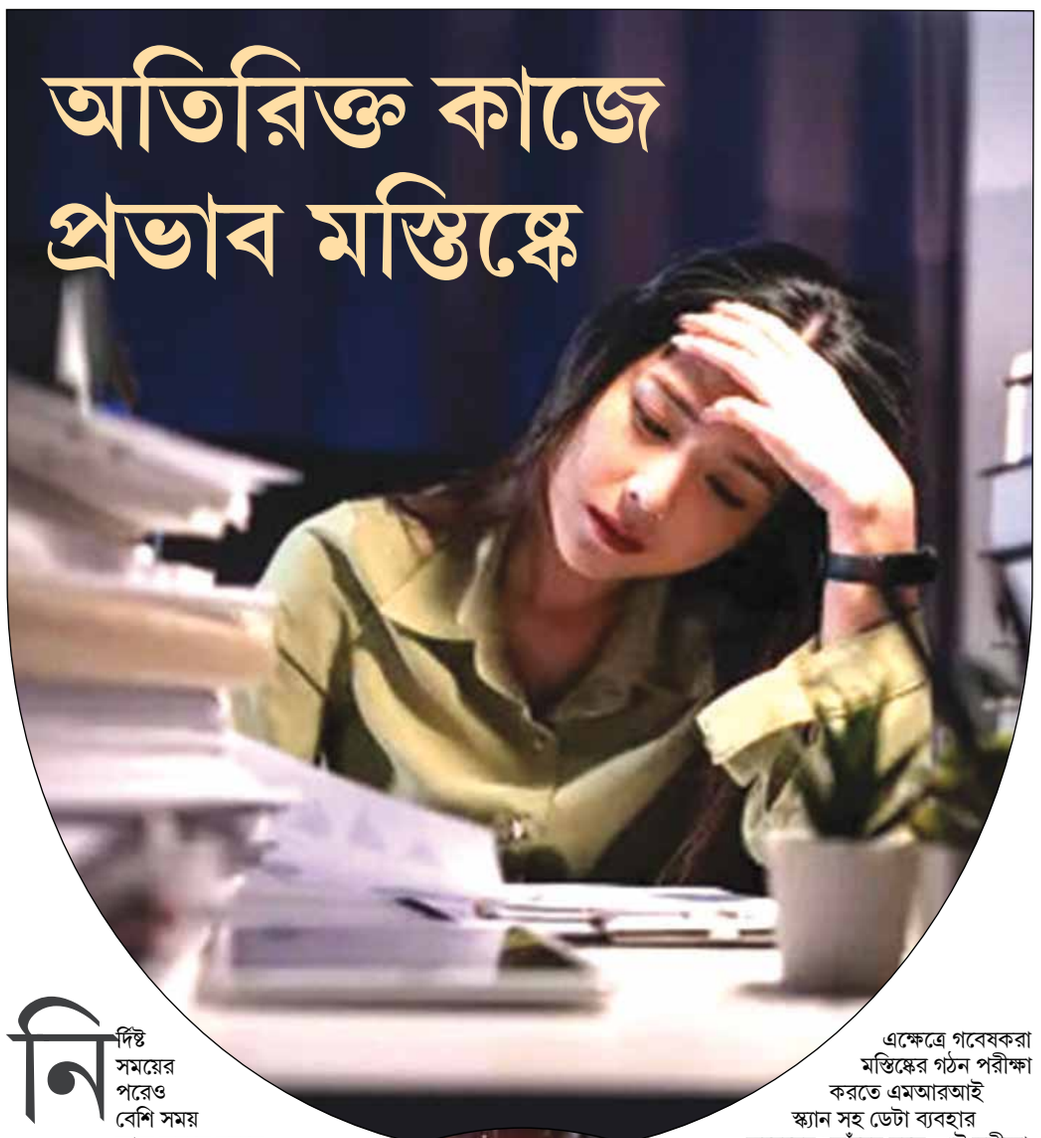

অতিরিক্ত কাজে প্রভাব মস্তিষ্কে

নির্দিষ্ট সময়ের পরেও বেশি সময় কাজ করলে বদলে যেতে পারে মস্তিষ্কের গঠন। সম্প্রতি অকুপেশনাল অ্যান্ড এনভায়রনমেন্টাল মেডিসিন জার্নালে প্রকাশিত গবেষণার এমনটাই দাবি। সেখানে বলা হয়েছে, যাঁরা অতিরিক্ত কাজ বা পরিশ্রম করেন তাঁদের মস্তিষ্কে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন দেখা গিয়েছে। এই গবেষণা পরিচালনায় ছিলেন দক্ষিণ কোরিয়ার চুং-আং বিশ্ববিদ্যালয় এবং ইয়োনসেই বিশ্ববিদ্যালয়ের দুজন বিজ্ঞানী। গবেষণাটি কিছু স্বাস্থ্যকর্মীকে নিয়ে করা হয়েছে, যাঁরা বিশেষ ক্ষেত্রে নিয়মিত সপ্তাহে ৫২ ঘণ্টারও বেশি কাজ করেন। চূড়ান্ত বিশ্লেষণে ১১০ জন কর্মীকে রাখা হয়েছিল, যাঁদের মধ্যে ৩২ জন অতিরিক্ত সময় এবং বাকি ৭৮ জন স্বাভাবিক সময় কাজ করেছেন।

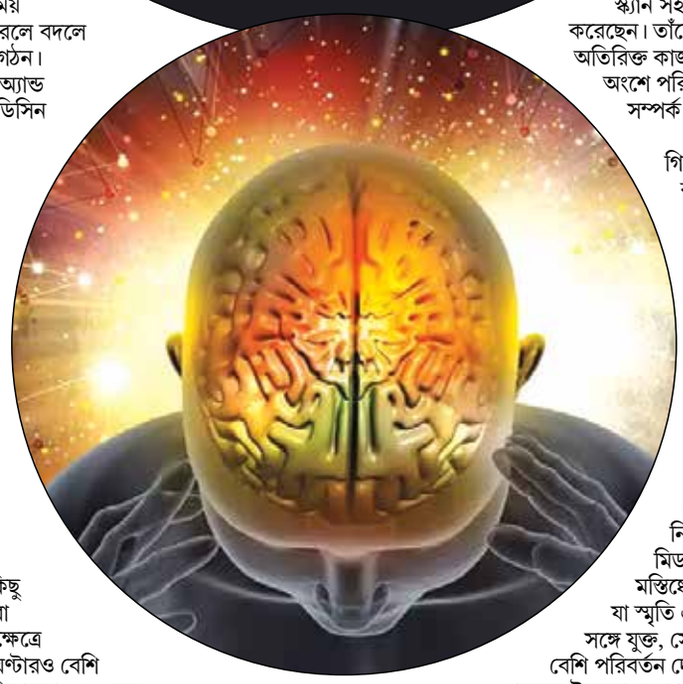

এক্ষেত্রে গবেষকরা মস্তিষ্কের গঠন পরীক্ষা করতে এমআরআই স্ক্যান সহ ডেটা ব্যবহার করেছেন। তাঁদের মতে, এই সমীক্ষা অতিরিক্ত কাজ ও মস্তিষ্কের কিছু অংশে পরিবর্তনের মধ্যে সম্ভাব্য সম্পর্ক নির্দেশ করে। গবেষণায় দেখা গিয়েছে, 'অতিরিক্ত কাজ' মস্তিষ্কের সেই অংশে প্রভাব ফেলতে পারে, যেখানে সিদ্ধান্ত নেওয়া এবং স্মৃতিশক্তির সংযোগ থাকে। এছাড়া মানসিক স্বাস্থ্য, পরিকল্পনা ও সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতাকে প্রভাবিত করেছে। প্রভাব ফেলেছে আবেগ নিয়ন্ত্রণেও। সেইসঙ্গে মিডল ফ্রন্টাল জাইরাস মস্তিষ্কের একটি অংশ, যা স্মৃতি এবং ভাষা তৈরির সঙ্গে যুক্ত, সেই অংশে সবচেয়ে বেশি পরিবর্তন দেখা গিয়েছে। প্রভাব পড়েছে ইনসুলা অংশে, যা আবেগের সঙ্গে বোঝাপড়া করতে এবং নিজের চারপাশের পরিবেশ সম্পর্কে সচেতন থাকার বিষয়ে সাহায্য করে।

হাঁটতে হাঁটতে যোগব্যায়াম

আমরা যোগব্যায়াম এবং হাঁটার একগুচ্ছ উপকারিতা জানি। কিন্তু উভয়ই একসঙ্গে করার কথা কখনও শুনিনি। হাঁটতে হাঁটতে যোগব্যায়াম বা ওয়াকিং ইয়োগা একটি অসাধারণ অনুশীলন, যাতে সাধারণ হাঁটার সঙ্গে যোগব্যায়ামের নীতির সমন্বয় ঘটে। যোগ থেরাপিস্ট রুচি খোসলার কথায়, এই ধরনের ব্যায়াম খুব হালকা কিন্তু শক্তিশালী উপায়, যা আপনার শরীরকে যত্নে রাখতে, মনকে শান্ত করতে এবং অভ্যন্তরীণ সত্তার সঙ্গে সংযোগস্থাপনে সাহায্য করে।' আর এই ধরনের ব্যায়ামে যোগব্যায়ামের চিরাচরিত ভঙ্গির প্রয়োজন নেই বা ম্যাটও লাগে না, শুধু হাঁটতে হাঁটতেই আপনি স্ট্রেচিং বা শ্বাসপ্রশ্বাসের বিভিন্ন কৌশল করতে পারেন।

হাঁটতে হাঁটতে যোগের প্রতিটা পদক্ষেপে মিশে থাকে গভীর শ্বাস এবং সাধারণ স্ট্রেচিং। কেউ কেউ এর সঙ্গে হাতের নড়াচড়া বা যোগের ছোট ছোট ভঙ্গি যুক্ত করেন। অর্থাৎ এই ধরনের ব্যায়াম সাধারণ হাঁটাকে আরামদায়ক করার পাশাপাশি ধ্যান করার ন্যায় অনুভব তৈরি করে।

শারীরিক দিক থেকে এই ধরনের ব্যায়াম রক্ত সঞ্চালন উন্নত করতে, পেশি শক্তিশালী করতে এবং হালকা নড়াচড়ার মাধ্যমে জয়েন্টের সক্রিয়তা বাড়ায়। অন্যদিকে মানসিক দিক থেকে এটি স্ট্রেস ও উদ্বেগ কমাতে সাহায্য করে, মননশীলতা ও শ্বাসপ্রশ্বাসের সচেতনতাকে উৎসাহিত করে এবং শান্ত ও স্থির থাকতে সাহায্য করে। এই ধরনের ব্যায়াম অঙ্গভঙ্গির উন্নতিতে সাহায্য করে। কারণ, টানটান হয়ে দাঁড়িয়ে বা পিঠ, কাঁধ সোজা রেখে, পেটের পেশি টানটান করে খানিকটা হাঁটাচলা করলে উপকার পাওয়া যায়।

তবে হাঁটতে হাঁটতে যোগ সকলের জন্য উপযোগী নয়। যাঁরা নিয়মিত শারীরিক কসরত করতে বা জিমে যেতে অভ্যস্ত তাঁদের জন্য এই ব্যায়াম উপযোগী নাও হতে পারে। কারণ, এই ধরনের ব্যায়ামে মনোযোগের পাশাপাশি ধৈর্য প্রয়োজন।

ব্যস্ত জীবনে সুস্থ থাকার উপায় জানা আছে আপনার? লিখে পাঠান আমাদের। আপনার লেখা ছাপা হবে উত্তরবঙ্গ সংবাদের সুস্থ থাকুন পাতায়। শর্ত দুটো – আপনাকে হতে হবে স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ এবং লেখা পাঠাতে হবে ইউনিকোডে। সঙ্গে দেবেন যোগাযোগের নম্বর। লেখা পাঠানোর ঠিকানা- health.uttarbanga@gmail.com

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

COB

এবার গ্রেপ্তার বাংলাদেশি অভিনেত্রী » ৭

একই পরিবারের ১৭ জন মৃত

আগুনে পুড়ে তেলেঙ্গানার হায়দরাবাদে মৃত্যু হল ১৭ জনের। মৃতরা সবাই একই পরিবারের সদস্য। তার মধ্যে রয়েছে ৮ শিশুও। » ৭

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

শিলিগুড়ি		জলপাইগুড়ি		কোচবিহার		আলিপুরদুয়ার	
সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
২৯°	২২°	২৯°	২৩°	২৯°	২৩°	৩০°	২২°

মোদিকে দেখে টুকলি শরিফের » ৭

8 জ্যৈষ্ঠ ১৪৩২ সোমবার ৫.০০ টাকা 19 May 2025 Monday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 1

গর্বের ৪৬

শিকড়ের খোঁজে আমরা দায়বদ্ধ

গৌতম সরকার

বৃক্ষ যত বড় হয়, তত শাখাপ্রশাখা ছড়ায়। ফলে-ফুলে পল্লবিত হয়। এগিয়ে চলার পথে ফেলে আসা বছরে উত্তরবঙ্গ সংবাদও অনেক পালক যুক্ত করেছে। আত্মার আত্মীয় হয়ে উঠতে শিকড়ে পৌঁছোনোর চেষ্টা বরাবরই ছিল। শিকড় খোঁজার সেই কাজটি পরিকল্পিতভাবে করার চেষ্টা হয়েছে সাম্প্রতিক সময়ে। যে চেষ্টা অন্তহীন। কখনও শেষ হয় না। শিকড়ের খোঁজ চালিয়ে যাওয়া ৪৬তম বর্ষে উত্তরবঙ্গের প্রাণের সংবাদপত্রের দৃঢ় অঙ্গীকার।

সচেতন পাঠক উত্তরবঙ্গ সংবাদের সেই সংকল্প যাত্রা ইতিমধ্যে আঁচ করেছেন নিশ্চয়ই। গত কয়েক মাসে বেশ কিছু নতুন ভাবনা পল্লবিত হয়েছে। যেমন 'উত্তরের শিকড়' বিভাগ। উত্তরবঙ্গের পথে-প্রান্তরে, আনাচে-কানাচে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা ইতিহাস, পুরাতত্ত্ব, স্মারক, সংস্কৃতি ইত্যাদির গোড়ায় পৌঁছোনো যে বিভাগের উদ্দেশ্য। নতুন প্রজন্মকে তার পূর্বপুরুষের ইতিহাস শুধু নয়, তার এলাকার ভৌগোলিক-সাংস্কৃতিক অতীত জানানো, পুরোনোদের সেই ঐতিহ্য মনে করিয়ে দেওয়ার দায়বদ্ধতা ছিল এই পরিকল্পনার পিছনে।

আরও একটি বিভাগ 'আমাদের ছোট নদী' সেই দায়বদ্ধতার আরেক স্বাক্ষর। নদী সেই এলাকার সভ্যতা বিকাশের নীরব সাক্ষী। নদীকে কেন্দ্র করে যেমন সভ্যতা বিকশিত হয়, তেমনই সংশ্লিষ্ট জনপদের সংস্কৃতি, কৃষ্টি ইত্যাদি তৈরি হয়। যেভাবে তিস্তাবুড়ি সম্পর্কে প্রচলিত বিশ্বাস, পুজো ও গান। ভাওয়াইয়া সুরে 'তোর্ষা নদীর উথাল পাথাল রে...' গান তো তোর্ষাপাড়ের অন্যতম পরিচিতি হয়ে আছে।

তিস্তা, তোর্ষা, মহানন্দা, ফুলহর, আত্রেয়ী, ডাহুক, নাগর, কালজানি, রায়ডাক,

এরপর ছয়ের পাতায়

ঐতিহ্য ও প্রতিচ্ছবি

কলকাতার রাজপথ থেকে হলুদ ট্যাক্সি হারিয়ে যাওয়া যেন শুধু সময়ের অপেক্ষা। ছবি : আবির চৌধুরী

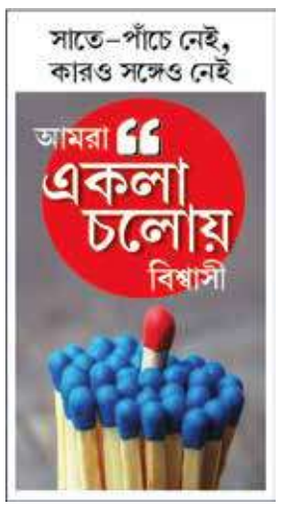

এডিশন স্পেশাল

পথ খুলছে কৈলাস মান সরোবরের » ছয়ের পাতায়

কালি মেখে প্রতিবাদ টেট উত্তীর্ণদের » সাতের পাতায়

তৃণমূলের দ্বন্দ্বে তটস্থ শুকটাবাড়ি

তুষার দেব

দেওয়ানহাট, ১৮ মে : কোচবিহার-১ ব্লকের শুকটাবাড়ি এলাকা বরাবর রাজনৈতিক উত্তেজনাপ্রবণ। বাম আমল থেকে এখানে একাধিক খুন ও বড়মাপের সংঘর্ষের নজির রয়েছে। বিভিন্ন ভোটে বিরোধীদের দমিয়ে রাখতে লাগামহীন সন্ত্রাস এই এলাকার চেনা ছবি। এবার শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসের গোষ্ঠীকোন্দলে উত্তাপ বাড়ছে শুকটাবাড়িতে। আর তা নিয়ে রীতিমতো তটস্থ এলাকাবাসী। ঘাসফুলের স্থানীয় দুই গোষ্ঠীর চাপানউতোরে সিঁদুরে মেঘ দেখছেন তাঁরা।

কোচবিহার দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্রের সংখ্যালঘু অধ্যুষিত এলাকা শুকটাবাড়ি। রাজ্যে পালাবদলের পর থেকেই এখানে তৃণমূল কংগ্রেসের একচ্ছত্র আধিপত্য। গত পঞ্চায়েত ভোটে শুকটাবাড়ি বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় দখল করে শাসকদল। ২১-এর বিধানসভায় তারা এখান থেকে সাড়ে সাত হাজার, লোকসভায় প্রায় ১১ হাজার ভোটের লিড পায়। ঘাসফুল শিবিরের সেই দাপটের পিছনে দলের পূর্বতন সভাপতি সিরাজুল হকের ভূমিকার কথা কারও অজানা নয়। তবে তাঁর সঙ্গে দলের জেলা নেতৃত্বের সম্পর্ক কিছুদিন ধরেই খারাপ। আবাস যোজনায় এলাকার গরিব মানুষজন বঞ্চিত হয়েছেন। এই অভিযোগ তুলে সিরাজুল মাসকয়েক আগে পদত্যাগ করেন। আর তাঁকে চাপে রাখতে এলাকার বহিষ্কৃত তৃণমূল নেতা মজিউল হককে দলে ফেরানো হয়। এরপরেই সিরাজুল ফের আসরে নামেন। দলের প্রাক্তন জেলা সভাপতি রবীন্দ্রনাথ ঘোষের উপস্থিতিতে শুকটাবাড়িতে বৈঠক করে জেলা নেতৃত্বকে তোপ দাগেন তিনি, যা ভালোভাবে নেয়নি দল।

শুক্রবার দলের জেলা সভাপতির দায়িত্বে পুনর্বহাল হয়েই অভিজিৎ দে ভৌমিক শুকটাবাড়ি অঞ্চল গোছানোয় হাত দেন। সেখানে মহম্মদ সামিউল রেহানকে চেয়ারম্যান ও মজিউল হককে সভাপতির দায়িত্ব দেওয়া হয়। রবিবার দুপুরে দলীয় কর্মী-সমর্থকদের নিয়ে তাঁরা শক্তি প্রদর্শনের মিছিল করেন। আর মিছিল থেকে সিরাজুল ও তাঁর ঘনিষ্ঠ নেতাদের কালো হাত ভেঙে দেওয়া, চামড়া গুটিয়ে দেওয়ার স্লোগান ওঠে। এদিনের মিছিল ঘিরে অশান্তি এড়াতে পুলিশ সক্রিয়তা দেখিয়েছে। মিছিল শেষে দলের নতুন অঞ্চল সভাপতি মজিউল হক একহাত নেন সিরাজুলকে। তিনি বলেন, 'ওরা এলাকায় চরম আতঙ্ক আর সন্ত্রাসের পরিবেশ তৈরি করেছে।

এরপর ছয়ের পাতায়

শুকটাবাড়ি বাজারে হিপ্পি অনুগামীদের শক্তি প্রদর্শন। রবিবার।

বিপাকে বাংলাদেশ

বাণিজ্যে বিধিনিষেধে কর্মচ্যুতির শঙ্কা

উত্তরবঙ্গ ব্যুরো

১৮ মে : একদিনেই হাহাকার অধিকাংশ স্থলবন্দরে। ভারত ও বাংলাদেশ- উভয় দিকেই। শিলিগুড়ির কাছে ফুলবাড়ি দিয়ে রবিবার ভারতে এসেছে মাত্র ২০টি পণ্যবাহী ট্রাক। যেখানে অন্য সময় গড়ে অন্তত ৫০টি ট্রাক আসে রোজ। কোচবিহার জেলার চ্যাংরাবান্ধা দিয়ে এসেছে মাত্র ৪৩টি ট্রাক। অথচ শনিবারও এসেছিল ৯৬টি ট্রাক। মালদার মহদিপুর সীমান্ত অবশ্য খাঁখাঁ করেছে রবিবার। ওপার থেকে মাল বহনকারী একটি ট্রাকও আসেনি।

মহদিপুরে আমদানি ব্যবসায় জড়িত রূপকুমার সাহা আক্ষেপ করলেন, 'আসবে কী করে! যে পণ্যগুলির আমদানিতে ভারত সরকার নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেনি, সেগুলি মহদিপুর স্থলসীমান্ত দিয়ে আসেই না।' শনিবার কেন্দ্রীয় বাণিজ্যমন্ত্রকের নিষেধাজ্ঞায় শুধু ছাড় দেওয়া হয়েছে মাছ, ভোজ্য তেল, তরল পেট্রোলিয়াম পণ্য, কুচি পাথর ইত্যাদি।

ওইসব পণ্যই শুধু ফুলবাড়ি ও চ্যাংরাবান্ধা দিয়ে উত্তরবঙ্গে এসেছে আজ। এতে দু'দেশেই বাণিজ্যের সঙ্গে যুক্তদের অনিশ্চয়তার কালো মেঘ গ্রাস করেছে। 'দেশের নিরাপত্তা সবার আগে' বললেন বটে চ্যাংরাবান্ধা এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক উত্তম সরকার, কিন্তু বিরাট আর্থিক ধাক্কার উদ্বেগ লুকোতে পারছেন না। উত্তমের কথায়, 'দেশের স্বার্থের কারণে ভারত সরকারের সিদ্ধান্তকে আমরা সমর্থন জানাই। তবে আমদানি বাণিজ্য কম হলে ব্যবসায়ীদের পাশাপাশি শ্রমিকরা কিছুটা ক্ষতির মুখে তো পড়বেনই।'

স্থলবন্দরগুলিতে ইতিমধ্যে শ্রমিক সংগঠনগুলির মাথায় হাত পড়েছে। এই বাণিজ্যের ওপর নির্ভরশীল যে অনেক শ্রমিক পরিবার। আইএনটিইউসি'র মেখলিগঞ্জ ব্লক সভাপতি জাকির হোসেন বলেন, 'নিরাপত্তা দেখতে গিয়ে শ্রমিকদের পেটের দিকে না তাকালে তো চলবে না। শ্রমিক পরিবারগুলোর রুজিরুটি এভাবেই চলে।' তাঁর হিসেবে শুধু চ্যাংরাবান্ধা স্থলবন্দরের ওপর নির্ভরশীল প্রায় ৫ হাজার মানুষ।

ভারত সরকার বাংলাদেশ থেকে

সীমান্তের ওপারে দাঁড়িয়ে বাংলাদেশি ট্রাক। চ্যাংরাবান্ধায়।

বড় সংকট

- বাংলাদেশ থেকে পণ্য নিয়ে আসা বহু ট্রাক সীমান্তের ওপারে দাঁড়িয়েছিল
- চ্যাংরাবান্ধা, ফুলবাড়ি, মহদিপুর দিয়ে অধিকাংশ ট্রাক ভারতে ঢোকার অনুমতি পায়নি
- ভারত আমদানি বন্ধ করায় সেদেশের অর্থনীতিতে বড় প্রভাব পড়বে বলে মত বাংলাদেশের ট্রাকচালকদের
- এপারেও ব্যবসায় প্রভাব পড়বে বলে আশঙ্কা বাড়ছে

সড়কপথে রেডিমেড পোশাক, ফলের স্বাদযুক্ত পানীয়, বিভিন্ন মুখরোচক খাবার, চিপস, তুলা, প্লাস্টিক, কাঠের আসবাব, মিষ্টান্ন দ্রব্য ইত্যাদি আমদানি নিষিদ্ধ করেছে শনিবার রাতে। হতাশ মহদিপুরের আমদানি ব্যবসায়ী রূপকুমার সাহা বললেন, দু'দেশের তিক্ত সম্পর্কের প্রভাব কবে যে গলবে!

মালদা মহদিপুর এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি প্রসেনজিৎ ঘোষ জানান, ওই স্থলবন্দর দিয়ে মূলত প্রতিদিন ২০ থেকে ২৫ লরি পাট আসে। তাতে মাসে বাণিজ্য হত ৫০ কোটি টাকারও বেশি। এছাড়া মশারি, বস্ত্র, অন্যান্য পণ্যের আমদানিতে মাসে সবমিলিয়ে ১০০ কোটি টাকার ব্যবসা হয়।

এরপর ছয়ের পাতায়

সময়ের কথা

চা শিল্প, শ্রমিকদের ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাবার কেউ নেই

রুপম দেব

প্রায় দেড় শতাব্দী ধরে চা শিল্প উত্তরবঙ্গের লক্ষ লক্ষ মানুষকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কর্মসংস্থানের সুযোগ করে দিয়েছে। চা শিল্প উত্তরের আর্থসামাজিক বাস্তবতার একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। কিন্তু স্বার্থান্বেষীদের ফাঁদে পড়ে চা শিল্প ধ্বংসের মুখে। দার্জিলিংয়ের চা বাস্তবে ধুঁকছে। সঠিক নীতি এবং মূল্যায়নের অভাব, রাজনৈতিক মুনাফা, নেতাদের অজ্ঞতা নানা কারণে চা বলয়ে ঘনাচ্ছে আশঙ্কার কালো মেঘ। তা সত্ত্বেও হেলদোল নেই কারও। শ্রমিকদের ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাবছেন না কেউই।

উত্তরবঙ্গের অধিকাংশ বন্ধ চা বাগান পুনরায় খোলা হয়েছে। বর্তমানে বড়জোর ৫-৬টি বাগান বন্ধ রয়েছে। এটা প্রচারে এনে শাসকদল নিজেদের কৃতিত্ব জাহির করতে ব্যস্ত। বাস্তবে খুলে দেওয়া বাগানগুলোর বহু জায়গায় মাসের পর মাস শ্রমিকদের বকেয়া মজুরি দেওয়া হচ্ছে না। সম্প্রতি তৃণমূল কংগ্রেস পিএফ সংক্রান্ত দাবিতে একটি পদযাত্রার আয়োজন করলেও বীরপাড়া-মাদারিহাট ব্লকের হান্টাপাড়া ও ধুমচিপাড়া বাগানে তারা প্রবেশ করেনি। কারণ, এই বাগানগুলিতে বিগত চার মাস ধরে শ্রমিকরা কোনও মজুরি পাচ্ছেন না।

এরপর ছয়ের পাতায়

জেনকিন্স স্কুলে নেশার আসর, ধৃত তরুণ

শিবশংকর সূত্রধর

কোচবিহার, ১৮ মে : ঐতিহ্যবাহী জেনকিন্স স্কুলের ভিতরেই নেশার আসর বসানোর অভিযোগ উঠেছে। শনিবার রাতে ওই আসর বসানো হয়েছিল। খবর পেয়ে পুলিশ হানা দিয়ে এক তরুণকে গ্রেপ্তার করেছে। তবে বাকিদের পুলিশ ধরতে পারেনি। সন্ধ্যার পরে দেওয়াল টপকে স্কুলের ভিতরে ঢুকে পড়ছে একদল সমাজবিরোধী। রাত পর্যন্ত সেখানে নেশার আসর চলছে বলে অভিযোগ। এমনকি নানা অসামাজিক কাজকর্ম চলছে বলে অভিযোগ। সরকারি স্কুলের ভিতরে এভাবে দিনের পর দিন নানা অসামাজিক কার্যকলাপ চলায় নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। এই ঘটনায় প্রাক্তনীরা ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। স্কুলের নিরাপত্তা বাড়ানোর দাবি তুলেছেন তাঁরা।

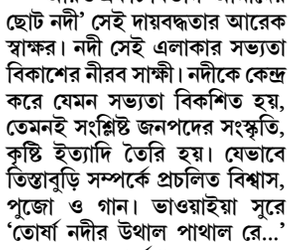

উদ্বেগ

- সন্ধ্যার পরে দেওয়াল টপকে স্কুলের ভিতরে ঢুকে পড়ছে একদল সমাজবিরোধী
- সরকারি স্কুলের ভিতরে এভাবে দিনের পর দিন নানা অসামাজিক কার্যকলাপ চলায় নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে
- বিদ্যালয়ে সরকারিভাবে স্থায়ী নিরাপত্তারক্ষী নেই। কর্তৃপক্ষ একজনকে সেই কাজের দায়িত্বে রেখেছে

জেনকিন্স স্কুলের টিআইসি প্রিয়তোষ সরকার বলেছেন, 'কয়েকদিন ধরে এই ধরনের অভিযোগ পাচ্ছিলাম। বহিরাগতরা রাতের অন্ধকারে দেওয়াল টপকে ভিতর ঢুকে পড়ত। এধরনের কাজ কখনোই কাম্য নয়। একজনকে ধরা গিয়েছে। যেহেতু স্কুলটি অনেক বড়, তাই একজন নৈশপ্রহরীর পক্ষে পাহারা দেওয়া সমস্যা হচ্ছে।'

শনিবার রাতে বিশেষ টহলদারির সময় পুলিশ খবর পেয়ে ওই স্কুলে অভিযান চালায়। সেইসময়ে এক নেশাগ্রস্ত তরুণকে গ্রেপ্তার করে। বাকিরা পালিয়ে যায়। এই ঘটনার কথা জানাজানি হতেই সংশ্লিষ্ট মহলে চাঞ্চল্য ছড়ায়। বিদ্যালয়ের প্রাক্তনীদের সংগঠন জেনকিন্স অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি আনন্দজ্যোতি মজুমদার বলেন, 'অত্যন্ত দুঃখজনক বিষয়। বিদ্যালয়ে সরকারিভাবে স্থায়ী নিরাপত্তারক্ষী নেই। কর্তৃপক্ষ একজনকে সেই কাজের দায়িত্বে রেখেছে। নেশার প্রবণতা রুখতে প্রত্যেককে সতর্ক হওয়ার পাশাপাশি স্কুলের নিরাপত্তা আরও বাড়ানো প্রয়োজন।'

কিছুদিন আগেই ওই স্কুলে চুরির চেষ্টার অভিযোগ উঠেছিল।

এরপর ছয়ের পাতায়

সোমবার যোগ দেওয়ার কথা কোচবিহার মেডিকেলে

চাকরি পাবেন উকিলের ছেলে

গৌরহরি দাস

কোচবিহার, ১৮ মে : এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে চুক্তিভিত্তিক কর্মী হিসাবে চাকরি পেতে চলেছেন উকিল বর্মনের ছেলে পরিতোষ বর্মন। জেলা তৃণমূলের উদ্যোগে সোমবার কোচবিহার হাসপাতালে বরাতপ্রাপ্ত এজেন্সির অধীনে একটি বিভাগে সুপারভাইজার হিসাবে কাজে যোগ দেবেন তিনি। সোমবার সকালে প্রথমে মদনমোহন ঠাকুরবাড়িতে পুজো দিয়ে তিনি ওই চাকরিতে যোগ দেবেন। এমন ঘটনায় উকিলের পরিবার খুশি।

রাজনৈতিক মহলের মতে, আর কয়েকমাস বাদেই বিধানসভা ভোট রয়েছে। এই পরিস্থিতিতে উকিল বর্মনের ছেলেকে চাকরির ব্যবস্থা করে দিয়ে একদিকে রাজবংশী ভোট এবং অপরদিকে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে কেন্দ্র তথা বিজেপির বিরুদ্ধে মানুষের ক্ষোভে হাওয়া দেওয়া হল।

ছেলের চাকরির জন্য উকিলের পরিবার তৃণমূলের জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিককেই কৃতিত্ব দিচ্ছে। উকিল বলেন, 'তৃণমূলের জেলা সভাপতি আমার ছেলের জন্য চাকরির ব্যবস্থা করেছেন। সোমবার কোচবিহারে এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে একটি বিভাগে আমার ছেলে সুপারভাইজার হিসাবে কাজে যোগ দেবে। এতে আমরা খুবই খুশি। এজন্য আমরা হিপ্পির কাছে কৃতজ্ঞ।'

বাড়ির দাওয়ায় বসে উকিল বর্মনের স্ত্রী ও ছেলে। -ফাইল চিত্র

এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের রোগীকল্যাণ সমিতির সরকারি প্রতিনিধি তথা তৃণমূলের কোচবিহার জেলার সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক বলেন, 'আশা করছি এতে উকিল বর্মনের পরিবার অনেকটা উপকৃত হবে।'

এরপর ছয়ের পাতায়

মণিপুরকে মনে করাচ্ছে 'লইবাড়ি হাট'

হবিবপুরের একটি গ্রাম লইবাড়ি। 'লইবাড়ি হাট' এখানেই বসে। বিশেষত্ব বলতে এটি পুরোপুরিভাবে মহিলা পরিচালিত। বিক্রেতারা তো বটেই, এই হাটে যাঁরা কেনাকাটা করতে আসেন তাঁরাও বেশিরভাগই মহিলা।

স্বপনকুমার চক্রবর্তী

হবিবপুর, ১৮ মে : সড়কপথে দূরত্ব মোটামুটিভাবে ১২০০-১৩০০ কিলোমিটার। 'লইবাড়ি হাট'-এর কল্যাণে মালদার হবিবপুর আর মণিপুরের ইম্ফলের সেই দূরত্ব যেন হেলায় উধাও। হবিবপুরের একটি গ্রাম লইবাড়ি। 'লইবাড়ি হাট' এখানেই বসে। বিশেষত্ব বলতে এটি পুরোপুরিভাবে মহিলা পরিচালিত। বিক্রেতারা তো বটেই, এই হাটে যাঁরা কেনাকাটা করতে আসেন তাঁরাও বেশিরভাগই মহিলা। অনেকেই জানেন, ইম্ফলেও এমনই একটি হাট বসে। 'ইমা কিথল' নামে সেই হাট 'মায়েদের হাট' নামেও পরিচিত। পার্থক্য বলতে, ইম্ফলের সেই হাট দেশজুড়ে সবার কাছে যতটা পরিচিত, হবিবপুরের হাটটি মোটেও ততটা নয়। অথচ এই হাটের ইতিহাস কিন্তু বেশ পুরোনো। কম করেও অন্তত ৫০ বছর। এই সময়কালে এটি ধীরে ধীরে বেড়ে কলেবরে আজ অনেকটাই বড়। মালদা জেলায় তো বটেই, পশ্চিমবঙ্গে এমন হাট দ্বিতীয়টি নেই। মণিপুরের হাটটিকে বাদ দিলে দেশে হয়তো এমন আর কোনও তৃতীয় হাটের খোঁজ নেই।

কী নেই এই হাটে? টাটকা শাকসবজি, দেশি মাছ, মাংস, ডিম। বিক্রেতাদের অনেককে দেখা গেল বাড়ির পোষ্য হাঁস, মুরগি নিয়ে এসেছেন। স্টিলের পাত্রে বাড়ির পোষা গোরুর দুধ নিয়েও অনেককে সেখানে দেখা গেল। অর্থনীতিতে 'ইউএসপি' বলে একটা শব্দ আছে। ইউনিক সেলিং পয়েন্ট। অর্থাৎ যে বিশেষ গুণের জন্য কোনও সামগ্রী বাজারে খুব ভালোভাবে বিকোয়। রোজকে রোজ সংসারের লড়াই সামলে এই বাজারে যাঁরা বিক্রিবাটা সারেন তাঁদের কাছে 'ইউএসপি' শব্দটি অনেকটাই দূরের। অর্থ জানেন কি না বলে প্রশ্ন করা হলে পুষ্প মণ্ডল নামে এক বিক্রেতা স্বাভাবিকভাবেই ঘাড় নাড়লেন। বিষয়টি বুঝিয়ে বলার পর অবশ্য তাঁর মুখে হাসি ঝলমল, 'হাটে যা কিছু বিক্রি হয় সবই কিন্তু আমাদের ঘরের। বাইরের নয়।' হাট ঘুরে সব দেখে পরিষ্কার বোঝা গেল 'লইবাড়ি হাট'-এর ইউএসপি নিয়ে একটি বিজ্ঞাপনী ক্যাচলাইন লিখলে অনায়াসে লেখা যায় 'বিশুদ্ধ ও খাঁটি'।

লইবাড়ি হাটে পসরা নিয়ে তিন প্রজন্ম। -সংবাদচিত্র

এমন একটি ক্যাচলাইন করা গেলে তা যে মোটেও ভুল হবে না সেটা হাটে বাজার করতে আসা ক্রেতা নমিতা রায় মেনে নিলেন। বললেন, 'এখানে এসে কেনাকাটা সেরে কোনওদিন খারাপ কিছু পাইনি। বাড়িতে নিয়ে যাওয়ার পর এসব খারাপ বলে কেউ কোনওদিন অভিযোগ করেনি।' নমিতার মতো অভিজ্ঞতা প্রায় সবারই। তাই তাজপুর, শোলাডাঙ্গা, কালপেঁচি, ডাঙ্গাপাড়া, মেস্তরপাড়া, বেলতলা সহ বিভিন্ন এলাকা থেকে অনেকেরই এখানে নিয়মিত আনাগোনা।

তবুও তুলনা এসেই পড়ে। স্বামীদের কেউ কৃষিকাজ করেন, কেউবা দিনমুজর। সংসারে একটু সুখের আশায় হেমলতা মণ্ডলরা এই হাটে এসে পসরা সাজিয়ে বসেন। মণিপুরের ইমা কিথল হাটের নাম শুনেছেন? নামটা শুনে হেমলতা হেসেই কুটিপাটি। তারপর সব শুনে তাঁর সহজসরল প্রশ্ন, 'ওরাও কি আমাদের দেখে এমন হাট শুরু করেছে?' পরে ওই হাটের বিষয়ে আরও কিছু শুনে বিড়বিড় করে বললেন, 'কী আজব এই দুনিয়া!'

দুনিয়া সত্যিই আজব। নইলে দিনকেদিন যেখানে সবকিছুর দাম মারাত্মকভাবে বেড়ে চলে সেখানে প্রতি সপ্তাহের রবি ও বৃহস্পতিবার বিকেলে বসা লইবাড়ি হাটের সমস্ত সামগ্রীর দাম সাধারণের অনেকটাই নাগালে।

এরপর ছয়ের পাতায়

উন্নত প্রজাতির আনারস চাষ মোহিতনগরে

পূর্ণেন্দু সরকার

জলপাইগুড়ি, ১৮ মে : রাজ্যে প্রথম উন্নতমানের সুস্বাদু এমডি ২ প্রজাতির আনারস চাষের পাইলট প্রকল্প শুরু হল জলপাইগুড়ি হর্টিকালচার দপ্তরের মোহিতনগরের পুরোনো খামারবাড়িতে। প্রায় ২ বিঘা জমিতে ১০ হাজার এই উন্নত প্রজাতির আনারসের চারা রোপণ করা হয়েছে। আগামী ১৫ মাসের মধ্যে গাছে ফলন আসবে বলে হর্টিকালচার দপ্তর জানিয়েছে। পাইলট প্রকল্প সফল হলে জলপাইগুড়ি জেলা সহ উত্তরবঙ্গের অন্যান্য জেলাতে চাষিদের মধ্যে উন্নত প্রজাতির আনারস চাষ শুরু করা হবে।

হর্টিকালচার দপ্তরের সহকারী অধিকর্তা খুরশিদ আলম জানিয়েছেন, উন্নত এমডি ২ প্রজাতির আনারসের সঙ্গে দেশীয় আনারসের সবদিক থেকেই অনেক পার্থক্য। সাধারণ আনারসে প্রচুর অ্যাসিড থাকে। এমডি ২ প্রজাতির উন্নত আনারসে পয়েন্ট ৪ শতাংশ অ্যাসিড থাকে। সাধারণ আনারসের গায়ে অনেক চোখের মতো অংশ থাকে যা কেটে বাদ দিলে আনারসের পরিমাণ কমে যায়। উন্নত জাতের আনারসে চোখ থাকে না। সাধারণ আনারসের তুলনায় এমডি ২ প্রজাতির আনারসের মিষ্টতা অনেক বেশি। তাছাড়া উন্নত প্রজাতির আনারসে বাদামি রংয়ের রোগের প্রাদুর্ভাব থাকে না। সাধারণ আনারস গাছের পাতা খসখসে হয়, উন্নত প্রজাতির আনারসের গাছের পাতা মসৃণ হয়। এক একটি উন্নত আনারস ফল দেড় কেজি থেকে ২ কেজি ওজনের হয়। তিনি বলেন, 'পাইলট প্রোজেক্ট সফল হলে উত্তরবঙ্গের অন্যান্য জেলাতে এই চাষ শুরু করা হবে।'

এই উন্নত প্রজাতির আনারস গাছকে টিস্যু কালচার করার পর মোহিতনগরে রোপণ করা হয়েছে। মোহিতনগর খামারের ১ বিঘা জমিতে ৫ হাজার আনারস চাষ শুরু করা হয়েছে খোলা জায়গায়। বাকি ১ বিঘা জমিতে আরও ৫ হাজার গাছ রোপণ করা হয়েছে অন্যান্য অন্য বড় গাছের ফাঁকে ফাঁকে। এই প্রকল্প রাজ্যের মধ্যে একমাত্র মোহিতনগরের খামারেই পাইলট প্রকল্প হিসেবে শুরু করা হয়েছে। যদি সফল হয় উত্তরবঙ্গজুড়েই চাষ করা হবে বলে হর্টিকালচার দপ্তর জানিয়েছে। এই উন্নত প্রজাতির আনারস স্থানীয় বাজারের পাশাপাশি রাজ্যের বাইরে পাঠানো যাবে বলে হর্টিকালচার দপ্তরের উপ অধিকর্তা অলোক মণ্ডল জানিয়েছেন। মোহিতনগরের হর্টিকালচার দপ্তরের পুরোনো খামারে দেশীয় প্রজাতির আনারস চাষ হয়ে আসছে। কিন্তু ফলন খুব একটা ভালো না হলেও মিষ্টতা তেমন থাকত না। তাই উন্নত এমডি ২ প্রজাতির আনারস চাষের পাইলট প্রকল্প শুরু করা হল। দপ্তরের বিশেষজ্ঞদের বিশ্বাস, যেভাবে উন্নত আনারস গাছ বেড়ে উঠছে আগামী ১৫ মাস পর ফলন ভালো দেবে।

তোপকেদাড়ায় স্নো লেপার্ডের দুই শাবকের জন্ম

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ১৮ মে : ফের একবার তোপকেদাড়া প্রজননকেন্দ্রে সফল প্রজনন সম্পন্ন হল। এবার স্নো লেপার্ড 'রের' দুটি শাবকের জন্ম দিয়েছে। গত ১৩ মে দার্জিলিংয়ের পদ্মজা নাইডু জুলজিকাল পার্কের অন্তর্গত তোপকেদাড়া ব্রিডিং সেন্টারে ওই স্নো লেপার্ডটির শাবক জন্মায়। প্রজননকেন্দ্রের তরফে জানা গিয়েছে, মা এবং সন্তানরা সম্পূর্ণ সুস্থ রয়েছে। সদ্যোজাত দুই শাবকের মধ্যে একজন মর্দা ও একজন মাদি।

আপাতত তাদের ক্রলে রাখা হয়েছে। সেখানেই মায়ের কাছে শাবকগুলি ধীরে ধীরে বড় হবে। তাদের স্বাস্থ্যের প্রতিও বিশেষ খেয়াল রাখা হচ্ছে। সর্বক্ষণ সিসি ক্যামেরায় নজরদারি চালানো হচ্ছে। মায়েরও বিশেষ যত্ন নেওয়া হচ্ছে বলে জানিয়েছে চিড়িয়াখানা কর্তৃপক্ষ। দার্জিলিং চিড়িয়াখানার ডিরেক্টর বাসবরাজ হোলেইচি-র এ বিষয়ে বক্তব্য, 'স্নো লেপার্ড মা এবং তার শাবকরা সুস্থ রয়েছে। মায়ের স্বাস্থ্যের ওপর বিশেষ খেয়াল রাখা হচ্ছে।'

দার্জিলিংয়ের তোপকেদাড়া ব্রিডিং সেন্টার রেডপান্ডা এবং স্নো লেপার্ড প্রজননে ইতিমধ্যেই গোটা দেশে নজির গড়েছে। সফল প্রজননের পর ওই কেন্দ্র থেকে রেডপান্ডা যেমন সিঙ্গালিলার জঙ্গলে ছাড়া হয়েছে, তেমনই স্নো লেপার্ডও অন্যত্র পাঠানো হয়েছে। গত বছরের ৩১ অগাস্ট তোপকেদাড়া ব্রিডিং সেন্টারে একজোড়া স্নো লেপার্ডের জন্ম হয়েছিল।

বর্তমানে দার্জিলিং চিড়িয়াখানায় স্নো লেপার্ডের সংখ্যা ১৩। তার মধ্যে চারটি মর্দা ও সাতটি মাদি। গত বছরের শেষের দিকে স্নো লেপার্ড 'রের' অন্তঃসত্ত্বা হয়। এরপর থেকেই তাকে বিশেষ যত্নে রাখা হয়েছিল।

চিকিৎসকরা ২৪ ঘণ্টা তার স্বাস্থ্যের প্রতি খেয়াল রাখছিলেন। তারপর গত ১৩ মে রের সফলভাবে দুটি শাবকের জন্ম দেয়। বর্তমানে মা স্নো লেপার্ডকে বেশি করে জল, মাংস ও প্রোটিন জাতীয় খাবার দেওয়া হচ্ছে। খাবারের সঙ্গে একাধিক ওষুধও রয়েছে।

যেহেতু শাবকরা মায়ের দুধ খেয়েই বড় হচ্ছে তাই দিনে বেশ কয়েকবার তাকে খেতে দেওয়া হচ্ছে বলে চিড়িয়াখানার কর্তারা জানিয়েছেন।

বিশেষ যত্ন

- সদ্যোজাত দুই শাবকের মধ্যে একটি মর্দা ও অন্যটি মাদি
- আপাতত তাদের ক্রলে রাখা হয়েছে
- সেখানেই মায়ের কাছে শাবকগুলি বড় হবে
- তাদের স্বাস্থ্যের প্রতিও বিশেষ খেয়াল রাখা হচ্ছে
- সর্বক্ষণ সিসি ক্যামেরায় নজরদারি চালানো হচ্ছে
- মায়েরও বিশেষ যত্ন নেওয়া হচ্ছে

লাটাগুড়িতে পর্যটকদের চায়ের আড্ডা

নাগরাকাটা, ১৮ মে : এ-ও আরেক 'চায়ে পে চর্চা'। ডুয়ার্সের পর্যটকদের নিয়ে চা আড্ডার আয়োজন করেছে জলপাইগুড়ি জেলা ক্ষুদ্র চা চাষি সমিতি। ২১ মে আন্তর্জাতিক চা দিবস। সেদিন লাটাগুড়িতে অনুষ্ঠানটি হবে। ক্ষুদ্র চা চাষিদের তৈরি গ্রিন, ব্ল্যাক, অর্থডক্স, হোয়াইট বা পার্পলের মতো রকমারি স্বাদ এবং গন্ধের চায়ের মৌতাত তো রয়েইছে। পাশাপাশি থাকছে স্থানীয়দের নিয়ে লোকনৃত্য, চায়ের ওপর প্রশ্নোত্তরের আসরও। বুধবারের এই আয়োজনে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে লাটাগুড়ি রিসর্ট ওনার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন।

উদ্যোক্তারা জানিয়েছেন, সেদিন বিকেল পাঁচটা থেকে চায়ের আড্ডা শুরু হবে। চলবে সন্ধ্যা আটটা পর্যন্ত। সব পর্যটকদের বিনামূল্যে চা খাওয়ানো হবে। থাকবে চা বিক্রির স্টলও। ময়নাগুড়ির 'জয় জল্লেশ' ফ্যাক্টরি সহ জেলার অন্যান্য জায়গার ক্ষুদ্র চা চাষিদের ছয়টি স্বনির্ভর গোষ্ঠীর ফ্যাক্টরি কিংবা বাড়িতে নিজেদের হাতে তৈরি উচ্চ গুণগতমানের চায়ের স্বাদ পরখ করতে পারবেন পর্যটকরা। বিভিন্ন বড় বাগানের চা কিনে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থাও থাকবে সেখানে।

বৃষ্টি তখনও নামেনি। রবিবার বিকেলে বালুরঘাটে মাজিদুর সরদারের ক্যামেরায়।

হরিমাধব মঞ্চের শিলান্যাস প্রস্তাব মমতাকে

বালুরঘাট, ১৮ মে : সম্প্রতি প্রয়াত হয়েছেন বাংলা নাটকের কালজয়ী নাট্যকার হরিমাধব মুখোপাধ্যায়। তাঁর প্রয়াণের পরেরদিনই বালুরঘাট পুরসভা তাঁর স্মৃতিতে বালুরঘাটে হরিমাধব মুক্তমঞ্চ গড়ে তোলার আশ্বাস দিয়েছিল। এবার মুখ্যমন্ত্রীর হাতে সেই মঞ্চের শিলান্যাসের প্রস্তাব পাঠাল বালুরঘাট পুরসভা। সোমবার উত্তরবঙ্গ সফরে আসছেন মুখ্যমন্ত্রী। মঙ্গলবার ডাবগ্রামে পরিষেবা প্রদান অনুষ্ঠানে কয়েক হাজার কোটি টাকার প্রকল্পের উদ্বোধন ও শিলান্যাস করবেন তিনি। সেখানেই বালুরঘাট শহরের সুরেশরঞ্জন পার্কের সামনে প্রয়াত হরিমাধবের স্মৃতিতে মুক্তমঞ্চের শিলান্যাস হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে মুখ্যমন্ত্রীর হাতে।

সীমান্তের কাছে নদীতে ভাসছে বহু জুতো

অমিতকুমার রায়

মানিকগঞ্জ, ১৮ মে : নদীর জলে ভেসে আসছে রংবেরঙের নানান মাপের জুতো। এই ঘটনা ঘিরে ছড়াল আতঙ্ক ও চাঞ্চল্য। ঘটনাটি ঘটেছে জলপাইগুড়ি সদর ব্লকের নগর বেরুবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায়। তবে প্রশ্ন একটাই, এত নতুন জুতো এল কোথা থেকে? সীমান্ত সংলগ্ন বেরুবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের পাশেই বাংলাদেশ। সীমান্তের ওপার থেকেই কি জুতো ভেসে আসছে? তা নিয়েও চর্চা চলছে।

পঞ্চায়েতের উপপ্রধান দিলীপকুমার দাস বলেন, 'এরকম রংবেরঙের জুতো সাধারণত পাহাড়ি এলাকার মানুষ ব্যবহার করে। দুষ্কৃতীরা হয়তো কোনও দোকান বা গাড়ি থেকে এসব লুট করেছিল। এলাকায় তা বিক্রি করতে না পেরে হয়তো নদীর জলে ফেলে দিয়েছে।' জুতোগুলো বাজেয়াপ্ত করে নিয়ে যায় মানিকগঞ্জ ফাঁড়ির পুলিশ। জলপাইগুড়ির পুলিশ সুপার খান্ডবাহালে উমেশ গণপত বলেন, 'বস্তার জুতোগুলো পরীক্ষা করা হয়েছে। তাতে আতঙ্কিত হওয়ার মতো কোনও কিছু পাওয়া যায়নি। এগুলো সবই পুরোনো, ব্যবহৃত জুতো।' অকারণ গুজব না ছড়ানোর অনুরোধ করেন জেলা পুলিশ সুপার।

গত শনিবার অমরখানা এলাকায় ডোকাইচাঁদ নদী থেকে প্রথমে বস্তাবোঝাই জুতো মেলে। রবিবার ফের অমরখানা এলাকায় যমুনা নদীর জলে আরও এক বস্তাবোঝাই জুতো নদীর জলে ভাসতে দেখেন স্থানীয় বাসিন্দারা। তারপর রাস্তার পাশে ঝোপে, চা বাগান, চাষের জমি থেকে ঝাঁ চকচকে রংবেরঙের জুতোর দেখা মিলতে থাকে। স্থানীয় পরেশ রায় বলেন, 'নতুন জুতো দেখে কেউ কেউ লুট করতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। আবার অনেকেই চিন্তিত জুতোয় কোনও বিপদ লুকিয়ে রয়েছে কি না, সেটাই বুঝতে পারছে না।'

CORRIGENDUM LEGAL NOTICE

I Tapash Nandi , Advocate , Siliguri have Published a Legal Notice on 16-05-2025 in Page No. 02, Col. No. 05 , of UTTAR BANGA SAMBAD and the Deed Number which are lost shall be read as I - 4867 & I - 4870 for the year 1984 instead of DEED NUMBER I - 4870 for the year 1964.

Tapash Nandi (Advocate)
Siliguri, M:- 94341 51274

স্বীকৃতি না থাকায় আসছে না অনুদান

ন্যাকের পরিদর্শন, ধোঁয়াশা পিবিহইউয়ে

দেবদর্শন চন্দ

কোচবিহার, ১৮ মে : প্রতিষ্ঠার পর এক দশকের বেশি সময় অতিক্রান্ত হলেও এতদিনে ন্যাক (ন্যাশনাল অ্যাসেসমেন্ট অ্যান্ড অ্যাক্রিডিটেশন কাউন্সিল)-এর পরিদর্শন করাতে পারেনি কোচবিহার পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। শুধু তাই নয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের ১২ বি স্বীকৃতিও নেই। অধ্যাপকদের দু'-একজন জানিয়েছেন, ১২ বি স্বীকৃতি না থাকায় ইউজিসি, সিএসআইআর-এর অনুদান পাচ্ছে না বিশ্ববিদ্যালয়। ন্যাক-এর পরিদর্শন না হওয়ায় বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়াশোনার মানও প্রশ্নের মুখে। বিষয়টি নিয়ে জোর চর্চা শুরু হয়েছে।

এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে থাকা এবিএন শীল কলেজ, কোচবিহার কলেজ, বাণেশ্বর সারথিবালা মহাবিদ্যালয়, মেখলিগঞ্জ কলেজ সহ নানা প্রতিষ্ঠান ন্যাক থেকে মূল্যায়ন করিয়েছে। কিন্তু উচ্চশিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হলেও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এতদিনেও সেই পরিদর্শন তথা মূল্যায়ন না করানোয় স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠছে। এবিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার আবদুল কাদের সাফেলির বক্তব্য, 'ন্যাক-এর পরিদর্শন করাতে হলে বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য থাকা প্রয়োজন। যেহেতু বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয় উপাচার্যহীন, তাই তিনি এলেই সংশ্লিষ্ট প্রস্তুতি নেওয়া হবে।'

দেবকুমার মুখোপাধ্যায় উপাচার্য থাকাকালীন ইউজিসির ১২ বি স্বীকৃতি এবং ন্যাক-এর পরিদর্শন করানোর জন্য দু'-তিনবার দিল্লি গিয়েছিলেন। কিন্তু প্রতিটি বিভাগে পর্যাপ্ত শিক্ষকের অভাব এবং পরিকাঠামোগত সমস্যার কারণে সেসময় প্রত্যাশা পূরণ হয়নি। এদিকে উপাচার্য না থাকায় সমস্যা বাড়ছে বিশ্ববিদ্যালয়ে। কবে উপাচার্য আসবেন, সেদিকে তাকিয়ে রয়েছেন সকলে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের অধ্যাপক মাধবচন্দ্র অধিকারী বলেন, 'ন্যাক-এর মূল্যায়ন না হলে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে থাকা কলেজগুলির সমস্যা হতে পারে। তাছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়াশোনার মানও প্রশ্নের মুখে দাঁড়াবে। এর সমাধান দরকার।'

বিশ্ববিদ্যালয়ের এক প্রবীণ অধ্যাপকের মন্তব্য, 'এতদিনেও আমাদের ন্যাক-এর পরিদর্শন হয়নি। স্থায়ী উপাচার্য থাকাকালীন কর্তৃপক্ষ চেষ্টা চালালেও কোনও কারণে তা হয়নি। ১২ বি স্বীকৃতিও আমাদের নেই। কেন এবিষয়ে কারও সদিচ্ছা নেই, তা বুঝতে পারছি না।'

বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে জানানো হয়েছে, ১২ বি স্বীকৃতি না থাকায় ইউজিসি, সিএসআইআর থেকে সেভাবে অনুদান আসছে না। এতে মূলত বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপকদের কাজের ক্ষেত্রে সমস্যায় পড়তে হচ্ছে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটি প্রতিষ্ঠার পর ১৩ বছর হতে চললেও প্রতিটি বিভাগে শিক্ষাকর্মীর অভাব রয়েছে। প্রতিটি বিভাগে রয়েছে পর্যাপ্ত অধ্যাপকের অভাবও। এতে প্রতি মুহূর্তে নানা সমস্যায় পড়তে হচ্ছে ছাত্রছাত্রী থেকে শুরু করে অধ্যাপকদের। এক অধ্যাপক বলেন, 'অধ্যাপক সংখ্যা, কোয়ার্টার, আলাদা প্রশাসনিক ভবন সহ প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো কিছুই সেভাবে আমাদের নেই। এসব থাকলে ন্যাকের ক্ষেত্রে আলাদা পয়েন্ট পাওয়া যায়।'

বিক্রয়

আলিপুরদুয়ার নিউটাউন পার্ক রোডের পাশে 3.75 ডেসিমেল জমি অতিসত্বর বিক্রয় হবে। Mo : 8101427002. (C/115566)

পূর্ব বিবেকানন্দপল্লি সংহতি মোড়ের কাছে ২ কাঠা জমির ওপর তিনতলা সুসজ্জিত বাড়ি বিক্রয় করতে চাই। M : 9832093348. (C/116345)

ক্রয়

খড়িবাড়ি ব্লকে একবিঘা রেজিঃ জমি কিনতে চাই। M : 9832093348. (C/116545)

কর্মখালি

৯টা থেকে ৯টা (9 AM to 9 PM) শিলিগুড়িতে সিকিউরিটি গার্ড লাগবে, বেতন - 12,000/-, M : 8001040040.

শিলিগুড়ি দেশবন্ধুপাড়ায় ফ্ল্যাট-এর জন্য নাইটগার্ড লাগবে, বেতন 10,000/-, বয়স : 20-50, M: 9933119446. (C/116501)

কর্মখালি
স্টার হোটেলে অনূর্ধ্ব 30 ছেলেরা নিশ্চিত কেরিয়ার তৈরি করুন। আয় 10-18000/-, থাকা খাওয়া ফ্রি। 9434495134. (C/116323)

Linux Admin Support Engineer in State Data Centre. Location : Siliguri & Agartala Experience : 0 to 3 years, k.saikh@bluematrixsolution.com

ASSAY INDIAN MODEL SCHOOL (AIMS)
Required pure Sci, Math, Eng., Physical Sci.Teacher. Salary : 12 K-15K. Mob : 9733055032, 7363007227. (C/116502)

অ্যাভিডেভিট

আমার কিছু তথ্যাদিতে Satyajit Ray লিপিবদ্ধ আছে। গত 17.05.25, 3rd Court, সদর, কোচবিহার J.M. কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে আমি Satyajit Roy এবং Satyajit Ray এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম। ব্রহ্মত্তর কশাল ডাঙ্গা, আকরারহাট বন্দর, কোতোয়ালি, কোচবিহার। (C/115934)

দিনহাটা EM কোর্টে 16.5.25 অ্যাফিডেভিট বলে আমি চন্দ্রিমা রায় বেপারী এবং চন্দ্রিমা রায় একই ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম। সাং জিৎপুর-১। (S/M)

আজ টিভিতে

চ্যাটার্জি বাড়ির মেয়েরা সন্ধে ৭.০০ আকাশ আট

সিনেমা

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৮.০০ দেবতা, বেলা ১১.০০ ভক্তের ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, দুপুর ১.০০ সেদিন দেখা হয়েছিল, বিকেল ৪.০০ রিফিউজি, সন্ধে ৭.০০ বিধিলিপি, রাত ১০.০০ মন মানে না, ১.০০ নব্যাংশ

জলসা মুভিজ : দুপুর ১.৩০ সাত পাকে বাঁধা, বিকেল ৪.২০ গুরু, সন্ধে ৭.৩০ সংগ্রাম, রাত ১০.৪৫ শাপমোচন

জি বাংলা সিনেমা : বেলা ১১.০০ মেমসাহেব, দুপুর ১.৩০ প্রাণের স্বামী, বিকেল ৪.৩০ বর কনে, রাত ১০.৩০ রূপবান, ১.১৫ জয় কালী কলকাতাওয়ালি

ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ শুভ রজনী

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ মস্তান

আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ অমর সঙ্গী

স্টার গোল্ড সিলেক্ট এইচডি: দুপুর ১২.০৩ দ্য লেজেন্ড অফ মাইকেল মিশ্রা, ২.০৬ নো ওয়ান কিলড জেসিকা, বিকেল ৪.২২ দিল বেচারা, সন্ধে ৬.০৫ রাজনীতি, রাত ৯.০০ দম লগাকে হইসা, ১০.৫৪ ওহ কওন থি?

জি সিনেমা এইচডি : বেলা ১১.৩২ বিবি নম্বর ওয়ান, দুপুর ১.৫৭ স্যামি-টু, বিকেল ৪.৪৯ পিগুম, রাত ১০.৩৪ মায়োঁ

অ্যান্ড পিকচার্স : দুপুর ১.৩৬ দ্য হিরো : লভ স্টোরি অফ আ স্পাই, বিকেল ৫.১১ দবং-থ্রি, রাত ৮.০০ উরি : দ্য সার্জিক্যাল স্ট্রাইক, ১০.৪৪ পিপা

অ্যান্ড এক্সপ্লোর এইচডি : বেলা ১১.১১ বার বার দেখো, দুপুর ১.৩৩ জাজমেন্টাল হ্যায় কেয়া, বিকেল ৩.৩৬ মনমর্জিয়াঁ, সন্ধে ৬.১৫ এজেন্ট বিনোদ, রাত ৯.০০ বাওয়াল, ১১.১৮ গুডবাই

আলাদিন রাত ৮.৪৫
স্টার মুভিজ এইচডি

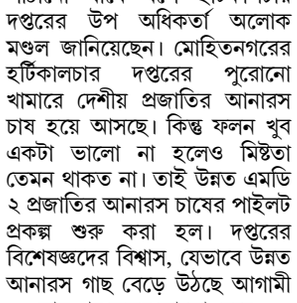

সাতে পাকে বাঁধা
দুপুর ১.৩০ জলসা মুভিজ

দ্য লেজেন্ড অফ মাইকেল মিশ্রা
দুপুর ১২.০৩ স্টার গোল্ড সিলেক্ট এইচডি

উত্তরের শিকড়

অবিভক্ত জলপাইগুড়ি জেলায় চা শিল্প স্থাপনের কাণ্ডারি, তথা ইংরেজ টি প্ল্যান্টার্সরা যেন আজও জীবিত আছেন স্থানীয় সেন্ট মাইকেল অ্যান্ড অল অ্যাঞ্জেলস চার্চের তত্ত্বাবধানে থাকা সমাধিফলকে। দূর-দূরান্ত থেকে আজও অনেকেই আসেন সেসব সমাধিফলক দেখতে তথা সেই সকল চা বণিকদের সম্পর্কে জানতে।

এই চার্চের জমিতে ডুয়ার্সের নানা কবরস্থান থেকে এনে সংরক্ষণ করে রাখা হয়েছে সমাধিফলকগুলি। তবে বহুদিন সেই ফলকগুলি অবহেলায় পড়ে ছিল। যার মধ্যে কয়েকটি

সমাধিফলক যেন ওঁদের অবদানের সাক্ষী

সমাধিফলক তুলে এক জায়গায় উঁচু করে সাজিয়ে রেখেছে চার্চ কর্তৃপক্ষ। যেমন এখানে লুইসা ক্যাথেরিন নামে এক চা বণিকের সমাধিফলক রয়েছে। ১৯০২ সালে তিনি মারা যান ডুয়ার্সের চা বলয়ে মারণ রোগ কালাজ্বরে আক্রান্ত হয়ে। এছাড়াও ১৮৭৭ সালে ওয়ালটার আলেকজান্ডার জন থমসনের স্ত্রী শার্লি থমসন মারা যান কলেরায়। তাঁর সমাধিফলকও এখানে রয়েছে। চার্চটির প্রতিষ্ঠার পেছনে এই মহিলার অনেক অবদান রয়েছে। আরেক ইংরেজ ক্যাপ্টেন জন গ্র্যান্টের ২১ বছরের ছেলে জেমসের কলেরায় মৃত্যু হয়েছিল। তাঁর সমাধিফলকও রয়েছে সযত্নে। ১৮৯৭ সালের ২২ মার্চের মৃত্যুর এই তারিখের পাশে পাথরে ইংরেজিতে খোদাই রয়েছে julpaiguri নামটি। যদিও আজকের ইংরেজি অক্ষরে jalpaiguri বানান লেখা হয়। ডুয়ার্সের সোনগাছি, বাগরাকোট, চিলৌনির বহু ইংরেজ চা কর্তা এবং ম্যানেজারের স্মৃতি ফলক চার্চের ভেতরে জ্বলজ্বল করছে। চার্চের পরিচালন সমিতির সভাপতি সুহৃদ মণ্ডল বলেন, 'আমরা চাই ডুয়ার্সের চা বাগানের গোড়াপত্তনে ইংরেজদের অবদান ও ডুয়ার্সের নানাবিধ রোগের ইতিহাস সম্পর্কিত হেরিটেজ মিউজিয়াম গড়ে তুলতে সরকারিভাবে সাহায্য করা হোক।'

জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, হবু জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।

আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।

আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।

ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছেন।

হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন
৯০৬৪৮৪৯০৯৬
এই নম্বরে

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : বাবার স্বাস্থ্য নিয়ে উদ্বেগ চলবে। প্রেমের ক্ষেত্রে অপরিচিত ব্যক্তির দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারেন। **বৃষ :** পরিবারের সঙ্গে ভ্রমণে আনন্দ। দূরের কোনও বন্ধুর সঙ্গে ব্যবসায়িক যোগাযোগে উপকৃত হবেন। **মিথুন :** রাস্তায় কোনওরকম বিতর্কে জড়ালেই সমস্যা হবে। প্রিয়জনের জন্যে কিছু করতে পেরে আনন্দ। **কর্কট :** সন্তানের উচ্চশিক্ষার জন্যে খরচ বাড়বে। নতুন বাড়ি কেনার যোগ। **সিংহ :** অহেতুক কথা বলে জনপ্রিয়তা নষ্ট হবে। জমি ও বাড়ির কাগজপত্র সাবধানে রাখুন। **কন্যা :** জনহিতকর কাজে অংশগ্রহণে তৃপ্তি লাভ। দূরের বন্ধুকে কাছে পেয়ে আনন্দ। **তুলা :** সপরিবারে ভ্রমণে আনন্দ। কর্মপ্রার্থীরা কাজের সুযোগ পাবেন। ভালো কাজের জন্যে সম্মান প্রাপ্তি। **বৃশ্চিক :** সামান্য উদাসীনতায় সম্পর্কের ক্ষতি হতে পারে। কর্মক্ষেত্রে বদলের ইঙ্গিত। **ধনু :** প্রেমের সঙ্গীকে ভুল বুঝতে পারেন। কোনও নতুন কর্মক্ষেত্র থেকে ভালো সুযোগ আসবে। **মকর :** ব্যবসায় ভালো ফল লাভ হবে। নতুন কোনও প্রেমের সম্পর্ক তৈরি হতে পারে। প্রিয়জনের সহায়তা প্রাপ্তি। **কুম্ভ :** কর্মক্ষেত্র বদলের সিদ্ধান্ত। পুরোনো রোগ ফিরতে পারে। প্রেমে শুভ। **মীন :** বিদ্যার্থীদের শুভ। মায়ের পরামর্শে সংসারের সমস্যা কাটবে।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ৪ জৈষ্ঠ্য, ১৪৩২, ভাঃ ২৯ বৈশাখ, ১৯ মে, ২০২৫, ৪ জেঠ, সংবৎ ৭ জ্যৈষ্ঠ বদি, ২০ জেল্কদ। সূঃ উঃ ৪।৫৮, অঃ ৬।১০। সোমবার, সপ্তমী রাত্রি ১।২৯। শ্রবণানক্ষত্র দিবা ৩।৫৪। ব্রহ্মযোগ রাত্রি ১।২৩। বিষ্টিকরণ দিবা ১।৫৪ গতে ববকরণ রাত্রি ১।২৯ গতে বালবকরণ। জন্মে-মকররাশি বৈশ্যবর্ণ মতান্তরে শূদ্রবর্ণ দেবগণ অষ্টোত্তরী বৃহস্পতির ও বিংশোত্তরী চন্দ্রের দশা, দিবা ৩।৫৪ গতে রাক্ষসগণ অষ্টোত্তরী রাহুর ও বিংশোত্তরী মঙ্গলের দশা, রাত্রি ৩।৪৪ গতে কুম্ভরাশি শূদ্রবর্ণ মতান্তরে বৈশ্যবর্ণ। মৃতে- একপাদদোষ, রাত্রি ১।২৯ গতে দোষ নাই। যোগিনী- বায়ুকোণে, রাত্রি ১।২৯ গতে ঈশানে। কালবেলাদি ৬।৩৭ গতে ৮।১৬ মধ্যে ও ২। ৫২ গতে ৪। ৩১ মধ্যে। কালরাত্রি ১০।১৩ গতে ১১।৩৪ মধ্যে। যাত্রা- শুভ পূর্বে নিষেধ। শুভকর্ম- দিবা ১২। ৪২ গতে গাত্রহরিদ্রা অব্যুঢ়ান্ন নামকরণ দেবতাগঠন ক্রয়বাণিজ্য পুণ্যাহ শান্তিস্বস্ত্যয়ন হলপ্রবাহ বীজবপন ধান্যচ্ছেদন ধান্যস্থাপন ধান্যবৃদ্ধিদান, কারখানারম্ভ কুমারীনাসিকাবেধ বাহনক্রয়বিক্রয় কম্পিউটার নির্মাণ ও চালন, দিবা ১২।৪২ গতে ২।৫২ মধ্যে নবশষ্যাসনাদ্যুপভোগ বৃক্ষাদিরোপণ। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- সপ্তমীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। অমৃতযোগ- দিবা ৮।৩০ গতে ১০।১৬ মধ্যে এবং রাত্রি ৯।৮ গতে ১১।৫৮ মধ্যে ও ১।২২ গতে ২। ৫০ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ- রাত্রি ৩।৩০ গতে ৪।১২ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সত্যতা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

বেপাত্তা বরাতপ্রাপ্ত ঠিকাদারি সংস্থা

পাথর বিছিয়ে কাজে ‘ইতি’

রাজেশ দাশ

গোপালপুর, ১৮ মে : ছয় দশক পর রাস্তার কাজের শিলান্যাস হয়। কেদারহাট গ্রাম পঞ্চায়েতের জোড়শিমুলির বাসিন্দারা ভেবেছিলেন, অবশেষে এত বছরের দুর্ভোগ মিটবে। কিন্তু রাস্তায় পাথর বিছানোতেই কাজের ইতি! গত চার মাস ধরে ওই কাজের বরাতপ্রাপ্ত ঠিকাদারি সংস্থার কাউকে দেখা যাচ্ছে না। এদিকে, পাথরের রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করতে সমস্যায় পড়ছেন এলাকাবাসী। ক্ষোভ জন্মেছে এলাকাবাসীর মনে। বরাতপ্রাপ্ত ঠিকাদারি সংস্থার সঙ্গে ফোনে একাধিকবার যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও ফোন না ধরায় কোনও প্রতিক্রিয়া মেলেনি।

গতবছর অগাস্ট মাসে পথশ্রী প্রকল্পে জোড়শিমুলির মণ্ডলবাড়ি চৌপথি থেকে মাগুরমারি প্রাথমিক স্কুল পর্যন্ত রাস্তা পাকা করার কাজের শিলান্যাস হয়। জেলা পরিষদের তরফে বরাদ্দ হয় ৫১ লক্ষ ৬৮ হাজার ৩৯৪ টাকা। তারপরও কাজ শুরু হয়নি সঙ্গে সঙ্গে। প্রায় চার মাস আগে রাস্তাটিতে পাথর বিছানো হয়। গ্রামবাসী অমল বর্মন বলেন, ‘প্রায় ১০ মাস রাস্তাটার কাজের শিলান্যাস হয়েছে। পাথর বিছানো পর্যন্তই কাজ হয়েছে। পাথরের রাস্তার ওপর দিয়ে যাতায়াতে ভোগান্তি পোহাতে হচ্ছে।’

আরেক বাসিন্দা দীনেশ বর্মন আক্ষেপ করে বললেন, ‘রাস্তায় শুধু পাথর ফেলেই কাজ বন্ধ হয়ে রয়েছে কেন, বুঝতে পারছি না। তারপর থেকে আর ঠিকাদারি সংস্থার কাউকে দেখাও যাচ্ছে না এলাকায়।’ পাথর বিছানো রাস্তা দিয়ে বাইক, সাইকেল নিয়ে চলাচলে খুবই সমস্যা হয় বলে জানালেন তিনি। টোটোচালকরাও ঢুকতে চায় না ওই রাস্তায়। রাস্তাটি শুরু হওয়ার আগেই নামিয়ে দেন। জোড়শিমুলি থেকে কেদারহাট বাজার বা কেদারহাট গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসে যাওয়ার একমাত্র রাস্তাও এটি। কাজ শুরু হওয়ার আগে কাঁচা রাস্তার জন্য ভোগান্তি পোহাতে হত। এখন পাথর বিছিয়ে কাজ ‘শেষ’ করে দেওয়ায় আরেক দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে।

কেদারহাটে জোড়শিমুলিতে বন্ধ রয়েছে এই রাস্তার কাজ।

এই রাস্তায় পড়ে একটি প্রাথমিক এবং হাইস্কুল। ফলে রোজ এই রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করতে হয় শতাধিক পড়ুয়াদের। মাঝেমধ্যেই পাথরে হোঁচট খেয়ে পড়ছে তারা। বড়রাও বাদ যাচ্ছেন না, অভিযোগ গ্রামবাসী জহিরউদ্দিন মিয়াঁর। দ্রুত কাজ শুরু না হলে বর্ষায় ভোগান্তি বাড়বে বলে জানালেন তিনি। বর্ষায় রাস্তায় জল জমে ভোগান্তির পরিমাণ আরও বাড়বে।

থমকে কাজ

- গতবছর অগাস্ট মাসে জোড়শিমুলিতে রাস্তা পাকা করার কাজের শিলান্যাস হয়
- তারও কয়েকমাস বাদে রাস্তায় পাথর বিছানো হয়
- ঠিকাদারি সংস্থার কাউকে তারপর আর এলাকায় দেখা যায়নি
- কেন এত মাস ধরে কাজ বন্ধ, সেটাও অজানা

স্থানীয় জেলা পরিষদ সদস্য সুজাতা বর্মন অবশ্য বিষয়টি নিয়ে আশ্বস্ত করলেন। তাঁর কথায়, ‘বিষয়টি নিয়ে ঠিকাদারি সংস্থার সঙ্গে কথা বলব। দ্রুত কাজ শুরুর উদ্যোগ নেওয়া হবে।’ মাথাভাঙ্গা-১’র বিডিও শুভজিৎ মণ্ডলও একই কথা বললেন।

২০তম জেলা সম্মেলন

মাথাভাঙ্গা, ১৮ মে : মাথাভাঙ্গা শহরে ২১ মে থেকে সিপিএমের যুব সংগঠন ডিওয়াইএফআই কোচবিহার জেলা ২০তম সম্মেলন শুরু হবে। সম্মেলন উপলক্ষ্যে ২২ মে সমাবেশ হবে। সমাবেশে মূল বক্তা হিসেবে ডিওয়াইএফআইয়ের রাজ্য সম্পাদক মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায় উপস্থিত থাকবেন। হাতেগোনা আর কয়েকদিন বাকি। তাই মাথাভাঙ্গা সহ জেলাজুড়ে সমাবেশ নিয়ে ব্যাপক প্রচার শুরু হয়েছে। মাথাভাঙ্গা শহর লোকাল কমিটির সম্পাদক সন্দীপন ঘোষ বলেন, ‘সম্মেলন উপলক্ষ্যে ১১১ জন সদস্যের অভ্যর্থনা কমিটি গঠিত হয়েছে।’

অভ্যর্থনা কমিটির সভাপতি মকসেদুল ইসলাম জানিয়েছেন, শহরের নজরুল সদনে ২১ মে প্রতিযোগিতামূলক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং ২৩ মে প্রতিনিধি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে।

পাশাপাশি সম্মেলনকে সফল করার জন্য সংগঠনের পক্ষ থেকে মিছিল এবং পথসভার আয়োজন করা হচ্ছে বলে সংগঠনের কোচবিহার জেলা সম্পাদক সুধাংশু প্রামাণিক জানান। তিনি বলেন, ‘কোচবিহার জেলায় সংগঠনের ৪০টি লোকাল কমিটি থেকে ৩১০ জন প্রতিনিধি সম্মেলনে অংশগ্রহণ করবেন।’

সংগঠনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, সম্মেলনে সাংগঠনিক আলোচনার পাশাপাশি কোচবিহার জেলার নানা সমস্যা সমাধানের দাবি নিয়ে আলোচনা হবে। পাশাপাশি সরকারি সমস্ত শূন্যপদে স্বচ্ছতার সঙ্গে নিয়োগ প্রক্রিয়া নিয়ে আন্দোলনের কর্মসূচি গৃহীত হবে সংগঠনের জেলা সম্মেলনে।

রহস্যজনক মৃত্যু বৃদ্ধের

সিতাই, ১৮ মে : রোজকার মতো শনিবার রাতে খাওয়াদাওয়ার পর ওষুধ খাওয়ানো হয় বৃদ্ধকে। পরিবারের সদস্যরা জানালেন, এরপরই ওই বৃদ্ধ বাড়ির বাইরে গিয়ে নিজের গলায় ধান কাটার কাঁচি দিয়ে আঘাত করেন। পরে চিৎকার করলে পরিবারের সদস্য এবং স্থানীয়রা ঘটনাস্থলে পৌঁছে তাঁকে উদ্ধার করেন। বৃদ্ধকে সিতাই ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা মৃত ঘোষণা করেন। ঘটনাটি ঘটেছে ব্রহ্মোত্তরচাতরা গ্রাম পঞ্চায়েতের বারোবাংলা গ্রামে। মৃতের নাম অনিল বর্মন (৬০)।

মৃতের স্ত্রী, এক ছেলে ও এক মেয়ে রয়েছেন, মেয়ে বিবাহিত। সিতাই থানার পুলিশকেও খবর দেওয়া হয়েছে। তদন্ত শুরু হয়েছে বলে জানানো হয়। রবিবার মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য কোচবিহার এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠানো হয়। মৃত্যুর কারণ মানসিক অসুস্থতা নাকি অন্য কোনও কারণ রয়েছে, সেটাই খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

মৃতের আত্মীয় কুকলেশ্বর বর্মন বললেন, ‘ঘটনার আগে বাড়িতে কোনও ঝগড়া বা অশান্তি ছিল না। প্রতিবেশীরাও জানতেন যে ও মানসিকভাবে অসুস্থ ছিল। এদিন ডাক্তার দেখানোর কথা ছিল অনিলকে। তার আগেই এই ঘটনা।’

নয়া কমিটি

হলদিবাড়ি, ১৮ মে : সারা ভারত অগ্রগামী কিষান সভার বার্ষিক সম্মেলন হল রবিবার। এদিন ১৫ সদস্যের একটি নতুন কমিটি তৈরি হল। দেওয়ানগঞ্জ হাইস্কুল মাঠে ওই সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন সারা ভারত ফরওয়ার্ড ব্লকের রাজ্য কমিটির সম্পাদক গোবিন্দ রায়, সারা ভারত অগ্রগামী কিষান সভার রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য আব্দুর রউফ, কোচবিহার জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য অরবিন্দ রায়, সারা ভারত ফরওয়ার্ড ব্লকের লোকাল কমিটির সভাপতি ইন্দ্রজিৎ সিংহ, লোকাল কমিটির সম্পাদক কমলকুমার রায় প্রমুখ।

এদিন কমিটিতে সভাপতি হিসেবে নির্বাচিত করা হয় সতীশ মণ্ডলকে ও সাধারণ সম্পাদক হিসেবে দেবেন্দ্রনাথ রায়কে নির্বাচিত করা হয়। সম্মেলন শেষে দেওয়ানগঞ্জ বাজারে একটি মিছিল ও পথসভা করেন তাঁরা।

ভোগরামগুড়ি সুস্বাস্থ্যকেন্দ্রে যেতে গেলে পেরোতে হয় এই জমা জল।

নেই নালা, জমা জলে দুর্ভোগ

রাজেশ দাশ

গোপালপুর, ১৮ মে : স্বাস্থ্যকেন্দ্রে লোকজন আসে রোগ সারাতে। কিন্তু দেখা যায় তাঁরা ফিরছেন অসুস্থ হয়ে। শুনতে অবাক লাগলেও এটাই সত্যি! এমনই দশা মাথাভাঙ্গা-১ ব্লকের গোপালপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ভোগরামগুড়ি সুস্বাস্থ্যকেন্দ্রের। কারণ সুস্বাস্থ্যকেন্দ্রের সামনে নিকাশিনালা নেই। ফলে সামান্য বৃষ্টিতেই জল জমে যায় সেখানে। অভিযোগ, টানা তিন বছর ধরে এই জমা জল নিয়ে একপ্রকার নরকযন্ত্রণা ভোগ করছেন রোগীরা। সুস্বাস্থ্যকেন্দ্রে চিকিৎসা করাতে আসা মল্লিকা রায় বলেন, ‘চিকিৎসা পরিষেবা নিয়ে সুস্থ হতে এসে এভাবে সমস্যায় পড়তে হবে, তা ভাবতে পারিনি। যেভাবে জল পেরিয়ে ঢুকতে হচ্ছে, তা খুবই কষ্টকর।’

গ্রামবাসীদের একাংশের অভিযোগ, স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য, ব্লক প্রশাসন সবাইকে জানিয়েও তিন বছরেও সুস্বাস্থ্যকেন্দ্রের সামনে জমা জলের যন্ত্রণা থেকে মুক্তি মেলেনি। রামবাসী রমনী বর্মন বলেন, ‘আমরা স্থানীয় প্রশাসনকেও জানিয়েছি কিন্তু কারও কোনও হেলদোল নেই।’

জমা জলের মধ্যে পড়ে গিয়ে দুর্ঘটনাও ঘটছে। জমা জল যে রোগজীবাণুর আঁতুড়, সেটা সকলেই জানেন। তারপরও কেন এলাকায় নালা তৈরি নিয়ে এতদিনে পদক্ষেপ করা হল না, সেই প্রশ্ন উঠছে। বিডিও শুভজিৎ মণ্ডল অবশ্য সমস্যা সমাধানের আশ্বাস দিলেন। তাঁর কথায়, ‘বিষয়টি নিয়ে ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিকের সঙ্গে কথা বলব। যত দ্রুত সমস্যার সমাধান করা যায়, সেই উদ্যোগ নেব।’

গ্রামবাসী দুলাল বর্মনের গলাতেও ঝরে পড়েছে হতাশা। বললেন, ‘বৃষ্টির জল জমে থাকে। জমা জল থেকে রোগ ছড়ানোর আশঙ্কা তো রয়েই যায়। মশা-মাছিতে ওই জায়গায় টেকা দায়। স্বাস্থ্যকেন্দ্রে এলে এখান থেকে অসুস্থ হয়ে ফিরতে হয়।’

গোপালপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান হৈমন্তী রায় মাঝি মানছেন রোগীদের এই দুর্ভোগের বিষয়টি। তিনি বলেন, ‘ভোগরামগুড়ি সুস্বাস্থ্যকেন্দ্রের নিকাশিনালা নিয়ে একটা সমস্যা আছে বলে জানি। যত দ্রুত সম্ভব নালা নির্মাণের কাজ শুরু হবে।’

প্রধান তো আশ্বাস দিলেন যে অবিলম্বে নালা নির্মাণ করা হবে। কিন্তু তিনবছরেও যা হল না, এবার সেটা কতদিনে হয়, তারই অপেক্ষায় দিন গুনছেন গোপালপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বাসিন্দারা।

রোগের আঁতুড়

- ভোগরামগুড়ি সুস্বাস্থ্যকেন্দ্রের সামনে নেই নিকাশিনালা
- অল্প বৃষ্টিতে জমে থাকছে জল
- স্থানীয় প্রশাসন সবটা জানলেও তিনবছর ধরে কোনও পদক্ষেপ করছে না বলে অভিযোগ
- স্থানীয় বিডিও অবশ্য দ্রুত সবটা খতিয়ে দেখে ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন

বাজারের সামনে জঞ্জালের স্তূপ

রাকেশ শা

ঘোকসাডাঙ্গা, ১৮ মে : মাথাভাঙ্গা-২ ব্লকের লতাপাতা গ্রাম পঞ্চায়েত নির্মল গ্রাম পঞ্চায়েত পুরস্কার পেয়েছে। অথচ ওই গ্রাম পঞ্চায়েতের কুশিয়ারবাড়ি হলেশ্বর হাট ও বাজারের সামনে রাস্তার পাশেই ফেলা হচ্ছে আবর্জনা। ছড়াচ্ছে দুর্গন্ধ। রেলগেট সংলগ্ন এলাকায় জমতে থাকা এই আবর্জনাকে ঘিরে ক্ষোভ বাড়ছে স্থানীয় বাসিন্দা থেকে শুরু করে অফিসযাত্রী, স্কুল পড়ুয়া সকলের।

লতাপাতা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রাণকেন্দ্রে রয়েছে কুশিয়ারবাড়ি বাজার। এই এলাকাতেই রয়েছে বিভিন্ন স্কুল, গ্রাম পঞ্চায়েত কার্যালয়, ব্যাংক ও পোস্ট অফিস। যখন ট্রেন আসে তখন রেলগেট পড়ে গেলে অনেকক্ষণ ধরে দুর্গন্ধ সহ্য করতে হয় পথচারীদের। বাজারে কোনও ডাম্পিং গ্রাউন্ড না থাকায় সমস্ত আবর্জনা ফালাকাটা-কোচবিহার জাতীয় সড়ক থেকে মাত্র ১০০ মিটার দূরে বাজারের মূল প্রবেশপথের উলটোদিকে ফেলা হয়।

কুশিয়ারবাড়ির পোস্ট মাস্টার রতনকুমার রায় বলেন, ‘এত বড় একটা বাজার। সেই বাজারের আবর্জনা রাস্তার পাশে স্তূপীকৃত করে রাখা হচ্ছে। দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে। প্রশাসনকে আবর্জনা অন্যত্র ফেলার ব্যবস্থা করতে হবে।’ বাজার কমিটির পক্ষে জগদীশ বর্মন বলেন, ‘বাজারের পাশে কোনও খালি জায়গা নেই। তাই আপাতত ওই ফাঁকা জায়গায় আবর্জনা ফেলা হচ্ছে। তবে বিকল্প ব্যবস্থা হয়ে গিয়েছে। গ্রাম পঞ্চায়েতকে বিষয়টি জানানো হয়েছে।’

স্থানীয় বাসিন্দা নন্দ বর্মন, দীপঙ্কর বর্মন, উমেশ বর্মনদের অভিযোগ, বাজারে ঢোকার মুখে এভাবে আবর্জনার স্তূপ থাকলে তা দেখতেও খারাপ লাগে। পাশাপাশি, ব্যাপক দুর্গন্ধ তো রয়েছেই। গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান মালা অধিকারীর বক্তব্য, ‘লাফাবাড়িতে ডাম্পিং গ্রাউন্ড চালু হয়েছে। সেখানে আবর্জনা ফেলার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এখানেও তাই করা হবে।’

লালদিঘির পাড়ে পুরসভার পার্কিং জোনে জমে রয়েছে জল। - জয়দেব দাস

সংস্কার হবে লালদিঘি পার্কিং জোন

দেবদর্শন চন্দ

কোচবিহার, ১৮ মে : শহরের লালদিঘির পাড়ের পার্কিং জোন সাজিয়ে তুলতে উদ্যোগী কোচবিহার পুরসভা। প্রতিবছর বর্ষা এলে পার্কিং জোনটি জলকাদায় একাকার হয়ে যায়। সমস্যায় পড়েন বাইক, গাড়ি রাখতে আসা চালকরা। সেকারণে অবিলম্বে কংক্রিট দিয়ে পার্কিং জোনটি ঢালাই করে দেওয়ার চিন্তাভাবনা করেছে পুরসভা। পাশাপাশি রোদ, ঝড় কিংবা বৃষ্টিতে গাড়িগুলি যাতে নষ্ট না হয়, সেজন্য সেখানে টিনের শেড করে দেওয়ার কথাও জানালেন পুরসভার চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষ। তাঁর আশ্বাস, ‘পার্কিং জোনটি বৃষ্টির কারণে বেহাল হয়ে পড়েছে। খুব শীঘ্রই পার্কিং জোনটি ঢালাই করে টিনের শেড করে দেওয়া হবে।’

এদিনও সেখানে গিয়ে দেখা গেল, পার্কিং জোনের বিভিন্ন জায়গায় গর্ত হয়ে জল জমে রয়েছে। এরপর জল শুকোলে সেখানে কাদা জমে সে এক বাজে অবস্থা। অনেক বছর ধরে ভোগান্তিতে পড়তে হচ্ছিল গাড়ি এবং বাইকচালকদের। জমে থাকা জলকাদায় পা পিছলে যাওয়ার ঘটনাও ঘটেছে একাধিকবার। ক্যালেন্ডার অনুযায়ী বর্ষাকাল আসতে এখনও মাসখানেক বাকি। কিন্তু বৈশাখের মাঝামাঝি থেকেই কোচবিহারে বর্ষা উঁকিঝুঁকি মারছে। গত কয়েকদিন ধরেই জেলায় মাঝারি থেকে ভারী বৃষ্টিপাত হচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে ওই পার্কিং জোনটির অবস্থা একেবারেই বেহাল। বর্ষা দোরগোড়ায় চলে এসেছে, এতদিন পর এখন এই উদ্যোগ কেন, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। এতদিনেও কেন পদক্ষেপ করা হয়নি, সেই প্রশ্নও তোলা হয়।

> পার্কিং জোনটি বৃষ্টির কারণে বেহাল হয়ে পড়েছে। খুব শীঘ্রই পার্কিং জোনটি ঢালাই করে টিনের শেড করে দেওয়া হবে।
>
> **রবীন্দ্রনাথ ঘোষ,** চেয়ারম্যান কোচবিহার পুরসভা

পুরসভার এই উদ্যোগকে অবশ্য সাধুবাদ জানিয়েছেন ব্যবসায়ীদের অনেকেই। বাজারের বস্ত্র ব্যবসায়ী অমিত বিশ্বকর্মা বলেন, ‘পার্কিং জোনটি ভালোভাবে তৈরি করলে বাজারে আসা ক্রেতাদের সুবিধা হবে। পার্কিং জোনের এই পরিস্থিতির কারণে অনেকেই এখানে ঢুকতে চান না। যত দ্রুত সম্ভব জায়গাটি সংস্কার করা হোক।’

মাছ ধরি আনন্দে

কোচবিহারে তোর্ষা নদীতে জয়দেব দাসের ক্যামেরায়।

ভাঙা সাঁকোই ভরসা বাদলগিরে

অমৃতা দে

দিনহাটা, ১৮ মে : বাঁশের সাঁকোর ভগ্নপ্রায় দশায় বিপদের হাতছানি! দিনহাটার বামনহাট-২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের বাদলগির এবং সংলগ্ন আটিয়ালডাঙ্গা, বগনিরহাট গ্রামের কয়েক হাজার বাসিন্দাকে প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে এই বাঁশের সাঁকোর ওপর দিয়ে চলাচল করতে হচ্ছে। মাঝেমধ্যে সাঁকো ভেঙে পড়ে অনেকেই দুর্ভোগে পড়ছেন। দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জোরালো হয়েছে। গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য সন্তোষ বর্মন বললেন, ‘সাঁকো সংস্কারে বারবার উপরমহলের সঙ্গে যোগাযোগ করলে এপর্যন্ত স্থায়ী সমাধান হয়নি। স্থায়ী সমাধানের চেষ্টা করা হচ্ছে।’

এই সাঁকোটি বাদলগির গ্রামের রায়পাড়ায় খালের উপর রয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের পাশাপাশি এলাকায় পড়ুয়াদের কাছে এটি চলাচলের অন্যতম ভরসা। গ্রামবাসী নিরুপমা রায় বললেন, ‘বছরে সাঁকোটি কম করে তিন-চারবার ভেঙে যায়। এটি পেরিয়ে চলাচল করতে কয়েক হাজার মানুষকে নিয়মিত চরম ভোগান্তি সইতে হচ্ছে।’

সাঁকোটি মাঝেমধ্যে সংস্কার করা হয় বটে। কিন্তু সংস্কারের পর কয়েকদিন যেতে না যেতেই তা ফের বেহাল হয়ে পড়ে। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, স্থানীয় বাসিন্দা কানাই রায়ের কথায়, ‘ছোটবেলা থেকেই এই সাঁকোটির বেহাল অবস্থা দেখছি। সরকারি আধিকারিকরা বেশ কয়েকবার মাপজোখ করেছেন। তাতে কাজের কাজ কিছুই হয়নি।’ ভোটের সময় সাঁকো সংস্কারের আশ্বাস মেলে নেতামন্ত্রীদের কাছ থেকে। কিন্তু ভোট পেরলেই আশ্চর্যজনকভাবে তাঁরা প্রত্যেকেই সবকিছু ভুলে যান বলে অভিযোগ। তারপর আর তাঁদের টিকিটাও দেখা যায় না এলাকায়। এলাকাবাসীর যাতায়াতের সমস্যা মেটাতে দ্রুত ব্যবস্থা না নেওয়া হলে বাসিন্দারা বৃহত্তর আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন।

রায়পাড়ার ভাঙা সাঁকো।

> ছোটবেলা থেকেই এই সাঁকোটির বেহাল অবস্থা দেখছি। সরকারি আধিকারিকরা বেশ কয়েকবার মাপজোখ করেছেন। তাতে কাজের কাজ কিছুই হয়নি।
>
> **কানাই রায়,** স্থানীয় বাসিন্দা

সমস্যার সমাধানে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্যে স্থানীয় পঞ্চায়েত প্রধানকে একাধিকবার আবেদন জানালেও আজ পর্যন্ত কাজের কাজ কিছুই হয়নি।

বৃষ্টির জমা জলে আশঙ্কা পাট চাষে

অমিতকুমার রায়

হলদিবাড়ি, ১৮ মে : একেই রোগপোকার সংক্রমণ থেকে রক্ষে নেই, তার মধ্যে দোসর হয়ে হাজির বৃষ্টি। ঘূর্ণাবর্তের প্রভাবে হওয়া বৃষ্টির জল নীচু এলাকায় থাকা পাটখেতে জমে যাওয়ায়, বিপদের মুখে হলদিবাড়ির পাটচাষিরা। একেই গত বছরের তুলনায় এবছর হলদিবাড়ি ব্লকে পাট চাষ অনেকটাই কম হয়েছে, তার মধ্যে আবহাওয়ার যা পূর্বাভাস, তাতে এখনই বৃষ্টি কমার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। ফলে পরিস্থিতি কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে, বুঝে উঠতে পারছেন না কেউই। যদিও এখনও কোনও ক্ষতি হয়নি বলে বক্তব্য ব্লক কৃষি দপ্তরের।

হলদিবাড়িতে এবছর ১,৮৬০ হেক্টর জমিতে পাটের আবাদ হয়েছে বলে হলদিবাড়ি ব্লক কৃষি দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে। যা গত বছরের তুলনায় ১৫০ হেক্টর কম। এর মূলে রয়েছে ওই জমিতে এবছর কৃষকদের একটা অংশ পাটের পরিবর্তে ভুট্টা চাষ করেছেন। এপ্রিল মাসের শুরু থেকে মাঝামঝি সময় পর্যন্ত পাট বীজ বপন করেছেন কৃষকরা।

ইতিমধ্যে পাট গাছের বৃদ্ধি শুরু হয়েছে। তবে এবছর পাট চাষে সমস্যা তৈরি করেছে অতিরিক্ত বৃষ্টি। গত তিন-চারদিন ধরে চলছে বৃষ্টিপাত। বৃষ্টির ফলে অধিকাংশ পাটখেতে জল জমেছে। ফলে পাট আবাদ নিয়ে আশঙ্কায় রয়েছেন চাষিরা।

চাষিদের বক্তব্য, পাট আবাদের জন্য বৃষ্টির পাশাপাশি নিয়মিত প্রচুর রোদের প্রয়োজন। কোনও অবস্থায় পাটখেতে জল জমে গেলেই বিপদ। গাছ জল পেলেও জমির মাটি যত বেশি শুকনো থাকবে, ততই ফলন ভালো হয়। কিন্তু গত কয়েকদিনের বৃষ্টিপাতে অধিকাংশ পাটখেতেই জল জমেছে।

কাশিয়াবাড়িতে পাটখেতে জল জমে।

জল জমার ফলে ছোট ছোট পাট গাছে মাটির উপরের অংশে শিকড় গজিয়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে। এ জন্য পাট গাছের বৃদ্ধি ব্যাহত হয়। বৃষ্টির কারণে ইতিমধ্যে জমিতে আগাছার পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে। মাটি নরম থাকায় আগাছাও পরিষ্কার করতে পারছেন না কৃষকরা। বাড়তি উপদ্রব হিসেবে পাটখেতে দেখা দিয়েছে পোকার আক্রমণ। পাটচাষি নিত্যানন্দ মণ্ডল বলছেন, ‘ক’দিন ধরে যে ভাবে জল জমে রয়েছে, তাতে পাট আর বড় হবে না।’

> পাটের বয়স এক মাসও হয়নি। জমি থেকে জল বের হচ্ছে না। জল জমে থাকায় পাট বড় হবে কি না সন্দেহ আছে।
>
> **দিলীপ রায়,** পাটচাষি

কাশিয়াবাড়ির চাষি দিলীপ রায়ের বক্তব্য, ‘পাটের বয়স এক মাসও হয়নি। জমি থেকে জল বের হচ্ছে না। জল জমে থাকায় পাট বড় হবে কি না সন্দেহ আছে।’

তবে হলদিবাড়ির সহ কৃষি অধিকর্তা দ্বীপ সিনহা বলেন, ‘ঝড় ও বৃষ্টিতে হলদিবাড়ি ব্লকের কৃষিক্ষেত্রে তেমন কোনও ক্ষতি হয়নি। তবে বেশ কিছু জমির ভুট্টা গাছ হেলে পড়েছে। নীচু পাটখেতে জল জমলেও, এখনই ক্ষতির সম্ভাবনা কম।’

পুলিশি হেপাজতে অভিযুক্ত নাতি

মেখলিগঞ্জ, ১৮ মে : মেখলিগঞ্জের নিজতরফের কচুখেতে শনিবার সকালে সুবর্ণ বর্মন নামে এক বৃদ্ধার রক্তাক্ত দেহ উদ্ধার করে পুলিশ। শনিবার বিকেলে বৃদ্ধার ছেলে রতন বর্মন তাঁর ভাইপোর নামে মেখলিগঞ্জ থানায় লিখিত অভিযোগ করেন। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ দীপক বর্মনকে গ্রেপ্তার করেছে। মেখলিগঞ্জ থানার ওসি মণিভূষণ সরকার বলেন, ‘খুনের কারণ অনুসন্ধান করার চেষ্টা চলছে। প্রাথমিকভাবে আমরা দীপকের স্ত্রীকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটক করেছিলাম। জিজ্ঞাসাবাদের পর তাকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।’ রবিবার দীপককে মেখলিগঞ্জ মহকুমা আদালতে তোলা হলে বিচারক ধৃতকে ৭ দিনের পুলিশি হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন।

অনামিকা গুহকে পুলিশ ভ্যানে তোলা হচ্ছে। মাল শহরে রবিবার।

বিক্রি করা সন্তানকে পুলিশ নিয়ে উদ্ধার

মালবাজার, ১৮ মে : শনিবার সকালে সন্তানকে বিক্রি করে রাতে আবার সেই সন্তানের জন্য পুলিশের দ্বারস্থ হলেন এক মহিলা। রাতেই ওই মহিলাকে সঙ্গে নিয়ে পুলিশ শিশুটিকে উদ্ধার করে। রবিবার সকালে বাচ্চা ও মাকে জলপাইগুড়ি হোমে পাঠানো হয়েছে। তবে, কোনও অভিযোগ দায়ের না হওয়ায় শিশুটির ক্রেতার বিরুদ্ধে কোনও আইনি পদক্ষেপ করা হয়নি বলে পুলিশের দাবি।

এমন ঘটনায় রবিবার সকাল থেকে মাল শহরে হইচই পড়ে যায়। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, শনিবার সকালে মাল শহরের ৮ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা এক মহিলা তাঁর এক বছরের সন্তানকে মাত্র ৯০০০ টাকার বিনিময়ে বিক্রি করেন। ওই মহিলার নাম অনামিকা গুহ। তাঁর স্বামী রাজু গুহ পেশায় হাট ব্যবসায়ী। প্রতিবেশীরাই জানিয়েছেন, ওই মহিলা মাঝেমধ্যেই স্বামীর সঙ্গে ঝগড়া করে বাড়ি ছেড়ে চলে যান। এক বছর আগেও ঝগড়া করে বাড়ি ছেড়েছিলেন ওই মহিলা। তাঁর বাপের বাড়ি মেটেলিতে।

মাল শহরের বাজার রোডের বাসিন্দা কানু দাস নামে নিঃসন্তান ব্যক্তির কাছে তিনি বিক্রি করেন তাঁর এক বছরের সন্তানকে। কানুর পরিবার সূত্রে জানা যায়, ওই মহিলা শনিবার সকালে তাঁদের বলেন, তোমাদের তো সন্তান নেই, তাই সন্তান নেবে? আমি ব্যক্তিগত সমস্যার জন্য সন্তান প্রতিপালনে ব্যর্থ। ৯০০০ টাকা দিলেই আমি আমার সন্তানকে তোমাদের হাতে তুলে দেব। সন্তান না থাকায় কানুর পরিবার রাজি হয়ে যায় বাচ্চাটির দায়িত্ব নিতে। সেইমতো স্ট্যাম্প পেপারে লিখেই শিশুটিকে নিজের বাড়িতে রাখেন কানু। কিন্তু রাতে অনামিকা আবার পুলিশ নিয়ে তাঁদের বাড়িতে যান। তিনি বলেন, 'আমার স্বামী বিষয়টি মানতে চাইছেন না। আপনাদের টাকা ফেরত নিয়ে আমার বাচ্চা ফেরত দিন।'

বাচ্চার বাবার বিষয়টি সামনে আসতেই আকাশ থেকে পড়ে কানুর পরিবার। কারণ, তাঁদের কাছে অনামিকা সন্তানের জন্ম সংক্রান্ত হাসপাতালের যে কাগজপত্র দিয়েছিলেন সেখানে স্বামী মৃত বলে লেখা ছিল। অনামিকা তাঁদেরও বলেছিলেন, সন্তানের বাবা মৃত।

এমন ঘটনায় শনিবার রাতেই মালবাজার রোডে ভিড় জমে যায়। শিশুটির জন্ম সংক্রান্ত নথিপত্র ও স্ট্যাম্প পেপারে লিখিতভাবে টাকা নিয়ে সন্তান বিক্রি নিয়ে হইচই পড়ে যায়। পুলিশ দ্রুত শিশু ও ওই মহিলাকে নিয়ে থানায় চলে আসে।

কানু রবিবার বলেন, 'নিঃসন্তান হওয়ায় মনে একটা কষ্ট ছিল। আবেগের বশে ওই মহিলার কান্নায় ভেঙে পড়েছিলাম। তাই কাজটা করে ফেলেছি।' বিষয়টি নিয়ে ওই মহিলার স্বামীর বা তাঁর পরিবারের কোনও বক্তব্য পাওয়া যায়নি।

মাল থানার আইসি সৌম্যজিৎ মল্লিক অবশ্য দাবি করেন, 'টাকার বিনিময়ে বাচ্চা বিক্রির কোনও ঘটনা ঘটেনি। আর্থিক সমস্যার জন্য মহিলা তাঁর সন্তানকে ওই ব্যক্তির কাছে রাখতে এসেছিলেন। যদিও পরে পুলিশের হস্তক্ষেপে শিশুটিকে হোমে পাঠানো হয়। সম্ভবত ওই ব্যক্তি পরবর্তীতে শিশুটিকে দত্তক নেওয়ার জন্য আবেদন করবেন।'

তুফানগঞ্জে হয়নি ব্লাড ব্যাংক

জায়গা চিহ্নিত হলেও প্রশাসনিক জটিলতায় আটকে কাজ

রক্তের আকাল

বাবাই দাস

তুফানগঞ্জ, ১৮ মে : হাসপাতাল আছে, রক্তের বিপুল চাহিদাও রয়েছে। অথচ নেই ব্লাড ব্যাংক। ফলে জরুরি মুহূর্তে রক্ত না পেয়ে রোগীর নিরুপায় পরিজনদের দৌড়াতে হচ্ছে কোচবিহারের এমজেএন মেডিকেল কলেজ কিংবা আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালে। আর এই সুযোগকেই কাজে লাগিয়ে রমরমিয়ে চলছে দালালচক্র। তুফানগঞ্জ মহকুমা হাসপাতালের এই সমস্যা মিটতে আরও কত সময় লাগবে? এই টালবাহানারই বা নিষ্পত্তি কবে? সদুত্তর মেলেনি হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের কাছেও। এ ব্যাপারে জেলা স্বাস্থ্য আধিকারিক হিমাদ্রিকুমার আড়ির বক্তব্য, 'ব্লাড ব্যাংক তৈরির প্রক্রিয়া চলছে। রাজ্য সরকারের সবুজ সংকেত মিললেই কাজ শুরু হয়ে যাবে।'

হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে, ২০২৩ সালে স্বাস্থ্য দপ্তর হাসপাতালে ব্লাড ব্যাংক তৈরির অনুমোদন দেয়। হাসপাতালের দোতলা তৈরি করে সেখানে সেটি তৈরি করা হবে বলে চিহ্নিত করা হয়। কিন্তু শেষপর্যন্ত টেন্ডার সংক্রান্ত প্রশাসনিক জটিলতায় সমস্তটা আটকে যায় বলে অভিযোগ।

এদিকে, তুফানগঞ্জ মহকুমা হাসপাতালে প্রতিদিন কমবেশি ১০-১২ ইউনিট রক্তের প্রয়োজন হয়। জরুরি প্রয়োজনে তা সংগ্রহ করতে গিয়ে কালঘাম ছুটে যাচ্ছে রোগীর পরিজনদের। রবিবার বক্সিরহাট থেকে হাসপাতালে এসেছিলেন এক রোগীর আত্মীয় বঙ্কিম সেন। তাঁর কথায়, '২৫টি গ্রাম পঞ্চায়েত এবং একটি শহর বাদেও পড়শি রাজ্য অসমের রোগীরাও তুফানগঞ্জ হাসপাতালে ভিড় করে থাকেন। অথচ ব্লাড ব্যাংক না থাকায় তুফানগঞ্জ থেকে ২৫ কিলোমিটার পাড়ি দিয়ে কোচবিহারে ছুটতে হচ্ছে। রক্তদান শিবিরের মাধ্যমে রক্ত দিতে চাইলেও সেই পরিকাঠামো নেই।'

বর্তমানে কোচবিহার জেলায় সরকারিভাবে তিনটি জায়গায় ব্লাড ব্যাংক রয়েছে। এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল, মাথাভাঙ্গা এবং দিনহাটা মহকুমা হাসপাতালের ব্লাড ব্যাংকের ওপরে বহু মানুষ নির্ভর করেন। অন্যদিকে, তুফানগঞ্জ এবং মেখলিগঞ্জে ব্লাড ব্যাংক না থাকায় দীর্ঘদিন ধরে সেটি তৈরির দাবি উঠেছে। গত এক দশকের মধ্যে সিপিএম, বিজেপি সহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতাদের স্মারকলিপি দেওয়া হয়েছে। কিন্তু আজও দাবি পূরণ হল না।

তুফানগঞ্জ মহকুমা নাগরিক মঞ্চের সম্পাদক কৃষ্ণচন্দ্র বর্মন বলেন, 'তিন বছর ধরে আমরা প্রশাসনিক নানা মহলে দরবার করা হচ্ছে। একাধিক প্রশাসনিক দপ্তরেও গণডেপুটেশন প্রদান করা হয়েছে। শুধু আশ্বাস ছাড়া কিছুই মিলছে না। আমাদের দাবি মেনে এবার অন্তত তুফানগঞ্জের হাসপাতালে ব্লাড ব্যাংক চালু করা হোক।'

তুফানগঞ্জ মহকুমা হাসপাতালের সুপার মৃণালকান্তি অধিকারী আশার বাণী শোনালেন। তাঁর কথায়, 'মাসছয়েক আগে পূর্ত দপ্তরের বিভিন্ন আধিকারিকরা হাসপাতাল পরিদর্শন করে গিয়েছেন। জায়গাও দেখা হয়েছে। আশা করছি, খুব তাড়াতাড়ি সবটা হয়ে যাবে।'

মাসছয়েক আগে পূর্ত দপ্তরের বিভিন্ন আধিকারিকরা হাসপাতাল পরিদর্শন করে গিয়েছেন। জায়গাও দেখা হয়েছে। আশা করছি, শীঘ্রই সবটা হয়ে যাবে।

- মৃণালকান্তি অধিকারী *হাসপাতাল সুপার*

বাড়ছে ক্ষোভ

- জেলায় এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল, মাথাভাঙ্গা এবং দিনহাটা মহকুমা হাসপাতালে ব্লাড ব্যাংক রয়েছে
- রক্তের জন্য তুফানগঞ্জ থেকে তাই দৌড়াতে হচ্ছে অন্য মহকুমায়
- অসমের রোগীরাও তুফানগঞ্জ মহকুমা হাসপাতালে পরিষেবার জন্য আসেন
- তিন বছর ধরে প্রশাসনিক নানা মহলে দরবার করেও কাজ হয়নি
- রোগীদের ভোগান্তির পাশাপাশি যাতায়াতের টাকাও গচ্চা যাচ্ছে বলে অভিযোগ

পাঠকের লেন্সে 8597258697 picforubs@gmail.com

রঙিন।। *বালুরঘাটের দোগাছি ফরেস্টে ছবিটি তুলেছেন অন্তরা ঘোষ।*

সমস্যায় দশ হাজার বাসিন্দা

অন্দরান ফুলবাড়ির রাস্তা যেন ডোবা

গৌতম দাস

তুফানগঞ্জ, ১৮ মে : এখনও ঠিকভাবে বর্ষা শুরু হয়নি। তাতেই শুরু হয়েছে নরকযন্ত্রণা। তুফানগঞ্জ-১ ব্লকের অন্দরান ফুলবাড়ি-১ ও ২ গ্রাম পঞ্চায়েত মিলিয়ে মোট চার কিলোমিটার রাস্তাটি চলাচলের অযোগ্য। হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিতেই সেই রাস্তার মাঝের গর্তগুলোতে জল জমে পরিস্থিতি এমন যে, দেখে বোঝাই যায় না সেগুলো কতটা গভীর।

ঝুঁকি নিয়ে ঘুরপথে যাতায়াত করতে হচ্ছে। এতে সময় নষ্ট তো বটেই, যাতায়াতে পেট্রোলও লাগছে বেশি। কিন্তু দুর্ঘটনা থেকে বাঁচতে ঘুরপথে যাওয়া ছাড়া তো উপায় নেই। রাস্তাটির উপর নির্ভরশীল দশ হাজার বাসিন্দা এখন বিপাকে পড়েছেন।

রবিবার সকাল সকাল বাইক নিয়ে বেরিয়েছিলেন অলোক সাহা। কিন্তু জমা জল দেখে আর এগোননি। তাঁর কথায়, 'বেশ কয়েক বছর ধরে এই রাস্তাটিতে বড় বড় গর্ত হয়েছে। শুখা মরশুমে যাতায়াত করলেও বর্ষাকালে ঝুঁকি নিতে চাই না। একবার তো কাদাজলে বাইক নিয়ে পড়েও গিয়েছিলাম। বোঝাই যায় না গর্ত কতটা গভীর। রাস্তাটি দ্রুত সংস্কার করা প্রয়োজন।' এলাকাবাসী অন্নান সাহার অভিযোগ, 'রোজ ভোর থেকে পণ্যবাহী ট্রাক যাতায়াত করছে এই রাস্তা দিয়ে। তাই এত তাড়াতাড়ি ভেঙে গর্তে পরিণত হয়েছে।'

কেন্দ্রীয় সরকারের গ্রামোন্নয়নমন্ত্রকের অর্থানুকূল্যে এক কোটি ৬৮ লক্ষ টাকায় প্রধানমন্ত্রী গ্রামীণ সড়ক যোজনার এই রাস্তাটির শিলান্যাস হয়েছিল ২০১৯ সালের অক্টোবর মাসে। ১৭ নম্বর জাতীয় সড়কের বলরামপুর চৌপথি থেকে যমেরডাঙ্গা হয়ে তুফানগঞ্জ নাটাবাড়ি রোড পর্যন্ত প্রায় চার কিলোমিটার রাস্তাটি তৈরি হওয়ার দু'বছরের মাথায় ভাঙতে শুরু করে। বর্তমানে প্রায় তিন বছর ধরে রাস্তাটি চলাচলের অযোগ্য হয়ে উঠেছে। রাস্তার মাঝে বড় বড় গর্ত, যাতে জল ভরে মনে হচ্ছে যেন ডোবা। প্রতিদিন টোটো, ছোট গাড়ি উলটে যাচ্ছে। এলাকাবাসীর কাছে এই রাস্তাটি এখন মাথাব্যথার সবচেয়ে বড় কারণ।

স্থানীয় তরুণ বর্মনের কথায়, 'এই রাস্তাটি প্রায় তিন বছর ধরে চলাচলের অযোগ্য। শীতকালে কোনওরকমে যাতায়াত করা গেলেও বর্ষায় যাতায়াত কষ্টকর হয়।' একই বক্তব্য স্থানীয় সুরঞ্জিত সূত্রধরেরও।

বর্ষাকালে পড়ুয়ারা যাতায়াত করতে পারে না। ঘুরপথে যেতে হয়। সাইকেলের চাকা একবার গর্তে ঢুকে গেলে নির্ঘাত জলে হাবুডুবু খেতে হবে, এমনটাই জানাল দশম শ্রেণির পড়ুয়া জয়িতা বর্মন। তার কথায়, 'আর কতদিন এভাবে চলতে হবে।'

অন্দরান ফুলবাড়ি-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান শুক্লা সরকার অধিকারীর আশ্বাস, 'রাস্তাটি সত্যিই যাতায়াতের অযোগ্য হয়ে উঠেছে। সংস্কারের বিষয়টি অ্যাকশন প্ল্যানে রাখা হয়েছে।'

ভোগান্তি

- অন্দরান ফুলবাড়ি-১ ও ২ গ্রাম পঞ্চায়েতের চার কিমি রাস্তা এখন ডোবার আকার ধারণ করেছে
- হালকা কিংবা মাঝারি বৃষ্টি হলেই, সেই রাস্তার মাঝে গর্তগুলোতে জল জমে
- পরিস্থিতি এমন যে, দেখে বোঝাই যায় না গর্ত কতটা গভীর
- তাই সেই রাস্তায় এখন যাতায়াত করতেই ভয় পান এলাকাবাসী

টুকরো খবর

দুর্ঘটনায় মৃত্যু

পুণ্ড্রিবাড়ি, ১৮ মে : পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল এক তরুণের। জানা গিয়েছে, শনিবার গভীর রাতে পুণ্ড্রিবাড়ি থানার অন্তর্গত বাঁশদাহ নতিবাড়ি এলাকায় জাতীয় সড়কে বেপরোয়া লরির ধাক্কায় গুরুতর জখম হন এক বাইকচালক। এরপরে স্থানীয়রা তড়িঘড়ি ওই তরুণকে পুণ্ড্রিবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে এলে কর্তব্যরত চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন। মৃত কৃষ্ণ বর্মনের (৩৪) বাড়ি জলপাইগুড়ি জেলার ময়নাগুড়িতে।

কাজের সূচনা

নিশিগঞ্জ, ১৮ মে : রবিবার কোচবিহার-১ ব্লকের চান্দামারি বাজারে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের অর্থানুকূল্যে পেভার্স ব্লকের একটি রাস্তার কাজের সূচনা হয়। পরে টেনশন বাজারে অপর আরেকটি রাস্তার কাজের সূচনা হয়। দুই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন তৃণমূলের কোচবিহার জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক, কোচবিহার-১ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মাধবী নাগ প্রমুখ।

সভা

মাথাভাঙ্গা, ১৮ মে : রবিবার বঙ্গীয় আয়ুর্বেদ মহাসংঘ মাথাভাঙ্গা মহকুমা শাখার তৃতীয় বার্ষিকী ষষ্ঠ সম্মেলন হল মাথাভাঙ্গা পঞ্চানন মোড়ে। সভায় সাংগঠনিক বিষয় নিয়ে আলোচনার পাশাপাশি আয়ুর্বেদ নিয়ে যাঁরা দীর্ঘদিন ধরে চর্চা করছেন, তাঁদের প্রশিক্ষণ এবং আয়ুর্বেদ কলেজ অবিলম্বে চালু করার দাবি তোলা হয় সম্মেলনে। সংগঠনের কেন্দ্রীয় কমিটির সহ সভাপতি সন্তোষ শর্মা বলেন, 'দাবি আদায় নিয়ে লাগাতার আন্দোলন চলবে।'

রাস্তা সারাই

নিশিগঞ্জ, ১৮ মে : রবিবার বেহাল মাটির রাস্তা স্বেচ্ছাশ্রমে সারাই করলেন গ্রামবাসীরা। ভাঐরথানা গ্রাম পঞ্চায়েতের মানসাই নদী বিচ্ছিন্ন পূর্ব কুর্শামারি গ্রামে এদিন কোদাল, বেলচা নিয়ে গ্রামবাসীদের একাংশ রাস্তা মেরামত করেন। পূর্ব কুর্শামারি থেকে পূর্ব ভোগডাবরি গ্রামের মাঝের রাস্তার বেশ কিছুটা অংশ ধসে গিয়েছিল। কংক্রিটের রাস্তার দাবি পূরণ হয়নি, তাই বর্ষার আগে গ্রামবাসীরা স্বেচ্ছাশ্রমে রাস্তা মেরামত করলেন।

বৈঠক

দিনহাটা, ১৮ মে : রবিবার সিপিএমের যুব সংগঠন ডিওয়াইএফআইয়ের সভা অনুষ্ঠিত হল ভেটাগুড়ির চৌপথি এলাকায়। এদিনের সভায় উপস্থিত ছিলেন ডিওয়াইএফআইয়ের নেতা শতরূপ ঘোষ। এদিন সভা থেকে তৃণমূল ও বিজেপিকে নিশানা করে উপস্থিত নেতৃত্ব। সভায় ব্যাপক সংখ্যায় কর্মী-সমর্থকদের উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। যা দলের কর্মীদের বাড়তি অক্সিজেন যোগাবে বলে মনে করছেন বাম নেতৃত্ব।

সম্মেলন

নিশিগঞ্জ, ১৮ মে : রবিবার কোচবিহার-১ ব্লকের ফলিমারি গ্রাম পঞ্চায়েতের সাতমাইল বাজারে মৎস্যজীবীদের সম্মেলন হয়। সাতমাইল মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি সম্মেলনে মৎস্যজীবীরা তাঁদের নানা পেশাগত সমস্যার কথা তুলে ধরেন। এদিনের সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন তৃণমূলের কোচবিহার জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক, কোচবিহার-১ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মাধবী নাগ সহ অন্যরা।

ছোট্ট তারা

তুফানগঞ্জ-১ ব্লকের সিস্টার নিবেদিতা কনভেন্ট স্কুলের তৃতীয় শ্রেণির পড়ুয়া অভ্র দাস। পড়াশোনার পাশাপাশি ক্রিকেট খেলায় সুনাম অর্জন করেছে এই খুদে।

কর্মশালা

পারডুবি ও কোচবিহার, ১৮ মে : রবিবার এসএসবি'র ৩৪ নম্বর ব্যাটালিয়নের হিন্দুস্তান মোড় হেডকোয়ার্টারের উদ্যোগে কালিখোলায় কাস্টমস আইনের বিষয়ে একদিনের কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। উপস্থিত ছিলেন ব্যাটালিয়নের কমান্ডান্ট মনোজকুমার চাঁদ, ডেপুটি কমান্ডান্ট রাজীব রানা প্রমুখ। মনোজকুমার চাঁদের কথায়, 'জওয়ানদের জ্ঞানবৃদ্ধি ও চমৎকার কর্মক্ষমতা বৃদ্ধিতে এই কর্মশালা।'

অন্যদিকে, রুরাল মেডিকেল প্র্যাকটিশনার্স অ্যাসোসিয়েশনের সাংগঠনিক কর্মশালা হল। শনিবার কোচবিহার-২ ব্লকের বাণেশ্বর বাজার ব্যবসায়ী সমিতির হলঘরে আয়োজিত কর্মশালায় প্রায় ৫০ জন গ্রামীণ চিকিৎসক অংশ নেন। এদিন সংস্থার তরফে কমলেশ দাস বলেন, 'গ্রামীণ চিকিৎসকদের কাজকর্ম নিয়ে আলোচনা হয়েছে।'

আলোচনা সভা

বারবিশা, ১৮ মে : রবিবার কুমারগ্রাম ব্লকের ভক্কা বারবিশা-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের পূর্ব শালবাড়ি এসসি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাঠে প্রথম বর্ষ কোচ সাহিত্য সভা হল। এই সাহিত্য বাসর ঘিরে 'সান ফা ফালাক' অর্থাৎ দিনের আলোয় 'সাওরায়্যাচল' অর্থাৎ আলোচনা সভায় অংশ নেন দেশের বিভিন্ন প্রান্তের কোচ ভাষা গবেষক, সাহিত্যিক এবং সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব। উপস্থিত ছিলেন কোচ ভাষায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গীতাঞ্জলি অর্থাৎ 'সেওচি চায়' অনুবাদক ভবেন্দ্র উনি (রাভা), কোচ সাহিত্য সভার সভাপতি শান্তিরাম নগমান রাভা প্রমুখ।

এক মাসে জেলায় মৃত্যু পাঁচজনের

বায়ু দূষণে বাড়ছে বজ্রপাত

প্রাকৃতিক বিপর্যয়

শিবশংকর সূত্রধর

কোচবিহার, ১৮ মে : বায়ু দূষণের জেরে কোচবিহার সহ উত্তরবঙ্গে বজ্রপাত বাড়ছে। পরিস্থিতি এমন যে, কোচবিহারে এক মাসের মধ্যে বজ্রাঘাতে পাঁচজনের মৃত্যু হয়েছে। দশজনের বেশি আহত হয়েছেন। শনিবার সন্ধ্যাতেও বাজ পড়ে এক তরুণের মৃত্যু হয়েছে। উত্তরবঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষি মৌসম সেবা কেন্দ্র ২১ মে পর্যন্ত বজ্রপাতের পূর্বাভাস দিয়েছে।

উত্তরবঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষি মৌসম সেবা কেন্দ্রের প্রিন্সিপাল নোডাল অফিসার শুভেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'বর্তমানে উত্তরবঙ্গে প্রচুর পরিমাণে জলীয় বাষ্প সহ মৌসুমি বায়ু ঢুকেছে। যার ফলে নিয়মিত বৃষ্টিপাত হচ্ছে। বায়ু দূষণের পরিমাণ বেড়েছে। তাই বৃষ্টির সঙ্গে বজ্রপাত হচ্ছে।'

আগে মাঝেমধ্যে বাজ পড়ে জখম বা মৃত্যুর খবর মিলত। তবে তা সংখ্যায় খুব কম ছিল। কিন্তু এবছর যে হারে বজ্রপাতে মৃত্যু ও আহতের সংখ্যার গ্রাফ ঊর্ধ্বমুখী হচ্ছে তাতে অস্বস্তি বেড়ে চলেছে।

পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূগোলের বিভাগীয় প্রধান ডঃ নজরুল ইসলামের মত, 'বাজ পড়ার সংখ্যা বাড়ার দুটি কারণ রয়েছে। প্রথমত, দায়ী বায়ু দূষণ। বাতাসে ধূলিকণার পরিমাণ অনেক বেশি। দ্বিতীয়ত, এবার শীত ও বসন্তে খুব একটা বৃষ্টি হয়নি। তাই এখন বৃষ্টি বেশি হওয়ায় বাতাসের ধূলিকণাগুলি অনুঘটকের কাজ করছে। যার ফলে বজ্রবিদ্যুৎ বেশি উৎপন্ন হচ্ছে।'

বিশেষজ্ঞরা জানাচ্ছেন, বজ্রপাতের প্রবণতা রুখতে বায়ু দূষণের পরিমাণ কমাতে হবে। এছাড়া বাজ পড়ার সময় ক্ষতি এড়াতে নানা উপায় অবলম্বন করা প্রয়োজন।

উত্তরবঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষি মৌসম সেবা কেন্দ্র জানিয়েছে, বজ্রপাতের সময় খোলা জায়গায় থাকা চলবে না। গাছের নীচে দাঁড়ানো যাবে না। বাইক নিয়ে রাস্তায় চলার সময় বাজ পড়ার মতো পরিস্থিতি থাকলে কোথাও দাঁড়াতে হবে। পাকা ছাদের নীচে আশ্রয় নিতে পারলে সবচেয়ে ভালো হয়। কৃষকরা জমিতে থাকলে দ্রুত নিরাপদ আশ্রয়ে পৌঁছাতে হবে। গবাদিপশুদেরও নিরাপদে সরিয়ে নিতে হবে। বৈদ্যুতিক খুঁটি থেকে দূরে থাকতে হবে।

শুধু তাই নয়, আবহাওয়া সম্পর্কিত তথ্য জানতে ও পরামর্শ পাওয়ার জন্য সরকারিভাবে 'দামিনী' ও 'মেঘদূত' অ্যাপ রয়েছে। মোবাইলে সেই অ্যাপের সহযোগিতা নেওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন কৃষি মৌসম সেবা কেন্দ্রের আধিকারিকরা।

শনিবার সন্ধ্যায় কোচবিহার-২ ব্লকের খাপাইডাঙ্গা গ্রাম পঞ্চায়েতের কালজানি কুড়ারপারের বাসিন্দা অনুপ সরকার (২০) বজ্রাঘাতে মারা যান। একই কারণে ওই গ্রাম পঞ্চায়েতের নয়ারহাটের বাসিন্দা পুতুল অধিকারী (৩৬) ১৪ মে মারা গিয়েছিলেন।

সাবধানতা

- বজ্রপাতের সময় খোলা জায়গায় থাকা চলবে না
- বাইক নিয়ে রাস্তায় চলার সময় বাজ পড়ার মতো পরিস্থিতি থাকলে কোথাও দাঁড়াতে হবে
- বৈদ্যুতিক খুঁটি থেকে দূরে থাকতে হবে
- আবহাওয়া সম্পর্কিত তথ্য জানতে ও পরামর্শ পাওয়ার জন্য সরকারিভাবে 'দামিনী' ও 'মেঘদূত' অ্যাপ ব্যবহার করতে হবে

জোড়া কাও ধনেশকে আগলে রাখছে নিশিগঞ্জ

তাপস মালাকার

নিশিগঞ্জ, ১৮ মে : লম্বা ঠোঁট দিয়ে টুসটুসে পাকা লিচু ছাড়িয়ে দুজনের একজন তখন জমিয়ে ভূরিভোজনে ব্যস্ত। কোনও দিকে নজর দেওয়ার তার সময়ই নেই। নতুন দুই অতিথিকে ঘিরেই রবিবার নিশিগঞ্জ সরগরম থাকল। এদিন বাজার সংলগ্ন গ্রামে এক জোড়া বিরল কাও ধনেশের দেখা মিলল। এই পাখিগুলি ওরিয়েন্টাল পাইড হর্নবিল নামেও পরিচিতি। বাসিন্দারা আপাতত অতিথিদের খুব যত্ন করে আগলে রাখছেন।

কয়েক বছর ধরেই মানসাই নদী সংলগ্ন বিভিন্ন গ্রামের উঁচু গাছে কাও ধনেশের দেখা মিলছে। অনেকেই মোবাইল ফোনে এই পাখিগুলির ছবি তুলে রেখেছেন। দেহের উপরের দিক সাদা, চোখের চারপাশ ও গলায় নীলাভ সাদা রং, পা ও পায়ের পাতা স্লেট রংয়ের। ঠোঁট হলদে। শরীরে যাদের এমন সমস্ত রংয়ের রামধনু সে যে খুব সহজে সবার নজর কাড়বে সেটাই খুব স্বাভাবিক। মাথাভাঙ্গার বিভিন্ন গ্রামে সরাল, চখাচখি, শামুকখোল পাখিদের পাশাপাশি কাও ধনেশের দেখা মেলায় পরিবেশপ্রেমীরা দারুণ খুশি। পক্ষীপ্রেমী ও জীবনবিজ্ঞানের শিক্ষক শেখর সরকারের বক্তব্য 'মানসাই নদী সংলগ্ন এলাকা এই ধরনের পাখির স্বাভাবিক বাসস্থান নয়। এই কাও ধনেশ সাধারণত হিমালয় সংলগ্ন চিরসবুজ বনের বাসিন্দা। ধনেশ পাখি ফলমূল, ইঁদুর, ব্যাং, সরীসৃপ খেয়ে থাকে।'

যাঁর বাড়ির লিচু গাছে এই একজোড়া ওরিয়েন্টাল হর্নবিল

আহারের খোঁজে।। *লিচু গাছে ধনেশ পাখি। রবিবার। নিশিগঞ্জে। -সংবাদচিত্র*

এখন স্কুলে গরমের ছুটি তাই অনেকটা সময় বাড়িতেই আছি। বাগানের লিচু গাছে আনমনে লম্বা ঠোঁটওয়ালা একজোড়া পাখি মনের আনন্দে লিচু খাচ্ছিল। সেগুলি কী জাতের তা প্রথমে বুঝতে পারিনি। পরে নেট ঘেঁটে বুঝতে পারি এটি হর্নবিল।

-সোমা বায়েন, *শিক্ষিকা*

অতিথি হিসেবে আশ্রয় নিয়েছে পেশায় স্কুল শিক্ষিকা সেই সোমা বায়েন অবশ্য সেভাবে পাখি চেনেন না। বাগানের দুই অতিথিকে নিয়ে হইচই শুরুর পর বললেন, 'এখন স্কুলে গরমের ছুটি তাই অনেকটা সময় বাড়িতেই আছি। বাগানের লিচু গাছে আনমনে লম্বা ঠোঁটওয়ালা একজোড়া পাখি মনের আনন্দে লিচু খাচ্ছিল। সেগুলি কী জাতের তা প্রথমে বুঝতে পারিনি। পরে নেট ঘেঁটে বুঝতে পারি এটি হর্নবিল।' স্থানীয়দের একাংশের বক্তব্য চোরাশিকারিদের আক্রমণে এই পাখিরা বর্তমানে বিলুপ্তপ্রায়। এক শ্রেণির মানুষ ওই পাখির মাংস খায়। হাতুড়ে চিকিৎসার উপকরণ হিসাবে ধনেশ পাখির দেহাংশকেও কাজে লাগানো হয়। এই পাখিগুলির ভাগ্যেও যাতে এমন কিছু না হয় সেজন্য বাসিন্দাদের কড়া নজর রয়েছে। তবে দুজনের কী নাম দেওয়া যায় সেটা অনেককে ভাবাচ্ছে। আপাতত সেই ভাবনায় ব্যস্ত নিশিগঞ্জ।

নারী শক্তি

নারীশক্তির মাহাত্ম্য হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছে আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্র। লেফটেন্যান্ট কর্নেল সোফিয়া কুরেশি এবং উইং কমান্ডার ব্যোমিকা সিং-এর ওই লড়াইটা ছিল দেশের জন্যে। আমাদের চারপাশেই এমন অনেক নারীশক্তি রয়েছেন যাঁরা কাছের মানুষদের ভালো রাখতে, সংসারের হাল ধরতে প্রতিনিয়ত লড়ে যাচ্ছেন এক অন্য যুদ্ধ। সেই জীবনযুদ্ধের লড়াইটা একেবারেই তাঁদের একার, লিখেছেন **তন্দ্রা চক্রবর্তী দাস**

মধ্যবিত্তের ঘরকন্না

সংসার যুদ্ধে তিন কন্যা

কোচবিহার, ১৮ মে : কেউ অসময়ে হারিয়েছে বাবাকে, কেউ স্বামীকে। অথচ জীবনে টিকে থাকার জন্য কেউ লড়াই করেছে ১০ বছর বয়স থেকে। কেউ স্কুল পাশ করে কলেজের শুরু থেকে। কাউকে আবার লড়াইয়ে নামতে হয়েছে বিয়ের পর। লড়াই যখনই শুরু হোক না কেন, কেউ ভয়ে পিছিয়ে আসেনি। শক্ত হাতে সংসারের হাল ধরেছে। আজ কোচবিহারের তেমনই তিন কন্যার কথা।

বাবা জিতেনকুমার চন্দ ১৯৭০ সালে মারা যাবার পর মাত্র ১০ বছর বয়স থেকে বাবার দোকানে বসা শুরু করেন গীতা চন্দ। তারপর কিশোরীবেলা থেকে আজ তাঁর বয়স ৬৬। সেই সময়ের পঞ্চরঙ্গীর মোড় একটু অশান্তই ছিল। কিন্তু দশ বছরের গীতাকে সকলেই আগলে রেখেছিলেন সে সময়। বাড়িতে মা ছাড়াও আরও চার বোন। ছোট বোন তখন দেড় বছরের। সেই পরিস্থিতিতে ওই বয়সেই সংসারের জোয়াল কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন গীতা। বাবার পানের দোকান করেই এরপর চার বোনকে পড়াশোনা শিখিয়ে ভালো ঘরে বিয়ে দিয়েছেন। সব কিছুর মধ্যে নিজের কথা ভাবার মতো সময় ছিল না, হেসে বললেন গীতা। আজও বাড়িতে রান্না করে, অসুস্থ মায়ের ওষুধপত্র বুঝিয়ে দোকানে আসেন। একা হাতে সামলান খদ্দেরদের। ছোট্ট ওই দোকানে আটবার চুরি হয়েছিল। তা সত্ত্বেও বারবার ঘুরে দাঁড়িয়েছেন তিনি। পঞ্চরঙ্গী মোড়ের সেই ছোট্ট পান দোকানে আজ ফ্রিজে কোল্ড ড্রিংকসও থাকে।

শালিনী দাস ভৌমিক

বিয়ের ১৫ দিন পর বাবার মৃত্যু দিশেহারা করে দিয়েছিল তাঁকে। সেই থেকে বাবার দোকান এখন একা হাতে সামলাচ্ছেন। বাবা অসুস্থ থাকায় তখন থেকেই মালপত্র কোথা থেকে আনা হয় কিছুটা জানা ছিল, তাই খুব বেশি অসুবিধা হয়নি।

মিঠু পাল

চিকিৎসা করাতে গিয়ে সেকেন্দ্রাবাদের কাছে ট্রেনে মৃত্যু হয় স্বামীর। কোচবিহার ফিরে ক্লাস ফোরের মেয়েকে নিয়ে শুরু হয় যুদ্ধ। এখন স্বামীর গিফটের দোকান সামলাচ্ছেন। অন্য দোকানিদের সহযোগিতায় ব্যবসা দাঁড় করিয়েছেন।

গীতা চন্দ

১০ বছর বয়স থেকে বাবার দোকানে বসা শুরু করেন। আজ তাঁর বয়স ৬৬। বাবার পানের দোকান করেই এরপর চার বোনকে পড়াশোনা শিখিয়ে ভালো ঘরে বিয়ে দিয়েছেন। অনেক সময় কেটে যাওয়ায় নিজের কথা ভাবার মতো সময় ছিল না।

চিকিৎসা করাতে গিয়ে ট্রেনের মধ্যেই সেকেন্দ্রাবাদের কাছে হঠাৎই মৃত্যু হয় স্বামীর। কোচবিহার ফিরে এসে ক্লাস ফোরে পড়া মেয়েকে নিয়ে শুরু হয় যুদ্ধ। এই লড়াইয়ে পাশে পাননি শ্বশুরবাড়ির কাউকেই। জীবনযুদ্ধে জয়ী হওয়ার জন্য সেদিন নিরাপত্তার ঘেরাটোপ থেকে বেরোতে হয়েছিল একপ্রকার বাধ্য হয়ে। ভবানীগঞ্জ বাজারে ছিল স্বামীর গিফটের দোকান। এর আগে বাইরের পরিবেশ থেকে ব্যবসা সম্পর্কে কোনও ধারণা ছিল না ২০ নম্বর ওয়ার্ডের মিঠু পালের। বললেন, 'স্বামীর ব্যবসাটা চালানোর ক্ষেত্রে অভাবনীয় সাহায্য পেয়েছি বাজারের অন্য দোকানিদের কাছ থেকে। ছোট্ট মেয়ে স্কুল থেকে ফিরলে একটা ঘরের মধ্যে মেয়ের খাবার-দাবার রেখে বাইরে থেকে তালা দিয়ে আসতাম।' এভাবেই ইংরেজিমাধ্যমে মাধ্যমিক পাশ করে আজ সে ইলেভেনের ছাত্রী। কর্মচারী না থাকায় মেয়ের পরীক্ষার দিনগুলোতে দোকান বন্ধ রাখতে হয়েছে। শূন্য থেকে শুরু করে ব্যবসাটাকে আবার দাঁড় করাচ্ছেন মিঠু। মেয়েকেও যে নিজের পায়ে দাঁড় করাতে হবে। এখনও সামনে অনেকটা পথ।

উচ্চমাধ্যমিক দেওয়ার পর বাবা মাঝে মাঝেই অসুস্থ থাকায় তখন থেকেই বাবার মুদি দোকান সামলানোর হাতেখড়ি। কিন্তু বিয়ের ১৫ দিন পর বাবার অকালমৃত্যু দিশেহারা করে দিয়েছিল শালিনীকে। মা সাধারণ গৃহবধূ। সেভেনে পড়া ভাইকে নিয়ে তার মা তখন অথই জলে। বিয়ের জল গায়ের থেকে ঠিকমতো যাওয়ার আগেই এই অঘটন মেনে নেওয়া সম্ভব হচ্ছিল না। শালিনীর কথায়, 'একটাই চিন্তা ছিল মা আর ভাইয়ের কী হবে। ঠিক সেই সময় পেছনে এসে দাঁড়িয়েছিলেন স্বামী আর শাশুড়ি সহ শ্বশুরবাড়ির সকলে।'

লড়াইয়ের সেই শুরু। প্রথমে রেলগুমটি থেকে নিয়মিত হাজরাপাড়ার বাড়িতে এসে দোকান সামলাতেন তিনি। পরবর্তীতে ছেলে হওয়ার পর এখন বাপের বাড়িতেই এসে রয়েছেন স্বামী, সন্তানকে নিয়ে। তাঁর কথায়, 'ভাই এখন সবে ইলেভেনে। এখন একমাত্র চিন্তা ভাইয়ের পড়াশোনা শেষ করিয়ে তাকে নিজের পায়ে দাঁড় করাতে হবে। স্বামী সরকারি কর্মী, মাথাভাঙ্গায় কর্মস্থল হওয়ায় খুব বেশি সময় দিতে পারেন না। তাই আমার ছেলে আমার মায়ের কাছেই বড় হচ্ছে।' হাজরাপাড়া মোড়ে বাবার দোকান এখন একা হাতে সামলাচ্ছেন শালিনী দাস ভৌমিক। এই পাড়াতেই ছোট থেকে বড় হয়েছেন। বাবা অসুস্থ থাকায় তখন থেকেই মালপত্র কোথা থেকে আনা হয় কিছুটা জানা ছিল, তাই খুব বেশি অসুবিধা হয়নি।

১০ বছরের যে মেয়েটির পুতুল খেলার কথা, পরিস্থিতি তাকে দাঁড় করিয়েছে বাস্তবের মুখোমুখি। স্বামী, সন্তান নিয়ে যার ছিল নিরাপদ নিশ্চিত জীবন, মৃত্যু তাকে ঘর থেকে টেনে বাইরে নিয়ে গিয়েছে। বিয়ের পর যার মধুচন্দ্রিমায় যাওয়ার কথা, তাকে ছুটে আসতে হয়েছে মা আর ভাইকে সামলাতে।

এই তিনজন অবশ্য উদাহরণ। এ রকম অনেক গীতা-মিঠু-শালিনী আমাদের সমাজের কোনায় কোনায় ছড়িয়ে আছে। সাধারণ মধ্যবিত্ত ঘরের এই মেয়েরা সংসারের মুখের দিকে চেয়ে নিজেদের চাওয়া-পাওয়া-আনন্দ-বেদনা সব ভুলে গিয়ে হাসিমুখে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে।

মদনমোহন মন্দিরের গেটের সামনে দুপুরের আহার। রবিবার জয়দেব দাসের তোলা ছবি।

কাছারি মাঠ যেন পার্কিং গ্রাউন্ড

বিশ্বজিৎ সাহা

মাথাভাঙ্গা, ১৮ মে : শহরের প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত কাছারির মাঠ। রক্ষণাবেক্ষণের অভাব এবং বহু ব্যবহারে বেহাল দশা মাঠটির। নজরদারির অভাবে মাঠটি বেসরকারি যানবাহন রাখার অলিখিত পার্কিং গ্রাউন্ডে পরিণত হয়েছে দীর্ঘদিন ধরেই। এলাকাবাসীর অভিযোগ, জনৈক ঠিকাদার মাঠের একাংশে অস্থায়ী শেড তৈরি করে সেখানে তার ব্যবসার মালপত্র রাখছেন। এখানেই শেষ নয় জেলা পুলিশের দুর্ঘটনাগ্রস্ত গাড়িগুলিও রাখা হয় এখানেই।

ভূমি ও ভূমি রাজস্ব দপ্তর এই মাঠটির সার্বিক দেখভালের দায়িত্বে আছে। মাথাভাঙ্গা পুরসভা কর্তৃপক্ষের কাছে যথাক্রমে মাঠ ও মুক্তমঞ্চটি ব্যবহারের জন্য নির্ধারিত রাজস্ব জমা করে তবেই মাঠ ব্যবহারের অনুমতি পাওয়া যায়। মাথাভাঙ্গা পুরসভার চেয়ারম্যান লক্ষপতি প্রামাণিক নিজেও মানছেন সে কথা। তাঁর বক্তব্য 'মেলার মাঠটি বেসরকারি যানবাহন রাখার জন্য যে অলিখিত পার্কিং গ্রাউন্ডে পরিণত হয়েছে তা বন্ধ করতে মেলার মাঠের চারদিকের গেট সংস্কার করা হবে। সেখানে যাতে কেউ যানবাহন না রাখতে পারে সেজন্য কর্মী মোতায়েন করা হবে। বিষয়টি নিয়ে ভূমি ও ভূমি রাজস্ব দপ্তর এবং মহকুমা শাসকের সঙ্গে আলোচনা করে পরবর্তী পদক্ষেপ করা হবে।' মাথাভাঙ্গা মহকুমা ভূমি ও ভূমি রাজস্ব আধিকারিক সুব্রত সরকারের বক্তব্য, 'মেলার মাঠের জলকাদা সহ পরিকাঠামো উন্নয়নের বিষয়টি নিয়ে মাথাভাঙ্গা মহকুমা শাসক এবং পুরসভার চেয়ারম্যানের সঙ্গে কথা বলে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।'

মাথাভাঙ্গা মেলার মাঠে পার্কিং করে রাখা হয়েছে গাড়ি। - সংবাদচিত্র

> মেলার মাঠটি বেসরকারি যানবাহন রাখার জন্য যে অলিখিত পার্কিং গ্রাউন্ডে পরিণত হয়েছে তা বন্ধ করতে মেলার মাঠের চারদিকের গেট সংস্কার করা হবে।
>
> **লক্ষপতি প্রামাণিক** *চেয়ারম্যান*

একসময় শহরের যে কোনও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান বা রাজনৈতিক কর্মসূচি আয়োজনের ক্ষেত্রে উদ্যোক্তাদের অন্যতম পছন্দের মাঠ ছিল শহরের প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত মেলার মাঠ। তবে বিভিন্ন সংস্থার উদ্যোক্তরা এখন মাঠের বেহাল দশার জন্য মুখ ফেরাচ্ছেন। ২২ মে ডিওয়াইএফআই কোচবিহার জেলা সম্মেলনের প্রকাশ্য সমাবেশের স্থান জলকাদার জন্য মেলার মাঠ থেকে সরিয়ে নেওয়ার সিদ্ধান্ত ইতিমধ্যে নিয়েছে সংগঠন। অপরদিকে আগামী ২৩ এবং ২৪ মে মাথাভাঙ্গা কালচারাল সোসাইটির পক্ষ থেকে রবীন্দ্র-নজরুল জয়ন্তী উৎসব মেলার মাঠে আয়োজনের পরিকল্পনা থাকলেও মাঠটি জলকাদায় বেহাল থাকায় বিকল্প স্থানের কথা চিন্তাভাবনা করছেন উদ্যোক্তারা।

মাথাভাঙ্গা কালচারাল সোসাইটির সভাপতি আলিজার রহমান বলেন, 'মাঠটির পরিকাঠামো উন্নয়ন করে অনুষ্ঠান ও কর্মসূচির জন্য ব্যবহার উপযোগী করা অত্যন্ত জরুরি।' শহরের ফুসফুস কাছারি মাঠকে তার আগের অবস্থায় ফিরিয়ে দেওয়ার দাবিতে সোচ্চার তাঁরা।

পাড়ায় পাড়ায়

মেখলিগঞ্জ

বিদ্যালয়ের মাঠে আলোর দাবি

মেখলিগঞ্জ, ১৮ মে : মেখলিগঞ্জ পুরসভার ৭ নম্বর ওয়ার্ডে অবস্থিত শতাব্দীপ্রাচীন মেখলিগঞ্জ উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়। স্কুলটির একটি ভবনে সীমানা প্রাচীর না থাকায় সন্ধ্যা নামতেই সেখানে নেশার আসর বসছে। ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে থাকছে মদের খালি বোতল। এরফলে নষ্ট হচ্ছে এলাকার পরিবেশ। তাই স্থানীয় বাসিন্দাদের তরফে স্কুলের ওই ভবনের মাঠে আলোর দাবি তোলা হয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের ধারণা আলো জ্বললে সেখানে আড্ডা বসবে না।

স্থানীয় বাসিন্দা সাদ্দাম হোসেনের কথায়, 'সন্ধ্যা নামতেই চত্বরটি অন্ধকারে ডুবে থাকে। সেই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে সেখানে নেশার আসর বসছে। পুরসভা যদি সেখানে হাইমাস্ট লাইট বসায় তাহলে এই নেশার আসর বন্ধ হবে।' এবিষয়ে মেখলিগঞ্জ পুরসভার চেয়ারম্যান প্রভাত পাটানির বক্তব্য, 'মেখলিগঞ্জ শহরের বিভিন্ন এলাকার মতো এখানেও সিসিটিভি ক্যামেরা লাগানো হবে। দ্রুত সেখানে আলোর ব্যবস্থা করার জন্যেও পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। আশা করছি দ্রুত সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে।'

মাথাভাঙ্গা

বেহাল নিকাশি ব্যবস্থা নিয়ে বাড়ছে ক্ষোভ

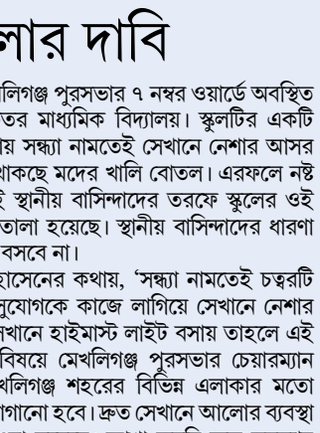

মাথাভাঙ্গা, ১৮ মে : মাথাভাঙ্গা শহরের গুরুত্বপূর্ণ মোড় শহরের চৌপথি। চৌপথিকে মাথাভাঙ্গা শহরের প্রাণকেন্দ্র বললেও অত্যুক্তি হয় না। অথচ শহরের অন্য অনেক এলাকার মতোই চৌপথিতেও পুরসভার জলনিকাশি ব্যবস্থা না থাকায় সামান্য বৃষ্টিতেই রাস্তায় বৃষ্টির জল দাঁড়িয়ে থাকে। বৃষ্টি শুরু হতেই চৌপথিতে জল দাঁড়িয়ে থাকার সমস্যা শুরু হয়েছে। এই ঘটনায় সমস্যায় পথচলতি সাধারণ মানুষের পাশাপাশি এলাকার ব্যবসায়ীরাও।

দীর্ঘ বেশ কয়েক বছর ধরে বর্ষায় চৌপথিতে জল দাঁড়িয়ে থাকায় শহরবাসীকে ভুগতে হচ্ছে। এলাকার জলনিকাশি ব্যবস্থা চালু করা নিয়ে কোনও হেলদোল নেই পুরসভা কর্তৃপক্ষের। চৌপথি এলাকার ব্যবসায়ী জীবন পালের অভিযোগ, 'দোকানের সামনে রাস্তায় জল দাঁড়িয়ে থাকায় ক্রেতারা দোকানে আসতে পারছেন না। বিষয়টি বারবার পুরসভার দৃষ্টি আকর্ষণ করলেও কাজের কাজ কিছুই হচ্ছে না।' যদিও মাথাভাঙ্গা পুরসভার চেয়ারম্যান লক্ষপতি প্রামাণিককে বলছেন, 'চৌপথি সহ শহরের যে সমস্ত এলাকায় নিকাশি ব্যবস্থার জন্য জল দাঁড়িয়ে থাকে, সেই সমস্ত এলাকায় শীঘ্রই নিকাশি ব্যবস্থা স্বাভাবিক করা হবে।'

তথ্য ও ছবি : শুভ্রজিৎ বিশ্বাস ও বিশ্বজিৎ সাহা।

মদনমোহনের নতুন রথ তৈরি হচ্ছে ডাঙ্গরআই মন্দিরে। - অপর্ণা গুহ রায়

শহরে শোভাযাত্রা

কোচবিহার, ১৮ মে : পাঁচ দিবসীয় দিব্যশ্রী গো-কৃপা কথা শুরু হল কোচবিহারে। মাহেশ্বরী মহিলা মণ্ডল কোচবিহার শাখার আয়োজনে রবিবার থেকে কোচবিহার ধর্মসভায় এই অনুষ্ঠান শুরু হয়। এই উপলক্ষ্যে রবিবার সকালে শহরের মাহেশ্বরী মন্দিরের সামনে থেকে একটি শোভাযাত্রা বের হয়। শোভাযাত্রাটি শহরের বিভিন্ন অংশ পরিক্রমা করে। এরপর বিকেল তিনটা থেকে ধর্মসভায় শুরু হয় গো-কৃপা কথা। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সাধ্বী শ্রদ্ধা গোপাল সরস্বতী, অমিতা করবা প্রমুখ।

গ্রামনাম নিয়ে কথা

কোচবিহার, ১৮ মে : রবিবার দুপুরে 'স্থানিক চর্চায় গ্রামনাম' শীর্ষক আলোচনাচক্র অনুষ্ঠিত হল কোচবিহারের এবিএন শীল কলেজের প্রেক্ষাগৃহে। 'উত্তর প্রসঙ্গ' আয়োজিত এই আলোচনাচক্রের উদ্বোধন করেন বিশিষ্ট সাহিত্যিক তথা গবেষক ডঃ দিগ্বিজয় দে সরকার। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কোচবিহার পুরসভার চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষ। বিশিষ্ট চা বিশেষজ্ঞ রামঅবতার শর্মার সভাপতিত্বে আয়োজিত এই আলোচনাচক্রে মোট ২৬ জন আলোচক তাঁদের গ্রামনাম ভিত্তিক বক্তব্য পেশ করেন।

টুকরো খবর

জাদুঘর দিবস

কোচবিহার, ১৮ মে : আন্তর্জাতিক জাদুঘর দিবসে রবিবার ভারতীয় পুরাতত্ত্ব সর্বেক্ষণের তরফে রাজবাড়িতে বিভিন্ন স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে অঙ্কন প্রতিযোগিতা হয়। উপস্থিত ছিলেন রাজবাড়ির জাদুঘরের ইনচার্জ নীতীশ সাক্সেনা, বিনয় দাস।

বৈঠক

কোচবিহার, ১৮ মে : সাংগঠনিক বৈঠক করল কোচবিহার জেলা বিজেপি। জেলা কার্যালয়ে এই বৈঠকে সভাপতি অভিজিৎ বর্মন, বিধায়ক মালতী রাভা, সুশীল বর্মন উপস্থিত ছিলেন। অভিজিৎ জানিয়েছেন, দলকে আরও শক্তিশালী করার বিষয় নিয়েই বৈঠকে আলোচনা হয়েছে।

কবি স্মরণ

কোচবিহার, ১৮ মে : কোচবিহারের অনুভব নাট্য সংস্থার উদ্যোগে রবিবার সন্ধ্যায় বাবু তারাপদ ভবনে রবীন্দ্র জন্মজয়ন্তী উপলক্ষ্যে শ্রদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠান হল। সেখানে কবিতা পাঠ, কবির জীবনী বিষয়ক আলোচনার পাশাপাশি নৃত্য, গান সহ অন্যান্য অনুষ্ঠানও হয়।

প্রতিবাদ সভা

কোচবিহার ব্যুরো

১৮ মে : চাকরিহারা শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের শান্তিপূর্ণ আন্দোলনে নির্মম, অমানবিক ও পৈশাচিক পুলিশি অত্যাচারের বিরুদ্ধে ধিক্কার মিছিল ও প্রতিবাদ সভা হল হলদিবাড়িতে। শনিবার রাতে পিডব্লিউডি মোড়ে অবস্থিত বিদ্যাসাগর মূর্তির পাদদেশ থেকে ওই মিছিলের সূচনা করা হয়। শিক্ষক, শিল্পী, বুদ্ধিজীবী থেকে শুরু করে পড়ুয়ারা মিছিলে পা মেলান।

চাকরিহারা শিক্ষকদের শান্তিপূর্ণ আন্দোলনে পুলিশ ও তৃণমূলের দুষ্কৃতীদের আক্রমণে শিক্ষকদের রক্তাক্ত হওয়ার অভিযোগ এনে মেখলিগঞ্জে ধিক্কার মিছিল করল ডিএসও। পাশাপাশি সোমবার সারাবাংলা ছাত্র ধর্মঘটের ডাক দেওয়া হয়েছে বলে জানান সংগঠনের কোচবিহার জেলা সভাপতি কৃষ্ণ বসাক।

চাকরিহারা শিক্ষকদের ওপর পুলিশের আক্রমণের প্রতিবাদে রবিবার কোচবিহার শহরের বিভিন্ন রাস্তার মোড়ে সভা করে এআইডিএসও। আন্দোলনে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের কোচবিহার জেলা কমিটির সম্পাদক আসিফ আলম, সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য বৈশাখী নন্দী ও অন্যরা।

সেনা সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্যে ধিক্কার মিছিল

কোচবিহার ব্যুরো

১৮ মে : সেনাবাহিনীর কর্নেল সোফিয়া কুরেশির সম্পর্কে মধ্যপ্রদেশের বিজেপি মন্ত্রী বিজয় শা'র মন্তব্যকে অপমানজনক বলে মাথাভাঙ্গা থানায় বিজেপি মন্ত্রীর বিরুদ্ধে এফআইআর করল কংগ্রেস।

অন্যদিকে, তৃণমূলের হলদিবাড়ি শহর ও ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের ডাকে রবিবার ভারতবর্ষের বীর সেনাদের প্রতি সংহতি প্রকাশ এবং শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে জাতীয় পতাকা হাতে একটি মিছিলের আয়োজন করা হয়। মিছিলটি শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে। নেতৃত্ব দেন ব্লক সভাপতি গোপাল রায়, শহর সভাপতি পূরবী চক্রবর্তী, পুরসভার চেয়ারম্যান শংকরকুমার দাস প্রমুখ।

কাশ্মীরের ঘটনাকে কেন্দ্র করে ভারতীয় সেনাবাহিনীর প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে দিনহাটা শহরে অরাজনৈতিক মিছিল অনুষ্ঠিত হল। রবিবার বিকেলে শহরের সংহতি ময়দান থেকে মিছিলটি শুরু হয়ে শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রম করে। মিছিলে উপস্থিত ছিলেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের মন্ত্রী উদয়ন গুহ।

রবিবার দেশের বীর জওয়ানদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে মেখলিগঞ্জ নৃপেন্দ্রনারায়ণ মেমোরিয়াল ক্লাব প্রাঙ্গণ থেকে একটি জাতীয়তাবাদী মিছিল বের করা হয়। কোনও রাজনৈতিক পতাকা ছাড়া, শুধুমাত্র জাতীয় পতাকা নিয়ে মিছিলটি বের হয় বলে জানান মেখলিগঞ্জের বিধায়ক পরেশচন্দ্র অধিকারী।

বেহাল রাস্তা, ঝুঁকি নিয়ে যাতায়াত বাসিন্দাদের

গৌতম দাস

তুফানগঞ্জ, ১৮ মে : তুফানগঞ্জ পুরসভার ৩ নম্বর ওয়ার্ডের পূর্ণ বর্মন চৌপথি এলাকার বেহাল রাস্তার কারণে জেরবার স্থানীয়রা। গত কয়েকদিনের টানা বৃষ্টিতে সেখানে একটি গর্তের সৃষ্টি হয়েছে। ফলে, যাতায়াতের সময় দুর্ঘটনার শিকার হচ্ছেন অনেকেই। সপ্তাহখানেক আগে রাতেরবেলা লোডশেডিংয়ের অন্ধকারে দুই বাইক আরোহী তাতে পড়ে গিয়ে আহত হন। এছাড়া প্রতিদিন ছোটখাটো দুর্ঘটনা লেগেই রয়েছে। খুব দ্রুত রাস্তাটি মেরামতের দাবি উঠেছে স্থানীয়দের তরফে। তুফানগঞ্জ পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান তনু সেন অবশ্য বিষয়টি খতিয়ে দেখে দ্রুত সমস্যার সমাধান করার আশ্বাস দিয়েছেন।

স্থানীয়রা জানিয়েছেন, এলাকার জল বের করার জন্য বহুবছর আগে রাস্তার নীচে হিউমপাইপ বসানো হয়েছিল। পরবর্তীতে রাস্তা সংস্কার হয়েছে। বর্তমানে ভারী যান চলাচল করার জন্য রাস্তার মাঝের হিউমপাইপটি ভেঙে বসে যায়। সেই কারণেই রাস্তার মাঝে গর্তটি তৈরি হয়েছে। অন্যদিকে, হিউমপাইপটি বসে যাওয়ায় বৃষ্টির জমা জল সেখান থেকে বেরোতে পারছে না। ফলে একটু বৃষ্টিতেই এলাকা জলমগ্ন হয়ে পড়ছে। এতে ভোগান্তি পোহাতে হচ্ছে বাসিন্দাদের। শম্পা সাহা নামে এক পড়ুয়া বলে, 'কয়েকদিন আগে গর্তে সাইকেলের চাকা ঢুকে গিয়ে পড়ে গিয়েছিলাম। ঝুঁকিপূর্ণভাবেই চলাফেরা করতে হচ্ছে। রাস্তাটি দ্রুত মেরামত করা দরকার।' স্থানীয় বাসিন্দা নিখিল মজুমদার বলেন, 'রাস্তার মাঝে তৈরি হওয়া গর্তে প্রতিদিন দুর্ঘটনা ঘটছে। প্রশাসনের কাছে আর্জি, রাস্তা সংস্কারের পাশাপাশি নিকাশি ব্যবস্থারও যাতে সংস্কার করা হয়।' এদিন এলাকায় গিয়ে দেখা যায়, সেখানকার বাসিন্দারাই গর্তটির ওপর একটি কাপড় লাগিয়ে রেখেছেন, যাতে কোনও দুর্ঘটনা না ঘটে।

তুফানগঞ্জ পুরসভার পূর্ণ বর্মন চৌপথি এলাকার রাস্তায় গর্ত। - সংবাদচিত্র

স্পেশাল ইকনমিক জোন ঘোষণার দাবি

চকচকা নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি

গৌরহরি দাস

কোচবিহার, ১৮ মে : সোমবার শিলিগুড়ি দীনবন্ধু মঞ্চে উত্তবঙ্গের ৮ জেলার শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীদের নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর নর্থবেঙ্গল বিজনেস মিট রয়েছে। সেখানে কোচবিহারের ৪৫ জন শিল্পপতি ও ৩০ জন ব্যবসায়ীর অংশ নেওয়ার কথা রয়েছে। ওই বৈঠকের আগে রবিবার কোচবিহারের চকচকা শিল্পকেন্দ্রের প্রসারে শিল্পকেন্দ্রটিকে স্পেশাল ইকনমিক জোন হিসেবে ঘোষণার দাবি জানিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে চিঠি পাঠাল কোচবিহার ডিস্ট্রিক্ট ইন্ডাস্ট্রিয়াল ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন। এছাড়া, ওই চিঠিতে জেলায় শিল্পের উন্নয়ন নিয়ে আরও কিছু প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। বৈঠকের একদিন আগে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে শিল্পপতিদের এই চিঠি পাঠানো যথেষ্টই গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করছে সকলে। এদিন বিকালে এই নিয়ে কোচবিহারের জেলা শাসকের সঙ্গেও শিল্পপতিদের অনলাইনে বৈঠক হয়েছে।

ওই সংস্থার সম্পাদক দিলীপ বণিক বলেন, 'জেলায় শিল্পের উন্নয়নে আমরা আমাদের বিভিন্ন দাবি জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি পাঠিয়েছি। দাবিগুলো মিটিংয়েও তাঁকে বলা হবে। আশা করছি তিনি আমাদের দাবি পূরণে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করবেন।'

চিঠিতে জেলার শিল্পোন্নয়নের জন্য কোচবিহার ইন্ডাস্ট্রিয়াল গ্রোথ সেন্টার চকচকা (ফেজ ১ ও ২)-কে স্পেশাল ইকনমিক জোন (এসইজে)

হিসেবে ঘোষণা করার দাবি জানানো হয়েছে। ঠিক কী কারণে

> জেলায় শিল্পের উন্নয়নে আমরা আমাদের বিভিন্ন দাবি জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি পাঠিয়েছি। দাবিগুলো মিটিংয়েও তাঁকে বলা হবে। আশা করছি তিনি আমাদের দাবি পূরণে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করবেন।
>
> **দিলীপ বণিক**, সম্পাদক
> ডিস্ট্রিক্ট ইন্ডাস্ট্রিয়াল ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন

এমন প্রস্তাব? জেলার শিল্পপতিরা জানিয়েছেন, চকচকা শিল্পপার্ক ইতিমধ্যেই পরিকাঠামো সহ প্রস্তুত। তবে এসইজে হিসেবে ঘোষিত না হওয়ায় সেখানে গড়ে ওঠা শিল্পগুলি শিলিগুড়ি, গুয়াহাটি ও ভুটানের ফুন্টশোলিং-এর মতো গুরুত্বপূর্ণ শিল্প ও বাণিজ্যকেন্দ্রের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় এঁটে উঠতে পারছে না। এসইজে ঘোষণা হলে বৃহৎ ও রপ্তানিমুখী শিল্পে বিনিয়োগ আসবে। স্থানীয় ও প্রতিবেশী রাজ্য, দেশ থেকে লগ্নি আকৃষ্ট হবে। কর্মসংস্থান ও সহায়ক শিল্পের প্রসার ঘটবে।

এছাড়া, কোচবিহারে শিল্প প্রসারে বিভিন্ন সমস্যার কথাও তুলে ধরেছেন শিল্পপতিরা। এরমধ্যে কোচবিহার বিমানবন্দরের সম্প্রসারণের দাবিও তোলা হয়। চকচকা শিল্প বিকাশকেন্দ্রের সহ সভাপতি সুন্দরলাল চোপড়া বলেন, 'চকচকা শিল্প বিকাশকেন্দ্রে বর্তমানে শতাধিক শিল্প ইউনিট চালু রয়েছে। তবে আরও ২৫ জনের বেশি শিল্পপতি রয়েছেন যাঁরা এখানে শিল্প খুলতে চান। কিন্তু জমি নেই। মুখ্যমন্ত্রী যদি এই বিষয়গুলি দেখেন তাহলে ভালো হয়।'

এবার সিকিম হয়ে কৈলাস যাত্রা

ফের উন্মুক্ত হচ্ছে নাথু লা'র পথ

সানি সরকার

শিলিগুড়ি, ১৮ মে : প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে উত্তরাখণ্ডের পথ বন্ধ হতেই সিকিমে নজর। দীর্ঘদিন বন্ধ থাকার পর ফের নাথু লা দিয়ে কৈলাস যাত্রা শুরু হওয়ার সম্ভাবনা উজ্জ্বল। যার প্রস্তুতি শুরু হয়ে গিয়েছে পাহাড়ি রাজ্যটিতে। প্রথমে ভারত-চিনের ডোকালাম সংঘাত এবং পরবর্তীতে কোভিড পরিস্থিতির জেরে বন্ধ হয়ে থাকে নাথু লা দিয়ে মান সরোবর যাত্রা। সেই পথই আবার খুলতে শুরু করেছে।

কিন্তু কেমন করে বরফ গলল? প্রশাসনিক সূত্রে খবর, চলতি বছর জানুয়ারিতে চিন সফরে গিয়ে বিদেশসচিব বিক্রম মিস্রি বিষয়টি নিয়ে কথা বলেন চিনের বিদেশসচিব সান ওইডংয়ের সঙ্গে। ওই বৈঠকের পরই নতুন করে কৈলাস যাত্রার পথ উন্মুক্ত করতে সম্মত হয় বেজিং। বিদেশমন্ত্রক থেকে বার্তা পেয়ে পরিকাঠামো উন্নয়নে জোর দিয়েছে প্রেমসিং তামাংয়ের প্রশাসন।

'১৭-র ডোকালাম সংঘাত, '২০-র গালওয়ান সংঘর্ষ এবং কোভিড, ত্র্যহস্পর্শে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল সিকিম দিয়ে কৈলাস মান সরোবর যাত্রা। টানা কয়েক বছর বন্ধ থাকার পর বিদেশসচিবের তৎপরতায় নাথু লা-র পুরোনো পথ নতুন করে খুলতে চলেছে। মূলত কৈলাস যাত্রা জুন মাসের শেষে শুরু হয়ে চলে অগাস্ট পর্যন্ত। কেননা, এই সময় পাহাড়ি এলাকায় বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকলেও, শীত-বসন্তের বরফ গলে জল হয়ে যায়। ফলে ট্রেক রুট কষ্টকর হলেও তেমন চরম সমস্যায় পড়তে হয় না পুণ্যার্থীদের। সড়ক পরিকাঠামো অনেকটা উন্নত থাকায় বাস যাত্রার ধকল আগের মতো নেই। নাথু লা থেকে মান সরোবরের দূরত্ব প্রায় দেড় হাজার কিলোমিটার। এর মধ্যে লিপুলেখ লা-তে প্রায় ৩৫ কিলোমিটার ট্রেক করতে হয়।

নয়া যাত্রা

- বিদেশসচিবের চিন সফরে গলেছে বরফ, মিলেছে চিনের অনুমতি
- কয়েক বছর বন্ধ থাকার পর নাথু লা দিয়ে কৈলাস যাত্রার সম্ভাবনা
- প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে উত্তরাখণ্ডের পথ বন্ধ হতেই নজরে সিকিম
- কেন্দ্রের নির্দেশে গ্যাংটক ও নাথু লা-তে পরিকাঠামো তৈরি

পাশাপাশি রয়েছে, কৈলাস পরিক্রমার ক্ষেত্রে পাহাড়ের ওপর ৫২ কিলোমিটারের ট্রেকিং। যা করতে প্রায় তিনদিন লেগে যায়। যদিও শারীরিক দক্ষতার কারণে অনেকে তা দু'দিনে সম্পন্ন করে ফেলেন।

এবার দুই দফায় কৈলাস যাত্রার অনুমতি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। প্রথম পর্যায়ে পাঁচটি দল যাবে। প্রতিটি দলে থাকবেন ৫০ জন করে। পরবর্তীতেও ৫০ সদস্যের দল গঠন করে ১০টি দলকে অনুমতি দেওয়া হবে।

সিকিম প্রশাসন সূত্রে খবর, কৈলাস যাত্রার প্রস্তুতি হিসেবে রাজধানী গ্যাংটক ও নাথু লা-তে দুটি অ্যাক্লাইমেটাইজেশন সেন্টার তৈরি করা হচ্ছে। সেখানে শৌচালয় থেকে যাত্রার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সমস্ত সুযোগসুবিধা রাখা হচ্ছে। পরিকাঠামো উন্নয়নে একযোগে কাজ করছে রাজ্যের বন, পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন এবং পর্যটন দপ্তর। কী কী কাজ করা হয়েছে, কোন কাজ বাকি রয়েছে, সেই সংক্রান্ত রিপোর্ট চলতি সপ্তাহে পাঠানো হয়েছে কেন্দ্রের কাছে।

সিকিমের পর্যটনমন্ত্রী ছেরিং থেনডুপ ভুটিয়া বলেন, 'কৈলাস যাত্রার পরিকাঠামো তৈরির জন্য গত মাসেই কেন্দ্রের তরফে নির্দেশ আসে। সেই মোতাবেক পরিকাঠামো তৈরি করা হচ্ছে।' কৈলাস মান সরোবর যাত্রাকে কেন্দ্র করে এই অঞ্চলে পর্যটনের প্রসার হবে বলেও আত্মবিশ্বাসী তিনি।

জেনকিন্স স্কুলে নেশার আসর

প্রথম পাতার পর

কোচবিহারের অন্য দুটি বিদ্যালয় সুনীতি অ্যাকাডেমি ও টাউন হাইস্কুলে চুরি হয় বলে অভিযোগ। দুষ্কৃতীদের বারবার স্কুলগুলি 'টার্গেট' হওয়ায় উদ্বিগ্ন কর্তৃপক্ষ। জেনকিন্স স্কুলের প্রাক্তন ছাত্র অশোকতরু মজুমদারের কথায়, 'স্কুলে যে ঘটনা ঘটেছে তা কখনোই কাম্য নয়। অভিযুক্তের উপযুক্ত সাজা হওয়া উচিত।'

কয়েকবছর ধরে বিশেষ করে করোনা পরবর্তী সময় থেকে কোচবিহার শহর ও সংলগ্ন এলাকায় নেশার প্রবণতা বেড়ে গিয়েছে। একাধিক নেশার চক্র সক্রিয় হয়েছে। শহরে বসেই টাকা খরচ করলে সহজেই হাতের নাগালে চলে আসছে ব্রাউন সুগার, ইয়াবা ট্যাবলেট, গাঁজার মতো মাদকদ্রব্য। চক্রের কারবারিরা কমবয়সি ছেলেদের 'টার্গেট' করে তাদের দিয়ে মাদকের প্রভাব বিস্তার করছে।

পুলিশের দেওয়া তথ্য বলছে, ব্যয়বহুল ব্রাউন সুগারের নেশার প্রবণতা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে অপরাধমূলক কাজকর্মের সংখ্যাও বেড়ে গিয়েছে। নেশার টাকা জোগাড় করতে গিয়ে চুরি, ছিনতাইয়ের মতো ঘটনায় জড়িয়ে পড়ছে কমবয়সিদের একাংশ। আবার অনেকে নেশার টাকা জোগাড় করতে গিয়ে নেশার সামগ্রী বিক্রির কাজও শুরু করে দিয়েছে। বিক্রির লভ্যাংশ থেকে যে টাকা পাওয়া যাচ্ছে সেই টাকা দিয়ে নিজের নেশার খরচ উঠে যাচ্ছে। যা নিয়ে উদ্বেগ ছড়িয়েছে অভিভাবক মহলে। কোচবিহারের বাসিন্দা তথা পেশায় আইনজীবী শিবেন রায় বলছেন, 'সমাজের সর্বস্তরের মানুষ সচেতন না হলে এই সমস্যা কখনোই মেটার নয়। যেভাবে মাদকের কারবার বাড়ছে তাতে ভবিষ্যতে ভয়ংকর অবস্থা হতে পারে। পুলিশ-প্রশাসনেরও উচিত নেশার বিরুদ্ধে নিয়মিত অভিযান করা।'

'লইবাড়ি হাট'

প্রথম পাতার পর

আর সেই সুবাদে ভালো বিকিকিনির সুবাদে বিক্রেতার মুখে হাসি, ক্রেতারাও। সরকারি সহযোগিতা পেলে এই হাসি আরও চওড়া হওয়ার সুযোগ রয়েছে বলে কল্পনা মণ্ডলের মতো বিক্রেতারা মনে করিয়ে দিচ্ছেন। রোদ বৃষ্টি থেকে বাঁচতে সরকারিভাবে হাটখোলার জন্য টিনের ছাউনি সহ উঁচু বাঁধানো মেঝে, বর্ষায় হাটের জল যাতে সহজে বের হতে পারে সেজন্য নিকাশি ব্যবস্থার দাবিও জোরালো হয়েছে।

এবারের মতো ছেড়ে দাও... পোষ্যকে নিয়ে নদী পারাপার। টাকাগাছে তোর্ষা নদীর পাড়ে অপর্ণা গুহ রায়ের তোলা ছবি।

শিকড়ের খোঁজে

প্রথম পাতার পর

সংকোশ ইত্যাদি অবশ্য ছোট নদী নয়। তার বাইরে অনেকে পরিচিত-স্বল্প পরিচিত, অখ্যাত নদী-উপনদী-শাখানদীর অস্তিত্ব ছড়িয়ে আছে উত্তরবঙ্গের আট জেলায়। যেগুলির সঙ্গে জড়িয়ে আছে স্থানীয় গ্রামীণ জীবন, সেখানকার সভ্যতা-সংস্কৃতি, ইতিহাসের বিস্মৃত অধ্যায়। সেই নদীগুলির বেশ কিছু এখন অস্তিত্ব সংকটে ধুঁকছে। উন্নয়ন, নগরায়ণ কিংবা নিছক দূষণের চাপে অনেক জায়গায় হারিয়ে যেতে বসেছে গ্রামীণ মানুষের জীবনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত অধ্যায়।

'আমাদের ছোট নদী' সেই অধ্যায়কে বিস্মৃতির হাত থেকে রক্ষা করে সকলের সামনে তুলে ধরার এক উল্লেখযোগ্য চেষ্টা। স্থানীয় ঐতিহাসিক, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণের দায়িত্ব প্রশাসনকে মনে করিয়ে দেওয়ার পাশাপাশি সাধারণ মানুষকে তার কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন করারও ছিল সেই পরিকল্পনার অন্যতম কারণ। জীবন তো শুধু ইতিহাস আর ঐতিহ্য নিয়ে চলে না। বাস্তবের মাটিতে উন্নয়ন, কর্মসংস্থান ইত্যাদিও জরুরি।

জনপ্রতিনিধি, প্রশাসনকে তাই প্রয়োজনে সবসময় কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছে উত্তরবঙ্গ সংবাদ। সেই চেষ্টার আরেকটি রূপ পাঠক গত কয়েক মাসে দেখেছেন 'জনতার চার্জশিট' বিভাগে। তেমনই বিরোধীদের দায়বদ্ধতা মনে করিয়ে দিতে নিয়মিত প্রকাশ করা হয়েছে 'পেতাম যদি সিংহাসন' বিভাগ। উত্তরবঙ্গে প্রায় সমস্ত শহরই ক্রমে আধুনিক হচ্ছে, প্রসারিত হচ্ছে। উন্নয়নের ঢাকঢোল ভালোই পেটানো হয় শহরগুলিতে। অথচ প্রতি শহরের ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে নাগরিক সমস্যার অন্ত নেই।

রাস্তা, পানীয় জল, বিদ্যুতের জোগান থেকে শুরু করে খেলার মাঠ, অবসর বিনোদনের পার্ক ও সাংস্কৃতিক কর্মসূচির মঞ্চের অভাব কিংবা রক্ষণাবেক্ষণের সমস্যা প্রায় প্রতি শহরে। পাশাপাশি আবর্জনা, দূষণ, অরাজকতা ইত্যাদিতে জেরবার অনেক এলাকা। এত অভাব-অভিযোগ, সমস্যার প্রতি পুর কর্তৃপক্ষের নজর আকর্ষণে উত্তরবঙ্গ সংবাদ চালু করেছে 'পাড়ায় পাড়ায়' বিভাগ। উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়ের দায়বদ্ধতার প্রতি বিশ্বস্ত থাকতে পাঠকের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ স্থাপন এইসব উদ্যোগের নেপথ্য কারণ।

পাঠকমাত্রই জানেন, তথ্য বিকৃতি, মিথ্যার জাল ক্রমে সংবাদজগৎকে কলুষিত করছে। সেখানে দাঁড়িয়ে সত্য যাচাইয়ের লাগাতার প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে প্রকৃত তথ্য পাঠকের দুয়ারে পৌঁছে দিতে নিরলস চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে উত্তরবঙ্গ সংবাদ। ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের সাম্প্রতিক আবহে উত্তরবঙ্গ সংবাদে সেই প্রক্রিয়ার প্রতিফলন নিশ্চয়ই উপলব্ধি করেছেন পাঠক। কষ্টসাধ্য এবং অনেক ক্ষেত্রে নিজেদের ক্ষতির ঝুঁকি নিয়েও সাংবাদিকতায় সেই সত্যনিষ্ঠায় অবিচল থাকতে চেষ্টা চালানো হচ্ছে।

পক্ষপাত, আনুগত্য, নিছক ব্যবসায়িক স্বার্থ ইত্যাদির পরিপ্রেক্ষিতে গত ৪৫ বছর ধরে উত্তরবঙ্গ সংবাদ শুধু মানুষের প্রতি দায়বদ্ধ থাকার ঐতিহ্য নির্মাণ করেছে। সর্বশেষ সেই কথাটাই বলার যে, উত্তরবঙ্গের আত্মাকে নিষ্কলুষ, পবিত্র, নির্মল রাখতে একইরকম নির্ভীক, দল ও শক্তি নিরপেক্ষ ভূমিকা নিয়ে এগিয়ে চলার শপথ আমরা নিলাম ৪৬তম বর্ষের শুরুতেই।

চাকরি পাবেন উকিলের ছেলে

প্রথম পাতার পর

বাংলাদেশে অপহৃত শীতলকুচির উকিল বর্মন খুবই দুঃস্থ। তাঁর দুই ছেলেই রাজমিস্ত্রির কাজ করেন। ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের কাঁটাতারের ওপারে উকিলের সামান্য কিছু কৃষিজমি রয়েছে।

সেই কৃষিকাজ করেই অভাবের সংসার চলে। এই অবস্থায় অন্য আর পাঁচটা দিনের মতো গত ১৬ এপ্রিল ধানের খেতে জলসেচ দিতে গিয়েছিলেন উকিল। সেই সময় জমি থেকে বাংলাদেশি দুষ্কৃতীরা তাঁকে অপহরণ করে বাংলাদেশে নিয়ে যায়। প্রায় এক মাস বাংলাদেশে বন্দি থাকার পর ১৪ মে তিনি বাড়ি ফেরেন।

উকিল বাড়িতে ফিরতেই তাঁর ফিরে আসার ক্রেডিট নিতে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতা, বিধায়করা হুমড়ি খেয়ে পড়েন তাঁর বাড়িতে। রাজনৈতিক নেতারা সকলে তাঁর বাড়িতে ভিড় জমাতে শুরু করলেও উকিলের পরিবারের সবচেয়ে প্রয়োজন ছিল একটা চাকরির। কোচবিহার জেলা তৃণমূলের উদ্যোগে সোমবার সেই চাকরিতেই যোগ দিতে চলেছেন উকিলের ছোট ছেলে পরিতোষ বর্মন।

বিষয়টি নিয়ে উকিল বলেন, 'সোমবার সকালে ছেলেকে নিয়ে কোচবিহারে যেতে বলেছেন। সেখানে তিনি আগে আমাদের নিয়ে গিয়ে মদনমোহন ঠাকুরবাড়িতে পুজো দেবেন। এরপর ছেলে মেডিকেলে চাকরিতে যোগ দেবে।' পরিতোষ বলেন, 'সোমবার চাকরিতে যোগ দেব। খুবই আনন্দ হচ্ছে।'

লক্ষ্যপূরণে ব্যর্থ সরকারি শিল্পপ্রতিষ্ঠান

পূর্ণেন্দু সরকার

জলপাইগুড়ি, ১৮ মে : নজরদারির অভাবে ধুঁকছে ওয়েস্ট বেঙ্গল ফার্মাসিউটিক্যাল অ্যান্ড ফাইটোক্যামিক্যাল ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন লিমিটেডের সরকারি শিল্পপ্রতিষ্ঠানটি। সরকারি প্রতিষ্ঠানটির আজ এমন দুরবস্থা যে বছরে লক্ষ্যমাত্রা ১ লক্ষ লিটার থাকলেও এই মুহূর্তে মাত্র ৭ হাজার ১৫০ লিটারের বেশি ফিনাইল ও লিকুইড সোপ উৎপাদন করতে পারছে না। উত্তরবঙ্গের সমস্ত সরকারি হাসপাতালে ফিনাইল ও লিকুইড সোপ সরবরাহের একমাত্র বরাতপ্রাপ্ত সরকারি শিল্পপ্রতিষ্ঠান হিসেবে বেশ নাম কুড়িয়েছিল প্রতিষ্ঠানটি। অথচ দেখভাল ও পরিকাঠামোর অভাবে প্রতিষ্ঠানের সার্বিক উৎপাদনের সম্ভাবনা প্রায় নষ্ট হয়ে গিয়েছে। দিনের পর দিন রুগ্ন অবস্থায় থাকায় এই সুযোগে বেসরকারি সংস্থার তৈরি সামগ্রী বাজার দখল করেছে। ফিনাইল ও লিকুইড সোপের বাইরে চা গাছ ও কৃষিকাজে গাছের বৃদ্ধিতে তৈরি জৈব হরমোন উৎপাদনেও পিছিয়ে পড়েছে এই সরকারি প্রতিষ্ঠানটি। চাহিদা অনুযায়ী জোগান দিতে যেমন পারছে না, তেমনি কর্মীর অভাবে মুখ থুবড়ে পড়েছে জলপাইগুড়ির তোড়লপাড়ার ফাইটো কমপ্লেক্স।

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সোমবার শিলিগুড়ির দীনবন্ধু মঞ্চে উত্তরবঙ্গের শিল্প নিয়ে আলোচনা সভায় অংশ নেবেন। ওই আলোচনা সভাকে নিয়ে শিল্প মহলের উৎসাহ ও উদ্দীপনা তুঙ্গে। কিন্তু বাস্তবে খোদ জলপাইগুড়ির এক গুরুত্বপূর্ণ সরকারি শিল্পপ্রতিষ্ঠানের বেহাল দশা কাটাতে রাজ্য সরকারের দিক থেকে গত কয়েক দশকে কোনও উদ্যোগ লক্ষ করা যায়নি। প্রচুর সম্ভাবনা ও উপার্জনের দিক থাকলেও এই

ফাইটোকেমিক্যাল কমপ্লেক্সে কাজে ব্যস্ত দুই কর্মী।

সরকারি শিল্পপ্রতিষ্ঠানটির অবস্থা এখন দাঁড়িয়েছে ঢালতরোয়ালহীন নিধিরাম সর্দারের মতো। ফাইটো কমপ্লেক্সের ডেপুটি সুপারিন্টেন্ডেন্ট সঞ্জিত গুহ বলেন, 'সমস্যাটি যেখানে জানানো দরকার সেখানে জানিয়েছি। এর বেশি কিছু বলতে পারব না।'

আশির দশকে জলপাইগুড়ির তোড়লপাড়ায় রাজ্য শিল্প বাণিজ্য দপ্তরের উদ্যোগে তৈরি হয়েছিল ফাইটোকেমিক্যাল কমপ্লেক্স। বর্তমানে ফাইটো কমপ্লেক্সে এখন বছরে মাত্র ৭৫০০ লিটার চা গাছের বৃদ্ধির জন্য গ্রোথ হরমোন তৈরি হয়। এছাড়া লিকুইড জেএম প্লাস ইডিটিএ মাত্র ২২০০ লিটার উৎপাদন করা হয় বছরে কৃষি সহ অন্যান্য গাছের বৃদ্ধির জন্য।

সরকারি এই শিল্পপ্রতিষ্ঠানে উৎপাদিত সামগ্রীর বিক্রি ও কর্মীর অভাব এবং উৎপাদিত সামগ্রীর চাহিদার সঙ্গে জোগানের অসামঞ্জস্যর কারণে সরকার লাভের মুখ দেখতে পারছে না। উৎপাদন বিভাগের গবেষণাগারে প্রশিক্ষিত একজন কর্মী আগামী মাসে অবসর নিতে চলেছেন। তাঁর জায়গায় নতুন কাউকে না নিয়ে অন্য এক কর্মীকেই হাতে-কলমে শিখিয়ে পড়িয়ে নেওয়া হচ্ছে। অপরদিকে প্যাকিং, প্যাকেজিং বিভাগে মাত্র ২ জন কর্মীকে দিয়ে কাজ করাতে সমস্যা হচ্ছে। প্রয়োজন ৭ জন কর্মীর। অস্থায়ীভাবে ডেপুটি সুপারিন্টেন্ডেন্ট পদে একজনকে ফাইটো কমপ্লেক্সের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। তিনি প্রতিদিন অফিস করতে পারেন না অন্য দপ্তরের দায়িত্ব থাকায়। এতবড় ফাইটো কমপ্লেক্সে যেখানে ২৫ জন কর্মীর প্রয়োজন সেখানে স্থায়ী ও চুক্তিভিত্তিক কর্মী মিলিয়ে মাত্র ৭ জনকে দিয়ে কাজ চলছে। নর্থবেঙ্গল ন্যাশনাল চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজের সাধারণ সম্পাদক কিশোর মারোদিয়ার কথায়, 'সুযোগ পেলে মুখ্যমন্ত্রীর শিল্প সম্মেলনে বিষয়টি তুলব।'

বিপাকে বাংলাদেশ

প্রথম পাতার পর

বাণিজ্যমন্ত্রকের নির্দেশে তাতে বিরাট ধাক্কা লেগেছে।

ধাক্কা সীমান্তের ওপারেও। প্লাস্টিকের দানা নিয়ে ফুলবাড়ি সীমান্ত দিয়ে এপারে এসে ট্রাকচালক মহম্মদ শাহজাহান বলেন, 'বিভিন্ন ধরনের মাল নিয়ে ১০০টির বেশি ট্রাক বাংলাদেশের বাংলাবান্ধা সীমান্তে দাঁড়িয়ে রয়েছে। আদৌ ঢুকতে পারবে কি না জানি না।'

আরেক বাংলাদেশি ট্রাকচালক ওমর ফারুক দেশে ফেরার আগে রবিবার বলেন, 'ভারত আমদানি বন্ধ করায় আমাদের দেশের অর্থনীতিতে বড় প্রভাব পড়বে।'

বাণিজ্য সম্পর্কিত নয়দিল্লির গবেষণা সংস্থা গ্লোবাল ট্রেড রিসার্চ ইনিশিয়েটিভের প্রকাশিত রবিবারের রিপোর্টে বাংলাদেশের রপ্তানি বাণিজ্য এতে ৪২ শতাংশ কমে যায়।

অর্থমূল্যে যে ক্ষতির পরিমাণ প্রায় ৭৭০ মিলিয়ন ডলার। ওই রিপোর্ট অনুযায়ী সবচেয়ে বড় আঘাত আসবে বস্ত্রশিল্পে।

যেমন ওমর ফারুকের কথায়, 'অনেক মানুষ এই ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত। গাড়ি চালাতে না পারলে আমার আয় বন্ধ হয়ে যাবে। আমার মতো অনেক পঞ্চগড় ও বাংলাবান্ধা সীমান্ত লাগোয়া চালকদের কাজ চলে গেল। একটা ট্রাকের ওপর অন্তত দশজন মানুষের পরিবার চলে। গাড়ি না চললে মাল তোলা ও নামানোর শ্রমিকরা কাজ হারাবেন।'

চ্যাংরাবান্ধা স্থলবন্দরের শ্রমিক সহিদুল ইসলাম বলেন, 'আজকেই কাজ পাইনি। দশজনের পরিবার কী করে চলবে জানি না।' বাংলাদেশ থেকে কাটা কাপড় নিয়ে চ্যাংরাবান্ধা হয়ে এপারে এসেছেন বুড়িমারির ট্রাকচালক মহম্মদ সাজু হোসেন।

তাঁর বক্তব্য, 'খুব দুশ্চিন্তায় রয়েছি। ট্রাক চালিয়ে দিন গুজরান হয়। আমাদের ওদিকের প্রচুর শ্রমিক ও ট্রাকচালক এই ব্যবসার ওপর নির্ভরশীল। কমপক্ষে পাঁচ শতাধিক মানুষের পরিবার চলে এর ওপর। আমাদের এখন কী করে চলবে, কিছুই বুঝতে পারছি না।'

আরেক বাংলাদেশি ট্রাকচালক আবদুল হানিফার চ্যাংরাবান্ধায় রবিবার বলেন, 'এই কাজ ছাড়া আর কিছু জানি না। প্রত্যেক ট্রিপে হাজার থেকে ১১০০ টাকা পাই। রাতে ভারতে থাকতে হলে আরও ২০০ টাকা এক্সট্রা পাওয়া যায়। সব বন্ধ হয়ে যাবে।' তাঁর কথায়, 'ভারত সরকারের এই পদক্ষেপে ভারতের ক্ষতি কিছু হবে, কিন্তু বেশি লোকসান হবে বাংলাদেশের।' *(তথ্য সহায়তা : সাগর বাগচী, শতাব্দী সাহা ও জসিমুদ্দিন আহম্মদ)*

তটস্থ শুকটাবাড়ি

প্রথম পাতার পর

তোলাবাজি, দুর্নীতির জন্য উন্নয়ন পুরোপুরি স্তব্ধ। এলাকাবাসী সেই অপশাসনের জবাব দিতে স্বতঃস্ফূর্তভাবে এগিয়ে এসেছেন।' দলের জেলা সভাপতি হিপ্পির নেতৃত্বে শুকটাবাড়িকে নতুনভাবে গড়ে তোলার কথা বলেন তিনি। এদিকে সিরাজুল হকের কথায়, 'ওদের পিছনে এত সমর্থন থাকলে আজ পুলিশি নিরাপত্তা নিয়ে মিছিল করতে হত না। আগামী সপ্তাহে আমরা এলাকায় মিছিল করব। সেখানেই প্রমাণ হবে আমাদের গ্রহণযোগ্যতা।' নানাবিধ প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও এলাকায় যথেষ্ট উন্নয়ন হয়েছে বলে দাবি করেন তিনি। এদিকে, উভয় শিবিরের এই শক্তি প্রদর্শনের আবহে তটস্থ এলাকাবাসী। তাঁদের আলোচনায় ফিরে আসছে রাজনৈতিক সন্ত্রাসের প্রসঙ্গ। ২০০১ সালে শুকটাবাড়িতে সিরাজুলের বাবা নবিউদ্দিন মিয়াঁ সিপিএমের হাতে খুন হন বলে অভিযোগ। গত পঞ্চায়েত ভোটে ও রাজনৈতিক সংঘর্ষে এলাকার জিন্নাতুল হকের প্রাণ যায়। এছাড়াও আরও প্রাণহানি ও রাজনৈতিক সংঘর্ষের বহু নজির রয়েছে। এলাকার এক বাসিন্দার কথায়, এখানে শাসকদলের দুই গোষ্ঠীর মধ্যে কোনও সংঘর্ষ হলে তার ফল ভুগতে হবে আমাদের। তাই পুলিশ প্রশাসন আগে থেকেই এ বিষয়ে পদক্ষেপ করুক। শুকটাবাড়ি বাজারের এক ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী উদ্বেগের সঙ্গে বলেন, 'দোকান চালিয়ে যা রোজগার হয় তাতেই সংসার চলে। একবেলা দোকান বন্ধ থাকলে খাবার জুটবে না। তাই রাজনৈতিক কোনও গোলমাল আমরা চাই না। এলাকার শান্তি বজায় থাকুক।'শুকটাবাড়িতে দলের গোষ্ঠীকোন্দল প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ঘোষ বলেন,'সিরাজুল হক আমাদের দলের অন্যতম সম্পদ। তাঁর বিরুদ্ধে স্লোগান ওঠা আসলে দলকেই দুর্বল করা। আমি ওদের পাশে আছি। আগামীতে ওরা কোনও কর্মসূচি করলে অবশ্যই যাব।' প্রতিক্রিয়ার জন্য জেলা সভাপতিকে ফোন করা হলেও তিনি ফোন ধরেননি। এলাকাবাসীর কথা মেনে শাসকদলের দুই গোষ্ঠী নিজেদের সংযত করবে, নাকি তাদের বিরোধ উত্তরোত্তর বাড়বে, তা অবশ্য তৃণমূলের জেলা নেতৃত্বেরও জানা নেই।

শ্রমিকদের ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাবার কেউ নেই

প্রথম পাতার পর

এই অঞ্চলের চা বলয়ে সদ্য সমাপ্ত উপনির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেস জয়ী হয়েছে। নির্বাচিত বিধায়কের বাড়ি ডিমডিমা বাগান এলাকায়। অথচ সেই বাগানেও শ্রমিকরা প্রায় দুই মাস ধরে বেতন পাচ্ছেন না। আশ্চর্যের বিষয়, ওই ব্লকেই শাসক ও বিরোধী দুই পক্ষের সর্বাধিক কেন্দ্রীয় স্তরের চা শ্রমিক নেতা রয়েছেন। অথচ সেখানেই বাগানের সমস্যা সবচেয়ে প্রকট।

রাজ্য সরকার চা বাগান সমস্যার সমাধানে একাধিক কমিটি গঠন করেছে, তৈরি হয়েছে স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিওর। সেই নীতি অনুসারে, যখন-তখন বাগান বন্ধ করে দেওয়া, মজুরি বকেয়া রাখা, লিজ বাতিল করা যাবে। এই নিয়ম কাগজে-কলমেই সীমাবদ্ধ। রাজ্যের তৈরি টি অ্যাডভাইজারি কাউন্সিল আসলে সমস্যার সমাধানে নয়, নেতাদের সরকারি স্টিকার লাগানো গাড়িতে ঘোরাঘুরির সুবিধা দিতেই তৈরি হয়েছে বলে মনে হয়। সম্প্রতি শ্রমমন্ত্রী ঘোষণা করেছেন, ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণের জন্য আবার একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠিত হবে। কিন্তু গত সাত বছরে কুড়ি বারেরও বেশি বৈঠক করার পরেও যখন ফল মেলেনি, তখন আরেকটি কমিটির প্রতিশ্রুতি নতুন প্রতারণারই নামান্তর।

প্রকৃত সমস্যা হল, চা বলয়ে কার্যকর কোনও বিরোধী রাজনৈতিক শক্তি নেই। সিপিএম তাদের শাসনকালে শ্রমিকদের প্রতি যে অবিচার করেছে, তার জন্য এখনও ক্ষমা চাইতে সাহস পাচ্ছে না। অন্যদিকে বিজেপি, অসমে যারা এখনও মজুরি সীমাবদ্ধ রেখেছে ২২৫–২৫০ টাকার মধ্যে, তারাও জমির মালিকানা বা উপজাতীয় স্বীকৃতির দাবিতে কোনও জোরালো আন্দোলন গড়ে তুলতে পারেনি। ফলে তাদের নেতারাও চা বলয়ে আস্থা তৈরি করতে পারছেন না। বরং পদ হারালেই এক দল থেকে আরেক দলে যাওয়া তাদের রাজনৈতিক সংস্কৃতিরই অংশ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

কলকাতাকেন্দ্রিক নেতৃত্ব এবং প্রশাসনের প্রতি অনুগত উত্তরবঙ্গের নেতারা আজ পর্যন্ত চা বাগানের জন্য কোনও স্পষ্ট বিকল্প নীতির সন্ধান দিতে পারেননি। সমবায়ের মাধ্যমে বাগান পরিচালনার প্রশ্ন উঠলেই তাঁরা মুখ ফিরিয়ে নিয়েছেন। ২০২৩ সালে হঠাৎই রাজ্য সরকার ঘোষণা করে যে, চা বাগানের শ্রমিকদের জমির পাট্টা দেওয়া হবে। অথচ এই সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে শ্রমিকদের মতামত নেওয়া তো দূরের কথা, কোন জমিতে পাট্টা দেওয়া হবে, সেই জমির চরিত্র কী, এই পাট্টা কী সুবিধা দেবে, এসব নিয়ে কোনও স্বচ্ছতা নেই। নেতা ও প্রশাসনের মনোভাব এমন, 'এতদিন কেউ কিছু করেনি, আমরা তো করছি, এবার আর প্রশ্ন তুলো না।'

চা শিল্পের প্রকৃত চিত্র বোঝার জন্য শুধু রাজনৈতিক দিক নয়, অর্থনৈতিক কাঠামোর বিশ্লেষণও জরুরি। চায়ের একটি বড় অংশ অকশন ছাড়াই সরাসরি বিক্রি হয়ে যায়, যার কোনও হিসেব সাধারণ মানুষের কাছে নেই। মালিকপক্ষ সাধারণত অকশনে কম দাম দেখিয়ে চা শিল্পের সংকটের গল্প ফাঁদে। ফলে একটি বিশাল অঘোষিত অর্থপ্রবাহ রাজনীতির সঙ্গে জড়িয়ে যায়। চা শিল্পে এই প্রক্রিয়া বহু আগেই শুরু হয়েছিল। কলকাতা, দিল্লি ও গুয়াহাটির প্রভাবশালী লবি আজ বাংলা ও অসমের চা শিল্প নিয়ন্ত্রণ করে। দুই রাজ্যে সরকার ভিন্ন হলেও মজুরি বৃদ্ধির হার প্রায় সমান, যাতে কোনও এক রাজ্যের শ্রমিকদের মজুরি বাড়লে অন্য রাজ্যে শ্রমিক বিক্ষোভ তৈরি না হয়। এটা হয়তো একধরনের সমঝোতা। তার প্রতিফলন আমরা দেখতে পাই ২০২৬-এর নির্বাচনের আগে চা বলয়ে রাজনৈতিক বিপর্যয় আসতে পেরে জেনেও যখন বাংলায় টি ট্যুরিজমের নামে চা বাগানের তিরিশ শতাংশ জমি বরাদ্দ করে দেওয়া হয় তা দেখে। অসমেও কর্পোরেট স্বার্থে শ্রমিক উচ্ছেদ করে একই কাজ করা হচ্ছে।

রাজ্য সরকার দাবি করেছে, চা পর্যটনে আশি শতাংশ স্থানীয় মানুষ কর্মসংস্থান পাবেন। তবে বাস্তবটা ভিন্ন। উদাহরণস্বরূপ, শিলিগুড়ি শহরের পাশের একটি চা বাগানে গড়ে ওঠা একটি রিসর্টে 'কলোনিয়াল সুইট'-এর এক রাতের ভাড়া দিয়ে দশজন শ্রমিককে এক মাস বেতন দেওয়া যায়। কিন্তু সেখানে ক'জন স্থানীয় মানুষ কাজ পেয়েছেন, সে প্রশ্ন থেকেই যায়।

আসলে চা শিল্পের বাহ্যিক চাকচিক্যের আড়ালে আজও রয়ে গিয়েছে এক দীর্ঘ ঔপনিবেশিক শোষণের পরম্পরা। উত্তরবঙ্গের অনুন্নয়ন এবং শ্রমিক জীবনের অবমাননার মূল শিকড় আজও গেঁথে রয়েছে ১৫০ বছরের চা শিল্প ব্যবস্থার গভীরে।

লেখক-সমাজকর্মী

অভিনেত্রী নুসরত ফারিয়া গ্রেপ্তার ঢাকায়

ঢাকা, ১৮ মে : জনপ্রিয় বাংলাদেশি অভিনেত্রী নুসরত ফারিয়াকে রবিবার ঢাকার শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে গ্রেপ্তার করল বাংলাদেশ পুলিশ। তাঁর বিরুদ্ধে গত বছর জুলাই অভ্যুত্থানের সময় খুনের চেষ্টার অভিযোগে ভাটারা থানায় মামলা রয়েছে। সেই সূত্রেই ফারিয়াকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। রবিবার থাইল্যান্ডে যাওয়ার সময় তাঁকে ইমিগ্রেশন চেকপয়েন্টে আটক করা হয়। সেখান থেকে প্রথমে ভাটারা থানায়, তারপর ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশের কার্যালয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে তাঁকে জেরা করা হয়। সোমবার নুসরত ফারিয়াকে আদালতে তোলা হবে। দুই বাংলার একাধিক সিনেমায় অভিনয় করেছেন ফারিয়া। শ্যাম বেনেগাল নির্মিত 'মুজিব- দ্য মেকিং অফ এ নেশন'-এ শেখ হাসিনার চরিত্রে ফারিয়ার অভিনয় সকলের প্রশংসা কুড়িয়েছিল। এর আগে হত্যাচেষ্টার ওই মামলায় অপু বিশ্বাস, আসনা হাবিব ভাবনা, জায়েদ খান সহ ১৭ জন তারকাকে আসামি করা হয়েছে।

কৃত্রিম উপগ্রহ স্থাপনে সমস্যা

শ্রীহরিকোটা, ১৮ মে : পরের পর সফল অভিযানের পর পৃথিবীর কক্ষপথে একটি কৃত্রিম উপগ্রহ স্থাপন করতে গিয়ে ধাক্কা খেল ইসরো। ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থা জানিয়েছে, রবিবার ভোরে ইওএস-০৯ কৃত্রিম উপগ্রহ নিয়ে কক্ষপথের উদ্দেশে রওনা হয়েছিল ইসরোর পিএসএলভি-সি৬১ রকেট। কিন্তু নির্দিষ্ট স্থানের কাছাকাছি পৌঁছোনোর পরেও রকেট থেকে উপগ্রহটিকে আলাদা করে কক্ষপথে স্থাপন করা সম্ভব হয়নি। সমস্যার কারণ ব্যাখ্যা করেছেন ইসরোর প্রধান ভি নারায়ণ। তিনি জানিয়েছেন, এদিন ভোর ৫টা ৫৯ মিনিটে শ্রীহরিকোটার সতীশ ধাওয়ান স্পেস রিসার্চ সেন্টার থেকে

সফল উৎক্ষেপণের পর পৃথিবীর কক্ষপথে পৌঁছে নির্দিষ্ট জায়গায় ইওএস-কে স্থাপন করার কথা ছিল পিএসএলভি-সি৬১-র। কিন্তু এজন্য জ্বালানির মাধ্যমে যে পরিমাণ চাপ তৈরির কথা ছিল তা সম্ভব হয়নি। ইসরোর নিয়ন্ত্রণকেন্দ্রের গবেষকদের কাছে বিষয়টি ধরা পড়ার পর অভিযান স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

নারায়ণ বলেন, 'আজকের অভিযানের ৪টি ধাপ ছিল। কিন্তু তৃতীয় ধাপে লক্ষ্য করা যায় অভিযান শেষ করা সম্ভব নয়। কেন এটা ঘটল তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। আশা করি আমরা খুব তাড়াতাড়ি সমস্যা মিটিয়ে ফেলব।' রবিবারের অভিযানটি ছিল ইসরোর ১০১তম মহাকাশ অভিযান। এজন্য যে পিএসএলভি রকেট ব্যবহার করা হয়েছিল সেটি ৬৩টি অভিযানে শামিল হয়েছিল।

আমেরিকায় টর্নেডো হত ২৭

ওয়াশিংটন, ১৮ মে : আমেরিকার কেন্টাকি ও মিসৌরি প্রদেশে ভয়ংকর টর্নেডো ঝড়ের কবলে পড়ে কমপক্ষে ২৭ জনের মৃত্যু হয়েছে। আহত বহু। কয়েকজনের অবস্থা গুরুতর। হতাহতের অধিকাংশ কেন্টাকির বাসিন্দা। মৃতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে সেখানকার স্থানীয় প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে। কেন্টাকির গভর্নর অ্যান্ডি বেসার এক্স পোস্টে জানিয়েছেন, শুক্রবার গভীর রাতে দক্ষিণ কেন্টাকিতে আঘাত হানে টর্নেডো। ঘূর্ণিঝড়ের ধাক্কায় বহু ঘরবাড়ি গুঁড়িয়ে গিয়েছে। সবচেয়ে ক্ষতি হয়েছে লরেল কাউন্টির। প্রাণহানির খবর এসেছে মিসৌরির সেন্ট লুইস থেকেও। শহরের মেয়র কারা স্পেনসার জানান, ৫ জন বাসিন্দা মারা গিয়েছেন। ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে অন্তত ৫ হাজার বাড়িঘর।

ভারতকে অনুকরণ শরিফের

বিদেশে প্রতিনিধিদল পাঠাবে পাকিস্তানও

ইসলামাবাদ, ১৮ মে : অপারেশন সিঁদুরের পর থেকে ভারতের দেখে টুকলি করার মানসিকতা ক্রমশ জাঁকিয়ে বসছে পাকিস্তানের শাহবাজ শরিফ সরকারের প্রতিটি পদক্ষেপে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির দেখাদেখি সেনাঘাঁটিতে ভাষণ দেওয়ার পর এবার আন্তর্জাতিক মঞ্চে কূটনৈতিক প্রতিনিধি দল পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিল ইসলামাবাদ। সন্ত্রাসবাদের আঁতুড়ঘর হিসেবে পাকিস্তানকে আন্তর্জাতিক স্তরে কোণঠাসা করতে বিশ্বের ৩২টি দেশে শাসক-বিরোধী নির্বিশেষে ৫১ জনের সাতটি প্রতিনিধি দল পাঠাচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকার। আগামী বৃহস্পতিবার ওই দলগুলি রওনা দেবে। ভারতের এই কূটনৈতিক উদ্যোগের জবাবে এবার পাকিস্তানও দেশে দেশে প্রতিনিধি দল পাঠানোর কথা ঘোষণা করেছে।

ভারতের তরফে সর্বদলীয় প্রতিনিধি দলের নেতৃত্বমণ্ডলীর নাম ঘোষণার খানিকটা পরই প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ বিশ্বমঞ্চে পাকিস্তানের অবস্থান তুলে ধরার দায়িত্ব তুলে দেন পিপিপি চেয়ারম্যান তথা দেশের প্রাক্তন বিদেশমন্ত্রী বিলাওয়াল ভুট্টো জারদারির হাতে। তাঁর নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধি দল বিভিন্ন দেশে গিয়ে ভারতের বিরুদ্ধে পালটা ইসলামাবাদের অবস্থান তুলে ধরবে। বেনজির-পুত্রের নেতৃত্বাধীন ওই প্রতিনিধি দলে রয়েছেন পাকিস্তানের আরও দুই প্রাক্তন বিদেশমন্ত্রী হিনা রাব্বানি খার এবং খুররম দস্তোগির খান। রয়েছেন প্রাক্তন বিদেশসচিব জলিল আব্বাস জিলানি। পাকিস্তানের বক্তব্য বিশ্বের সামনে তুলে ধরার দায়িত্ব তাঁর হাতে সঁপে দেওয়ায় প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন বিলাওয়াল।

ভারতে যেভাবে কংগ্রেস সাংসদ শশী থারুর মোদি সরকারের সিদ্ধান্তের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন, খানিকটা সেই সুরেই ফেসবুকে শরিফ সরকারের প্রশংসা করেছেন বেনজির-পুত্র। তিনি লিখেছেন, 'আমি এদিন প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলাম। উনি আমাকে আন্তর্জাতিক মঞ্চে শান্তির জন্য পাকিস্তানের সওয়াল তুলে ধরার জন্য একটি প্রতিনিধি দলকে নেতৃত্ব দেওয়ার অনুরোধ করেন। এই দায়িত্ব নিতে পেরে অত্যন্ত সম্মানিত বোধ করছি আমি। এই কঠিন সময়ে পাকিস্তানের সেবা করতে আমি সংকল্পবদ্ধ।'

তবে শাহবাজ সরকারই নয়, জেনারেল আসিম মুনিরের সেনাবাহিনীও পাকিস্তানকে শান্তিপ্রিয় দেশ হিসেবে তুলে ধরতে চায়। শনিবার পাক সেনার জনসংযোগ দপ্তরের প্রধান লেফটেন্যান্ট জেনারেল আহমেদ শরিফ চৌধুরী বলেন, 'পাকিস্তান হিংসাত্মক দেশ নয়। তারা হিংসা চায় না। বরং শান্তি চায়। সেই কারণেই আমেরিকার মধ্যস্থতায় সংঘর্ষ বিরতিতে রাজি হয়েছে ইসলামাবাদ।'

শরিফ সরকার যেভাবে বিলাওয়ালের নেতৃত্বাধীন প্রতিনিধি দলকে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে, তাকেও সঠিক বলে মনে করছে সেনাবাহিনী। সন্ত্রাসের মদতদাতা দেশের বদলে একটি শান্তিপ্রিয় দেশ হিসেবে বিশ্বের দরবারে পাকিস্তানের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করার সুযোগ এর মাধ্যমে পাওয়া যাবে বলে ধারণা তাঁদের। পাশাপাশি বিলাওয়ালের মাধ্যমে ভুট্টো পরিবারের কূটনৈতিক যোগাযোগের পরম্পরাকেও কাজে লাগানোর পক্ষপাতী পাক সেনা।

ঋণের ১ম কিস্তির আগে ১১ শর্ত ইসলামাবাদকে

নয়াদিল্লি, ১৮ মে : ভারতের তীব্র বিরোধিতা উপেক্ষা করে পাকিস্তানকে বড় অঙ্কের ঋণ মঞ্জুর করেছে আন্তর্জাতিক অর্থ ভাণ্ডার (আইএমএফ)। তবে সেই বরাদ্দের প্রথম কিস্তি ছাড়ার আগে একগুচ্ছ শর্তের কথা ঘোষণা করল আন্তর্জাতিক সংস্থাটি। যার মধ্যে আর্থিক সংস্কারের পাশাপাশি রয়েছে সামরিক বাজেট বরাদ্দে আংশিক রাশ টানার মতো বিষয়। শনিবার আইএমএফের তরফে জানানো হয়েছে, মোট ১১ দফা শর্ত পূরণের বিনিময়ে ঋণের টাকা পাবে পাকিস্তান। সূত্রের খবর, এর আগে আইএমএফের ঋণ পেতে ৫০টি শর্ত পূরণ করতে হয়েছে পাক সরকারকে। এবার তার সঙ্গে যুক্ত হবে নতুন শর্তগুলি। এর মধ্যে রয়েছে আগামী অর্থবর্ষে পাকিস্তানের জাতীয় বাজেট ১৭.৬ ট্রিলিয়ন পাকিস্তানি মুদ্রায় সীমিত রাখা। সেই বাজেট সেদেশের পার্লামেন্টে অনুমোদন করাতে হবে শাহবাজ শরিফের সরকারকে।

এছাড়া বিদ্যুৎ বিল ও ঋণে বাড়তি সারচার্জ আদায়, ৩ বছরের বেশি পুরোনো গাড়ি আমদানির ওপর জারি নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার, ২০২৭-এর মধ্যে দীর্ঘমেয়াদি আর্থিক পরিকল্পনা তৈরি করে তা জনসমক্ষে পেশ করার মতো শর্ত। শুধু তাই নয়, আইএমএফের টাকা যাতে অন্য কোনও খাতে খরচ করা না হয় পাক সরকারের কাছে সেই নিশ্চয়তা চেয়েছে আইএমএফ। এজন্য নির্দিষ্ট সময় অন্তর আইএমএফকে রিপোর্ট পাঠাতে বাধ্য থাকবে ইসলামাবাদ।

ভারতের অপারেশন সিঁদুরে পাক সেনা ও বায়ুসেনার ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। ধাক্কা সামাল দিতে প্রতিরক্ষা বাজেট ১৮ শতাংশ বাড়ানোর কথা ঘোষণা করেছেন প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ। কিন্তু আইএমএফ জানিয়েছে, পাকিস্তান সরকার প্রতিরক্ষা বাজেটে বরাদ্দ গতবারের চেয়ে সর্বাধিক ১২ শতাংশ পর্যন্ত বরাদ্দ বাড়াতে পারে। পহলগাম হামলার পর পাকিস্তানকে ঋণ দেওয়া নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে ভারত। কেন্দ্রের বক্তব্য, পাকিস্তানকে অতীতে বারবার ঋণ ও অনুদান দিয়েছে আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলি। কিন্তু সেই সাহায্য কাজে লাগাতে ব্যর্থ হয়েছে পাকিস্তান। উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের বদলে আন্তর্জাতিক ঋণের একাংশ চলে গিয়েছে সেখানকার সন্ত্রাসবাদী সংগঠনগুলির ভাঁড়ারে। ভারতের আপত্তির পরেই পাকিস্তানের ওপর আইএমএফের নয়া শর্ত আরোপ তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছে কূটনৈতিক মহল।

আইএমএফ-এর শর্ত

- জাতীয় বাজেট ১৭.৬ ট্রিলিয়ন পাকিস্তানি মুদ্রায় সীমিত রাখা
- বিদ্যুৎ বিলে বাড়তি সারচার্জ
- ৩ বছরের বেশি পুরোনো গাড়ি আমদানির ওপর নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার
- ২০২৭-এর মধ্যে দীর্ঘমেয়াদি আর্থিক পরিকল্পনা তৈরি করে তা জনসমক্ষে পেশ করা
- প্রতিরক্ষা বাজেটে বরাদ্দ বৃদ্ধি ১২ শতাংশের মধ্যে রাখতে হবে
- কৃষি আয়কর আইন বাস্তবায়ন
- করদাতার সংখ্যা বৃদ্ধি
- আয়কর আইনে সরলীকরণ
- প্রশাসনিক সংস্কার
- শিল্প পার্কগুলিকে ভরতুকি বন্ধ
- জ্বালানি ক্ষেত্র থেকে বাড়তি কর আদায়

দুর্ঘটনাস্থল থেকে শিশুকে উদ্ধার করেছেন দমকলকর্মীরা। হায়দরাবাদে।

আগুনে মৃত এক পরিবারের ১৭

হায়দরাবাদ, ১৮ মে : আগুনে পুড়ে তেলেঙ্গানার হায়দরাবাদে মৃত্যু হল ১৭ জনের। মৃতরা সবাই একই পরিবারের সদস্য। তাঁদের মধ্যে ৮টি শিশু। ঘটনাটি ঘটেছে পুরাতন হায়দরাবাদের চারমিনার সংলগ্ন গুলজার হাউসে। ক্ষতিগ্রস্ত বাড়িটি থেকে আরও ১৭ জনকে জীবন্ত উদ্ধার করেছেন দমকলকর্মীরা। রবিবার ঘটনাস্থল ঘুরে দেখেন তেলেঙ্গানার মন্ত্রী পুন্নম প্রভাকর। তিনি জানান, মৃতরা এক পরিবারের সদস্য। তাঁদের বয়স ৭০ থেকে ২ বছরের মধ্যে।

রাজ্যের বিপর্যয় মোকাবিলা বিভাগের ডিরেক্টর ওয়াই নাগি রেড্ডি জানিয়েছেন, কৃষ্ণা পার্লস নামে একটি দোকানে প্রথম আগুন লাগে। দোকানটি একটি বহুতলের নীচের তলে অবস্থিত। সেখান থেকে আগুন দ্রুত ওপরের তলগুলিতে ছড়িয়ে পড়ে। দমকলের ১১টি ইঞ্জিন আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। শর্ট সার্কিট থেকে আগুন লেগেছিল বলে প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে। মৃতদের পরিবারের পাশে থাকার আশ্বাস দিয়েছেন তেলেঙ্গানার মুখ্যমন্ত্রী রেবন্ত রেড্ডি। ক্ষতিগ্রস্তদের ২ লক্ষ টাকা আর্থিক সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তিনি। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি হায়দরাবাদের ঘটনায় শোকপ্রকাশ করেছেন।

ট্রাম্প উপদেষ্টার জঙ্গি-যোগ

ওয়াশিংটন, ১৮ মে : আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের পরামর্শদাতাদের তালিকায় রয়েছে ইসমাইল রোয়ার এবং শেখ হামজা ইউসুফ। লরা লুমার নামে এক সাংবাদিকের দাবি, সন্ত্রাসবাদী কাজকর্মের সঙ্গে দীর্ঘদিনের যোগ রয়েছে রোয়ার ও ইউসুফের। তারপরেও

দু'জনকে কীভাবে প্রেসিডেন্টের পরামর্শদাতা কমিটিতে শামিল করা হল, সেই প্রশ্ন তুলেছেন তিনি। লুমার জানিয়েছেন, লস্কর-ই-তৈবার সদস্য রোয়ার পাকিস্তানে গিয়ে প্রশিক্ষণ নিয়েছে। ২০০৪-এ আমেরিকার এক আদালত তাকে ২০ বছরের সাজার নির্দেশ দিয়েছিল। ১৩ বছর জেলে কাটিয়ে ২০১৭-য় ছাড়া পায় রোয়ার। অন্যদিকে প্যালেস্তিনীয় জঙ্গিগোষ্ঠী হামাসের সঙ্গে যুক্ত ইউসুফ।

সংবিধানই সর্বোচ্চ, বার্তা গাভাইয়ের

মুম্বই, ১৮ মে : প্রশাসন বনাম বিচারবিভাগের মধ্যে কার ক্ষমতা বেশি, তা নিয়ে বিতর্কের অবকাশ এখনও হয়নি। অনেক ক্ষেত্রেই সরকারের শীর্ষমহল থেকে দাবি করা হয়, সংসদ বা আইনবিভাগের ক্ষমতা সর্বাধিক। এই বিতর্কের নিষ্পত্তি ঘটিয়ে রবিবার এক অনুষ্ঠানে দেশের প্রধান বিচারপতি বিআর গাভাই বলেছেন, 'বিচারবিভাগ বা শাসনবিভাগ নয়, ভারতের সংবিধানই হল সবার ওপরে। গণতন্ত্রের তিনটি স্তম্ভই সমান। তিনটি স্তম্ভই সংবিধান অনুযায়ী কাজ করে। প্রত্যেককে তাই পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে হবে।' সম্প্রতি দেশের ৫২ তম প্রধান বিচারপতি হিসেবে শপথ নেন বিআর গাভাই।

রবিবার মহারাষ্ট্র ও গোয়ার বার কাউন্সিলের তরফে তাঁকে এদিন সংবর্ধনা দেওয়া হয়। তার পাশাপাশি আইনজীবীদের একটি সম্মেলনেরও আয়োজন করা হয়েছিল। রাষ্ট্রপতি ও রাজ্যপাল বিধানসভায় পাশ হওয়া কোনও বিল অনন্তকাল ফেলে রাখতে পারেন না বলে সম্প্রতি রায় দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। রাষ্ট্রপতি ও রাজ্যপালের জন্য এভাবে সময়সীমা বেঁধে দেওয়ায় অনেকেই সুপ্রিম কোর্টের সমালোচনা করেছেন। বিচারবিভাগের এই অতিসক্রিয়তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন খোদ উপরাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনকরও। তিনি সাফ বলেছেন, সংসদই সর্বোচ্চ। এই অবস্থায় প্রধান বিচারপতির কথা ধনকরের উদ্দেশে বার্তা কি না, তা নিয়ে চর্চা শুরু হয়েছে।

পাকিস্তানে গুলিতে মৃত্যু লস্কর জঙ্গির

ইসলামাবাদ, ১৮ মে : ভারতে তিনটি জঙ্গি হামলার মূলচক্রী সইফুল্লা খালিদ সিন্ধুপ্রদেশে আততায়ীর গুলিতে প্রাণ হারাল। ভারত সরকারের অপারেশন সিঁদুরের পর পাকিস্তানের মাটিতে লস্কর জঙ্গি খালিদের মৃত্যু নয়াদিল্লির কাছে স্বস্তির খবর। একটি সূত্র জানিয়েছে, সইফুল্লা খালিদের নাম ভারতে মোস্ট ওয়ান্টেড জঙ্গির তালিকায় ছিল। ২০০৫ সালে বেঙ্গালুরুতে অনুষ্ঠিত ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেস, ২০০৬-এ নাগপুরে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের সদর দপ্তর ও ২০০৮ সালে রামপুরে সিআরপিএফ ক্যাম্পে জঙ্গি হামলা চালানোর যাবতীয় ছক, সইফুল্লা খালিদের মস্তিষ্কপ্রসূত। বহুদিন থেকে সইফুল্লা নেপালে। সেখান থেকেই সে ভারতে একের পর এক জঙ্গি হামলা চালিয়েছে। নিজের সুবিধার জন্য সইফুল্লা নেপালে বিনোদ কুমার নাম নিয়ে বাস করছিল। নাগমা বানু নামে এক স্থানীয় মহিলাকে বিয়ে করে।

অতি সম্প্রতি সইফুল্লা সিন্ধুপ্রদেশের বাদিল জেলার মাতলিতে চলে যায়। সেখান থেকে লস্কর-ই-তৈবা ও তার শাখা সংগঠন জামাত-উদ-দাওয়ার হয়ে কাজ চালাচ্ছিল। সিন্ধুতে এসে জঙ্গি নিয়োগ ও তহবিল সংগ্রহই ছিল তার কাজ। অনেকের বক্তব্য, পাকিস্তানের মাটিতে সইফুল্লার মৃত্যু আরও একবার প্রমাণ করে দিল পাকিস্তান জঙ্গিদের নিরাপদ আশ্রয়। সইফুল্লা খালিদকে কে বা কারা মেরেছে তা জানা যায়নি।

আজ ত্রিদেশীয় সফরে জয়শংকর

নয়াদিল্লি, ১৮ মে : সোমবার ত্রিদেশীয় সফরে যাচ্ছেন বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকর। কেন্দ্রীয় সরকারের কৌশলগত কূটনৈতিক মিশনের লক্ষ্যে বিদেশমন্ত্রীর এই সফর ছ'দিনের। রবিবার সাউথ ব্লকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, জয়শংকর নেদারল্যান্ডস, ডেনমার্ক ও জার্মানি যাচ্ছেন। সফরকালে বিদেশমন্ত্রী তিন দেশের নেতৃত্বের সঙ্গে দেখা করে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কে পারস্পরিক স্বার্থের দিকটি নিয়ে আলোচনা করবেন। বাণিজ্য, প্রযুক্তি, মানুষে মানুষে সম্পর্কের সহযোগিতা নিয়েও আলোচনা হবে।

গোরুর গাড়ির দৌড় প্রতিযোগিতা। কর্নাটকের চিকমাগালুরে রবিবার। -পিটিআই

জেল খাটা নেতাদের সামনের সারিতে নয়

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

লক্ষ্য, দলের স্বচ্ছ ভাবমূর্তি

কলকাতা, ১৮ মে : আগামী বছর বিধানসভা ভোটের আগে দলের ভাবমূর্তি স্বচ্ছ রাখতে মরিয়া তৃণমূল। সেই কারণেই 'জেল খাটা' দাপুটে তৃণমূল নেতাদের সামনের সারিতে আনতে চাইছেন না দলের শীর্ষ নেতৃত্ব। বীরভূম জেলা তৃণমূলের এক সময়ের সভাপতি অনুব্রত মণ্ডল বা উত্তর ২৪ পরগনা জেলা তৃণমূলের শীর্ষ নেতা জ্যোতিপ্রিয় মল্লিককে দলের কর্মসূচির সামনের সারিতে না থাকার নির্দেশ দিয়েছেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এমনকি, দলের কোর কমিটির সদস্য থাকলেও অনুব্রত মণ্ডলকে দলের কোনও কর্মসূচি না ডাকতেও এদিন তাঁকে ফোন করে জানিয়ে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

বিধানসভা ভোটের আগে দলের ভাবমূর্তি স্বচ্ছ রাখতে অনেক টালবাহানার পর অভিষেকের সুপারিশ মেনেই দলে রদবদল করা হয়েছে। সেখানেই স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে, 'অভিযুক্ত' নেতাদের আর প্রথম সারিতে রাখতে চান না দলের সেকেন্ড ইন কমান্ড। সেই মনোভাবে সায় দিয়েছেন দলনেত্রী।

খবর, কয়েকটি জেলায় এখনও জেলা সভাপতি পদে কোনও নাম ঘোষণা করা হয়নি। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য, দার্জিলিং (সমতল) সাংগঠনিক জেলায় সভাপতি পদ। সোমবার তিনদিনের উত্তরবঙ্গ সফরে যাচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী। রবিবারই বীরভূম জেলা তৃণমূলের কোর কমিটির বৈঠক বসেছিল। বৈঠক চলাকালীন অনুব্রতকে ফোন করে কোনও কর্মসূচি না ডাকার নির্দেশ দেন মমতা। দলের কোর কমিটি যাবতীয় সিদ্ধান্ত নেবে বলেই অনুব্রতকে জানিয়ে দেন মমতা। একইভাবে উত্তর ২৪ পরগনা জেলা তৃণমূলের কর্মসূচিতেও প্রথম সারিতে না থাকতে জ্যোতিপ্রিয় মল্লিককে নির্দেশ দিয়েছেন মমতা। জেল থেকে ছাড়া পাওয়ার পর জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের মন্ত্রিত্ব ফিরে পাওয়া নিয়ে জল্পনা চলছে। কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতি যে দিকে এগোচ্ছে, তাতে তাঁর মন্ত্রীসভায় ঠাঁই পাওয়া নিয়ে সংশয় রয়েছে। এদিন অনুব্রত অবশ্য দাবি করেন, 'তৃণমূল ছাড়লে আমাকে জেল খাটতে হত না। অনেক আগেই এমপি বা এমএলএ হতে পারতাম। পদ না পেলে আমার অম্বল হয়ে যাবে, এমন ধরনের মানুষ আমি নই। পদ নিয়ে চিন্তাভাবনা করি না। মানুষের সঙ্গে থাকাটাই আমার কাজ। জেল যখন খেটেছি, অন্য দলে যাব না।'

পদ নিয়ে চিন্তাভাবনা করি না। মানুষের সঙ্গে থাকাটাই আমার কাজ। জেল যখন খেটেছি, অন্য দলে যাব না।
অনুব্রত মণ্ডল

কড়া তৃণমূল

- অনুব্রত মণ্ডল ও জ্যোতিপ্রিয় মল্লিককে কোনও কর্মসূচিতে না ডাকার নির্দেশ
- দলীয় কর্মসূচিতে সামনের সারিতে নয় অভিযুক্তরা
- গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব কোনওভাবেই সামনে আসা যাবে না
- গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব হলে অভিযুক্তদের সঙ্গে সঙ্গে পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হবে।

চাকরিহারাদের তলব পুলিশের

রিমি শীল

কলকাতা, ১৮ মে : বিকাশ ভবনের সামনে পুলিশ ও শিক্ষকদের মধ্যে সংঘর্ষের পরিস্থিতির পর শিক্ষকদের একাংশকে থানায় তলব করল পুলিশ। তাঁদের বিরুদ্ধে বিধাননগর উত্তর থানায় সরকারি সম্পত্তি ভাঙচুর, সরকারি কর্মীদের কাজে বাধা দেওয়া, পুলিশকে মারধর সহ একাধিক ধারায় অভিযোগ এনে মামলা দায়ের করা হয়েছে। সোমবার থেকে তাঁদের থানায় হাজিরা দিতে বলা হয়েছে। আন্দোলনকারীরা ইতিমধ্যেই বিষয়টি নিয়ে আইনজীবীদের পরামর্শ নেওয়া শুরু করেছেন।

শনিবার চাকরিহারাদের কর্মসূচিতে পড়ুয়ারা হাজির ছিল। এই বিষয়ে বিধাননগর পুলিশ কমিশনারেটের কাছে তিনদিনের মধ্যে রিপোর্ট চেয়ে পাঠিয়েছে রাজ্য শিশু সুরক্ষা কমিশন। কমিশনের বক্তব্য, শিশুরা কোনওভাবেই কোনও আন্দোলনের অংশ হতে পারে না। যারা ওই কর্মসূচিতে ছিল তাদের বয়সসীমা ও কাদের মাধ্যমে তারা অংশ নিল তা জানতে চাওয়া হয়েছে।

রবিবারও যোগ্য শিক্ষক-শিক্ষিকা অধিকার মঞ্চের তরফে একাধিক কর্মসূচি করা হয়। দৃষ্টিহীন ও বিশেষভাবে সক্ষম শিক্ষকরা এদিন বিকাশ ভবনের সামনে এসে নিজেদের সংগ্রামী জীবনের কথা তুলে ধরেন।

বৃহস্পতিবারের ঘটনার পর একের পর এক শিক্ষকের কাছে নোটিশ পাঠিয়ে হাজিরা দিতে বলে পুলিশ। হাজিরা না দিলে গ্রেপ্তার করার হুঁশিয়ারিও দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ। চাকরিহারা শিক্ষক বৃন্দাবন ঘোষ বলেন, 'ওইদিন বিশাল জমায়েতের জেরে জিনিসপত্র ভেঙেছে। শিক্ষকদের হেনস্তার জন্যই হাজিরা দিতে বলা হয়েছে। এখনও

রিপোর্ট চাইল কমিশন

পর্যন্ত ৫ থেকে ৬ জন শিক্ষককে নোটিশ পাঠানো হয়েছে বলে জেনেছি। সংখ্যাটা আরও বেশি হতে পারে। ১৯ ও ২১ মে বিধাননগর উত্তর থানায় হাজিরার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।' চিন্ময় মণ্ডল বলেন, 'এভাবে নতুন নতুন ধারায় মামলা, আলাদা করে ডাকার কারণ কী? আমাদের আঘাত করা হয়, আবার আমাদের বিরুদ্ধে মামলা হল।' সূত্রের খবর, ১৫ জন আন্দোলনকারীকে চিহ্নিত করেছে পুলিশ। এদিন কুণাল ঘোষ বলেন, 'অশান্তি করতে গিয়ে রাজ্য সরকারের রিলিফই না বন্ধ হয়ে যায়।'

কালি মেখে প্রতিবাদ টেট উত্তীর্ণদের

কলকাতা, ১৮ মে : নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি জারির দাবিতে মুখে কালি মেখে প্রতিবাদ জানালেন ২০২২ সালের টেট উত্তীর্ণ চাকরিপ্রার্থীরা। শুক্রবার থেকে তাঁরা কলেজ স্কোয়ারের সামনে অবস্থান বিক্ষোভে বসেছেন। শনিবার সেখানে তাঁরা 'বেকার মেলার' আয়োজন করেন। রবিবার সেখানেই হাতে পোস্টার ও মুখে কালি মেখে প্রতিবাদ জানাতে থাকেন তাঁরা।

তাঁদের দাবি, ২০২২ সালে পরীক্ষার পর তিন বছর কেটে গিয়েছে, কিন্তু এখনও নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়নি। যে কলম তাঁরা শিক্ষকতার কাজে ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন, তা তাঁদের কাছে এখন লজ্জার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই এদিন মুখে কালি মেখে প্রতিবাদ করছেন তাঁরা।

চাকরিপ্রার্থী মোহিত করাতি বলেন, '৫০ হাজার শূন্যপদে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ প্রসঙ্গে শিক্ষা দপ্তর জানাচ্ছে, মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ না পেলে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদে পাঠানো যাবে না। তাই এবার বিজ্ঞপ্তি জারি না করলে প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ সহ শিক্ষা দপ্তর ঘেরাওয়ের ডাক দেওয়া হবে।'

নদী কমিশন নিয়ে কেন্দ্রকে চিঠি

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৮ মে : ভারত-ভুটান নদী কমিশন নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারকে চিঠি দিচ্ছে রাজ্য সরকার। উত্তরবঙ্গের বিস্তীর্ণ এলাকায় বন্যা নিয়ন্ত্রণে ভারত-ভুটান নদী কমিশন অত্যন্ত জরুরি বলে বারবার দাবি উঠেছে। এই নিয়ে বিধানসভাতেও প্রস্তাব আনা হয়েছিল। বিধানসভার অধ্যক্ষ এই নিয়ে বিজেপি বিধায়কদেরও দাবি জানাতে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে দরবার করার অনুরোধ জানিয়েছিলেন। তখনই ঠিক করা হয়েছিল, যৌথ প্রতিনিধিদল কেন্দ্রীয় জলসম্পদ মন্ত্রকের কাছে দরবার করবে। কিন্তু বিজেপি বিধায়করা পরবর্তীকালে প্রতিনিধিদলে যোগ দেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেননি। বিধানসভার শীতকালীন অধিবেশনে সিদ্ধান্ত হয়েছিল, রাজ্য সরকারের প্রতিনিধিদলই সেখানে যাবে। সেই মতো সেচমন্ত্রী মানস ভুঁইয়াকে দায়িত্বও

উত্তরবঙ্গের বন্যা নিয়ন্ত্রণে উদ্যোগ

দিয়েছিলেন বিধানসভার অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়। ভারী বর্ষার কারণে উত্তরবঙ্গের বিস্তীর্ণ এলাকায় নদীর জলস্তর অনেক বেড়ে গিয়েছে। এই পরিস্থিতিতে ভারত-ভুটান নদী কমিশন দ্রুত কার্যকর করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে দাবি জানাবে রাজ্য।

বিধানসভার অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'ইন্দো-ভুটান নদী কমিশনের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে বলেই আমরা বিধানসভা থেকে সর্বদলীয় প্রতিনিধিদল পাঠাতে চেয়েছিলাম। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে বিজেপি বিধায়করা এই ব্যাপারে সম্মতি জানাননি। এটা অত্যন্ত দুঃখজনক। আমরা চেয়েছিলাম, রাজ্যের উন্নয়নের জন্য সকলে একসঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে দরবার করুক। কিন্তু সেটা হল না।' রাজ্যের পরিষদীয় মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'ইন্দো-ভুটান নদী কমিশন অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই নিয়ে উদ্যোগ নিয়েছেন। আমরা কেন্দ্রের কাছে এই দাবি জানাব।' আলিপুরদুয়ারের বিধায়ক সুমন কাঞ্জিলাল বলেন, 'ইন্দো-ভুটান নদী কমিশন রাজ্য সরকার করতে পারবে না। এটা আন্তর্জাতিক বিষয়। কেন্দ্রীয় সরকারকে হস্তক্ষেপ করার জন্য বিধানসভায় প্রস্তাব পাশ হয়েছে। রাজ্য সরকার এই কমিশন গঠনে অত্যন্ত আগ্রহী। কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে এই দাবিও জানানো হচ্ছে।'

■ ৪৬ বর্ষ ■ ১ সংখ্যা, সোমবার, ৪ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩২

সমস্যার শিকড় গভীরে

প্রায় ২৬০০০ শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীর চাকরি বাতিলের বিষয়টি ক্রমে চলে যাচ্ছে বিশবাঁও জলে। অনেকে ভেবেছিলেন, প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি সঞ্জীব খান্না তাঁর কর্মজীবনের শেষদিনে এই মামলায় এসএসসি'র রিভিউ পিটিশন শুনবেন। বাস্তবে তা হয়নি। এরপর কোন বেঞ্চে ও কবে শুনানি হবে, তা এখনও অনিশ্চিত। তবে ভারত-পাকিস্তান উত্তেজনার আবহেও চাকরিহারা শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীরা ফের সংবাদ শিরোনামে এসেছেন আন্দোলনে শামিল হওয়ায়।

বিকাশ ভবনের সামনে তাঁদের ওপর লাঠিচার্জ হয়েছে। রক্তাক্ত হয়েছে রাজপথ। যদিও তৃণমূলের ভাষায়, সেসব নাটক। সরকারি দলের এমন প্রতিক্রিয়ায় প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক যে, ২০১৬ সালের প্যানেল বাতিল নিয়ে হাজার হাজার শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীর এই বিক্ষোভ-আন্দোলনের শেষ কোথায়? প্রথমে আসে যোগ্যদের প্রসঙ্গ। ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত স্কুলে শিক্ষকতার অনুমতি, বেতনের নিশ্চয়তা সত্ত্বেও ১৫৪০৩ যোগ্য শিক্ষক কেন আন্দোলনে?

প্রথম কারণ, তাঁদের শিক্ষকতার ছাড়পত্র ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত। দ্বিতীয় কারণ, ফের নিয়োগ পরীক্ষায় বসতে হবে তাঁদের। শিক্ষকরা এর কোনওটিই চাইছেন না। তাঁরা সংগতভাবেই প্রশ্ন তুলেছেন, এসএসসি'র ভুলের মাশুল তাঁরা কেন গুনবেন? বরং রিভিউ পিটিশন করার আগে তাঁদের সঙ্গে সরকার কথা বলুক- এটা তাঁদের দাবি। সেই দাবির নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত এসএসসি'র নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশে আপত্তি আছে আদালতের রায়ে যোগ্য শিক্ষকদের।

চাকরির নিশ্চয়তা এবং ফের পরীক্ষা না দেওয়া- এই দুটো তাঁদের প্রধান দাবি। যদিও গত ৩ এপ্রিল সুপ্রিম কোর্ট ২৫,৭৫৩ জনের চাকরি বাতিলের নির্দেশ বহাল রাখলে মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন, একজনেরও চাকরি যাবে না। তা নিশ্চিত করতে তাঁর প্ল্যান এ, বি, সি, ডি, ই ইত্যাদি প্রস্তুত আছে। রাজ্য কিন্তু আন্দোলনকারীদের সঙ্গে কথা না বলে রিভিউ পিটিশন দাখিল করেছে।

আইনজ্ঞরা অবশ্য মনে করছেন, রিভিউ পিটিশন করে কিছু লাভ হবে না। যেখানে পুরো নিয়োগ প্রক্রিয়াই কারচুপিতে ভরা, সেখানে রায় পুনর্বিবেচনার সুযোগ নেই। অথচ মুখ্যমন্ত্রী বলছেন, ডিসেম্বরের মধ্যে তিনি সব সমস্যার সমাধান করে দেবেন। সুপ্রিম কোর্ট গ্রুপ সি, গ্রুপ ডি শিক্ষাকর্মীদের বিষয়ে কিন্তু কোনও উচ্চবাচ্য করেনি, মুখ্যমন্ত্রী তাই চাকরিচ্যুত গ্রুপ সি কর্মীদের জন্য মাসে ২৫০০০ এবং গ্রুপ ডি কর্মীদের জন্য মাসে ২০০০০ টাকা ভাতা ঘোষণা করে দিয়েছেন।

তাঁর যুক্তি, ডানলপ বন্ধের পর থেকে রাজ্য যেমন কর্মীদের মাসে দশ হাজার টাকা করে দেয়, তেমনি সমস্যা না মেটা পর্যন্ত শিক্ষাকর্মীরা ভাতা পাবেন। মানবিকতার দৃষ্টি থেকে দেখলে মুখ্যমন্ত্রীর প্রয়াস নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। কিন্তু দেশের আইনকানুন তো আছে। ১৭ এপ্রিলের রায়ে সুপ্রিম কোর্ট জানিয়েছে, এসএসসি'র ২০১৬ প্যানেলে শিক্ষাকর্মী নিয়োগে আগাগোড়াই দুর্নীতি হয়েছে।

প্রশ্ন উঠেছে, সর্বোচ্চ আদালতের এই রায়ের পর মুখ্যমন্ত্রী শিক্ষাকর্মীদের জন্য মাসিক ভাতা ঘোষণা করেন কোন আইনে? সেটা আদালতের অবমাননা হবে না তো? আইনজ্ঞদের বক্তব্য, আদালতের নির্দেশে চাকরিচ্যুতদের জন্য মুখ্যমন্ত্রী এভাবে সরকারি অর্থ খরচ করতে পারেন না। দ্বিতীয়ত, যদি একটি ক্ষেত্রে এমন মাসোহারার ব্যবস্থা হতে পারে, তাহলে বাকি চাকরিচ্যুতদের জন্য নয় কেন?

বস্তুত অযোগ্য চিহ্নিত শিক্ষকদের একাংশও ইতিমধ্যে দাবি তুলেছেন, তাঁদের জন্যও মুখ্যমন্ত্রী ভাতা ঘোষণা করুন। তাঁদের বক্তব্য, কীসের ভিত্তিতে তাঁদের দাগি তকমা দেওয়া হচ্ছে, তা স্পষ্ট নয়। ওএমআর সংক্রান্ত যে সমস্যার কথা বলা হচ্ছে, তারও নির্দিষ্ট প্রমাণ নেই। আপাতত রিভিউ পিটিশনের দিকে তাকিয়ে সব পক্ষ। কিন্তু সমস্যার শিকড় অনেক গভীরে।

মুখ্যমন্ত্রী চাইলেও চটজলদি কোনও সমাধান সম্ভব নয়। তাই ধরে নেওয়া যায়, ছাব্বিশের বিধানসভা নির্বাচনে শাসক-বিরোধী দু'পক্ষের কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রচারের বিষয় হয়ে উঠতে পারে ছাব্বিশ হাজার চাকরি বাতিল।

অমৃতধারা

আত্ম-অনুসন্ধান বেদান্তের মূল ভিত্তি। এই ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে প্রত্যেক বৈদান্তিককে তন্নতন্ন করে, নিজেকে ছিন্নভিন্ন করে, মনকে ব্রহ্মসমুদ্রে ও নিত্য ধ্যানে, বিচারে লীন করতে হবে। হারাতে হবে নিজের সব কিছুকে। সব হারিয়ে সব ফিরে পাওয়া। এ যেন সমুদ্রের গর্ভে বেপরোয়াভাবে মরণঝাঁপ। সমুদ্র ফিরিয়ে দেবে চৈতন্যময় মৃতদেহটি, অমরতার বরে ভরপুর। আত্মা না হওয়া পর্যন্ত আত্মতুষ্টির স্থান নেই এই পথে। চাই বিচার, ভক্তি, বিশ্বাস, সাহস, অদম্য কর্মশক্তি, প্রেম। সর্বসংস্কারমুক্ত মনে কাণ্ডকারখানাই- অবতারতত্ত্ব বা ঈশ্বরতত্ত্ব। সবার প্রতি আমার শেষ কথা-সবাই সবাইকে ভালোবাসতে শেখ-প্রেম, প্রেম আর শুধুই প্রেম।

- ভগবান

দুনিয়াজুড়ে ভোটযুদ্ধে ট্রাম্প-প্রভাব

কোথাও মার্কিন ঘনিষ্ঠতা ভোটের বাজারে ডিভিডেন্ড দেয়, কোথাও আবার মার্কিন বিরোধিতাই ভোটে ম্যাজিক-মন্ত্র।

অতনু বিশ্বাস

দুনিয়ার রাজনীতি এবং দুনিয়াজুড়ে বিভিন্ন দেশের ভোটে আমেরিকার এবং মার্কিন প্রেসিডেন্টের আর সার্বিকভাবে বিবিধ মার্কিন নীতির যে একটা প্রভাব দীর্ঘদিন ধরেই আছে, এমনকি পরোক্ষভাবে হলেও, সে বিষয়ে সন্দেহের কোনও অবকাশ থাকার কথা নয়। কোথাও মার্কিন দেশের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা ভোটের বাজারে ডিভিডেন্ড দেয়, কোথাও আবার মার্কিন বিরোধিতাই ভোটের ময়দানে ম্যাজিক-মন্ত্র। কিন্তু দ্বিতীয় পর্বের প্রেসিডেন্সিতে ডোনাল্ড ট্রাম্প আর সেই ট্রাম্প ২.০-র আমেরিকা বোধহয় বৈশ্বিক প্রভাবে ছাপিয়ে গিয়েছে আগেকার আমেরিকাকে।

ট্রাম্প কিন্তু তাঁর এই প্রভাব বিস্তার করা শুরু করেছেন ভোটে জিতেই জানুয়ারির ২০ তারিখ তাঁর দ্বিতীয় প্রেসিডেন্সির জন্য শপথগ্রহণের আগে থেকেই। কারণ, ওভাল অফিসের দায়িত্বভার নেওয়ার আগে থেকেই ট্রাম্প ডেনমার্ক নিয়ন্ত্রিত স্বশাসিত অঞ্চল গ্রিনল্যান্ডকে আমেরিকার অন্তর্ভুক্ত করার কথা বলছিলেন। এমনকি প্রয়োজন হলে বলপ্রয়োগ করেও তিনি গ্রিনল্যান্ড দখল করতে চান, এমন ইঙ্গিত বারবার দিয়েছেন ট্রাম্প।

গ্রিনল্যান্ডের সাম্প্রতিক ভোটে এর ফলাফল কিন্তু বলার মতো। বলাই বাহুল্য গ্রিনল্যান্ডবাসীরা ট্রাম্পের এই আগ্রাসী মনোভাবকে পছন্দ করেননি বড় একটা। ফলে নির্বাচনে জিতল একটা মধ্যপন্থী দল, যারা ডেনমার্ক থেকে পর্যায়ক্রমে গ্রিনল্যান্ডের স্বাধীনতার পক্ষপাতী। বোঝাই যাচ্ছে, সংখ্যাগরিষ্ঠ গ্রিনল্যান্ডবাসী সেটাকেই মনে করেছেন ট্রাম্পের আগ্রাসনের সঙ্গে যুঝবার পক্ষে সবচাইতে উপযোগী পরিস্থিতি। জয়ী দলের নেতা হান্স-ফ্রেডেরিক নিয়েলসেন বারবার ট্রাম্পকে আক্রমণ করেছেন, তাঁকে বলেছেন গ্রিনল্যান্ডের রাজনৈতিক স্বাধীনতার পক্ষে 'হুমকি'।

তারপর এপ্রিলের শেষে হল কানাডার অকালনির্বাচন। সে কিন্তু একটা ঐতিহাসিক ভোট। সে ভোটও একেবারে ট্রাম্পময়। ভোটের তিন-সাড়ে তিন মাস আগেও জনমত সমীক্ষায় কানাডার তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো এবং তাঁর দল লিবারেল পার্টির ভরাডুবি প্রায় নিশ্চিত দেখাচ্ছিল। জানুয়ারির মাঝামাঝি নাগাদ ন্যানোস নামক এক সংস্থার করা প্রাক-নির্বাচনি সমীক্ষায় দেখা গেল বিরোধী দল কনজারভেটিভ পার্টির পক্ষে সমর্থন ৪৭ শতাংশ আর শাসক লিবারেল পার্টির পক্ষে জনসমর্থন মাত্র ২০ শতাংশ। অন্যান্য সংস্থার করা সমীক্ষার ফলেও মোটামুটি একই ছবি।

কিন্তু কুর্সিতে বসার আগে থেকেই ট্রাম্প কানাডাকে আমেরিকার ৫১তম রাজ্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করার ইচ্ছা প্রকাশ করে বসলেন প্রবলভাবে। বারবার। তৎকালীন কানাডিয়ান প্রধানমন্ত্রীকে বারবার 'গভর্নর ট্রুডো' হিসেবে ব্যঙ্গ করতে থাকলেন। তার ওপর তো গোটা দুনিয়ার সঙ্গেই শুরু করলেন তাঁর শুল্ক-যুদ্ধ। আমেরিকা-কানাডা-মেক্সিকোর মধ্যের বাণিজ্য চুক্তিকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে কানাডার ওপর শুল্ক চাপিয়ে দিলেন চড়া হারে। এসবের ফলশ্রুতিতে মারাত্মক চটল কানাডিয়ান জনতা। প্রবলভাবে উজ্জীবিত হল তাদের জাতীয়তাবোধ। ইতিমধ্যে ট্রুডোর জায়গায় কানাডার লিবারেল পার্টির নেতা এবং প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন মার্ক কারনি। ভোটের বাজারে কানাডিয়ানদের জাতীয়তাবোধকে আরও উসকে দিতে পারলেন কারনি। আমেরিকার রিপাবলিকান পার্টি এবং ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে কানাডার কনজারভেটিভ দলের নেতা পিয়ের পয়লিয়েভর এবং তাঁর নেতৃত্বাধীন দলের আদর্শগত মিল এবং সংযোগ সুবিদিত। এক, তীব্র ট্রাম্প বিরোধিতার আবহে এবং কানাডিয়ান জাতীয়তাবাদের উতল হাওয়ায় মুছে গেল ২০-২৫ শতাংশ বা তারও বেশি জনসমর্থনের ব্যবধান। উলটে এপ্রিলের ২৮ তারিখের ভোটে লিবারেলরাই পেল কনজারভেটিভদের থেকে আড়াই শতাংশ বেশি ভোট। যে পয়লিয়েভরের কানাডার প্রধানমন্ত্রী হওয়াটা মাস কয়েক আগেও ছিল প্রায় নিশ্চিত, ট্রাম্পের প্রভাবে এক ঘোলা জলের তীব্র আবর্তে তা ভেঙেচুরে হল একাকার। মোট কথা, কানাডার ভোটে ট্রাম্প-এফেক্ট যেভাবে কনজারভেটিভ পার্টিকে নিশ্চিত জয় থেকে টেনে নামিয়ে তাদের ভরাডুবি ঘটিয়েছে তা ভবিষ্যতে ভোট বিশেষজ্ঞদের পর্যালোচনায় এবং পলিটিকাল সায়েন্সের ক্লাসেও নানাভাবে উদাহরণ হিসেবে উল্লিখিত হবে।

যাই হোক, গ্রিনল্যান্ড কিংবা কানাডার ভোটপর্ব ট্রাম্পের ছায়ার নীচে গ্রহণে ঢাকা পড়া হয়তো স্বাভাবিকই ছিল, কারণ এদেরকে আমেরিকার অংশ করতে চেয়ে ট্রাম্প এদের জাতীয়তাবোধকে জাগিয়ে দিয়েছেন। একটা বড় অংশের মানুষ তাই ট্রাম্পবিরোধী হয়ে পড়েছেন। তাই যে পার্টি বা নেতার আমেরিকায় ট্রাম্প কিংবা তার দলের সঙ্গে মাখামাখি বা নীতিগত সংযোগ অথবা সাদৃশ্যও রয়েছে, তারা বিরাগভাজন হচ্ছেন জনগণের দরবারে। এমন ছবি কিন্তু দেখা যাচ্ছে এ গ্রহের অন্যত্রও।

যেমন অস্ট্রেলিয়া। অস্ট্রেলিয়ার ভোট হল মে মাসের ৩ তারিখ। সেখানেও কিন্তু ক্ষমতাসীন লেবার পার্টি এবং প্রধানমন্ত্রী অ্যান্টনি অ্যালবানিজ ক্রমশ জনপ্রিয়তা হারাচ্ছিলেন নানাবিধ কারণে। ডিসেম্বর নাগাদই স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল যে বিরোধী জোট লিবারেল-ন্যাশনাল কোয়ালিশন বা এককথায় 'কোয়ালিশন' এগিয়ে আছে জনসমর্থনে। কিন্তু হঠাৎই যেন নেপথ্যে থেকেও রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূত হলেন ট্রাম্প। দুনিয়াজুড়ে বাণিজ্য-যুদ্ধ নিয়ে তাঁর আগ্রাসন স্পষ্ট করলেন সুদূর ওয়াশিংটন, ডিসি-তে বসে। এবং বিরোধী নেতা পিটার ডাটন যদিও কোনওভাবেই ট্রাম্পের 'ক্লোন' রূপ ছিলেন না, কিন্তু ট্রাম্প ঘরানার রাজনীতি এবং ভাবমূর্তি থেকে তিনি নিজেকে বিচ্ছিন্ন করতে পারলেন না কিছুতেই। বিরোধীরাও তাঁকে জুড়তে চেয়েছেন ট্রাম্প ঘরানার সঙ্গে। ফলশ্রুতিতে ভোটে তাঁর ভরাডুবি হল। পুনর্নির্বাচিত হলেন অ্যালবানিজ এবং তাঁর দল।

দুনিয়ার অন্যত্রও কিন্তু নির্বাচনে ট্রাম্পের প্রভাব স্পষ্ট অনুভূত হচ্ছে। যেমন সিঙ্গাপুরেও ভোট হয়েছে মার্চের ৩ তারিখ। সেখানে যদিও ৬৬ বছর ধরে ক্ষমতাসীন শাসকদল পিপলস অ্যাকশন পার্টির জয় নিয়ে কোনও সংশয় ছিল না, ভোটাররা কিন্তু আবার বিপুলভাবে জয়ী করেছে তাদের। আসলে ট্রাম্প ঘোষিত অতি চড়া শুল্কহারের ফলে দুনিয়াজুড়ে সম্ভাব্য অর্থনৈতিক অস্থিরতার প্রেক্ষিতে নিজেদের দেশে রাজনৈতিক স্থিতিতাকেই বেছে নিয়েছে মানুষ। অর্থাৎ প্রকারান্তরে ডোনাল্ড ট্রাম্প ভোটে একটা নির্ণায়ক বিষয় হয়ে উঠছে অনেক দেশেই।

সামনেই ভোট রয়েছে দক্ষিণ কোরিয়াতে। ভোট আছে জাপানের সংসদের উচ্চকক্ষেরও। এসব ভোটের ক্ষেত্রে এবং আগামীদিনে আরও অনেক দেশে ট্রাম্পের শুল্ক, তার অর্থনৈতিক প্রভাব, কোন নেতা ট্রাম্প প্রশাসনের সঙ্গে ভালো করে দরদস্তুর করতে পারবেন, কোন নেতার নীতি বা কথাবার্তা ট্রাম্পের মতো, এসবের প্রভাব গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে।

ওপরের আলোচনায় মনে হতে পারে যে, সাম্প্রতিক অতীতে যখন বিশ্বব্যাপী অ্যান্টি-ইনকামবেন্সি অর্থাৎ ক্ষমতাসীনের বিরোধিতা করার মনোভাব এবং রক্ষণশীলতার জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পাচ্ছিল বেশ চড়া মাত্রায়, ট্রাম্পের প্রভাবে কিন্তু উলটে একটা সামাজিক-গণতান্ত্রিক রাজনীতির পুনরুজ্জীবনের ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে, যা মধ্যপন্থী এবং বামপন্থী জোটগুলিকে পুনরুজ্জীবিত করছে। সেই সঙ্গে ভোটাররা ভূ-রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক উভয় ক্ষেত্রেই বেছে নিচ্ছেন স্থিতিশীলতা। এর অর্থ কি এটাই যে ট্রাম্প এবং ট্রাম্পবাদ বিশ্বজুড়ে এতটাই সমর্থন হারিয়েছে যে ট্রাম্পের বাণিজ্য-যুদ্ধ এবং অন্যান্য নীতির আবর্তে ট্রাম্পবিরোধী দৃষ্টিকোণ এবং বক্তব্য অন্য দেশেও নির্বাচনে জয়লাভের জন্য অপরিহার্য হয়ে উঠেছে?

তলিয়ে দেখলে বোঝা যাবে যে, সেটাও কিন্তু ঠিক নয়। এজন্য আমাদের নিতে হবে আরও দুটো উদাহরণ। প্রথমটা হল ফেব্রুয়ারির জার্মানির ভোট। সে ভোটে অতি দক্ষিণপন্থী এবং ট্রাম্প-ঘনিষ্ঠ দল এএফডি-র ফল হয়েছে নজরকাড়া। এএফডি তাদের সর্বকালের সেরা ফল করেছে এই ভোটে। না জিতলেও হয়ে উঠেছে এক প্রধান শক্তি। আর দ্বিতীয় উদাহরণটা রোমানিয়ার। সম্প্রতি সেখানকার প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের প্রথম পর্যায়ের ভোটে জিতেছেন ট্রাম্প-ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত অতিজাতীয়তাবাদী নেতা জর্জ সিমিয়ন। সিমিয়ন নিজেকে বর্ণনা করেছেন ট্রাম্পের স্বাভাবিক বন্ধু হিসেবে। ট্রাম্পের 'মেক আমেরিকা গ্রেট এগেন'-এর স্টাইলে ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের পুনর্গঠন করতে চেয়েছে সিমিয়ন।

জার্মানি এবং রোমানিয়ার ভোট বোঝাচ্ছে, ট্রাম্প-ঘনিষ্ঠ হলে ভোটে হারতে হবে, বিষয়টার এতটা অতিসরলীকরণ সম্ভব নয়। উচিতও নয়। আসলে প্রতিটা দেশের পরিস্থিতি ভিন্ন ভিন্ন। ভিন্ন তাদের ভোটারদের আশা-আকাঙ্ক্ষা এবং মানসিকতা। এবং নেতারা ভোটের প্রচারে জনগণকে কীভাবে উদ্বুদ্ধ করতে পারলেন, সেটাও সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। তবে একটা বিষয় নিশ্চিতভাবেই বলা যায়, ডোনাল্ড ট্রাম্পের শুল্ক-যুদ্ধ এবং তাঁর বিবিধ নীতি এবং কথাবার্তার প্রভাব পৃথিবীর নানা দেশের অন্তর্বর্তী রাজনীতিতে এতটাই পড়েছে যা নিয়ন্ত্রক হয়ে উঠতে পারে অনেক দেশের ভোটে। নিয়ন্ত্রক, তবে তার প্রভাব কিন্তু হতে পারে যে কোনও দিকেই। স্মরণকালের মধ্যে অন্য কোনও মার্কিন প্রেসিডেন্ট কি এমন ছাপ ফেলতে পেরেছেন বিশ্ব রাজনীতিতে?

(লেখক ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনস্টিটিউটের অধ্যাপক)

আজ

১৯০৮

আজকের দিনে জন্ম বিশিষ্ট সাহিত্যিক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের।

১৯৯৭

আজকের দিনে প্রয়াণ কিংবদন্তি নাট্যব্যক্তিত্ব শম্ভু মিত্রের।

আলোচিত

বিরাট কোহলি ওঁর জমানার বড় খেলোয়াড়। আমি বোঝানোর চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু ওঁর সিদ্ধান্তকে সম্মান জানানো উচিত। আসলে এদেশে ছেড়ে যাওয়াকে সবসময় সমাদর করা হয় না। কিন্তু বিরাট সঠিক সময়ই বেছে নিয়েছে। এটাই একজন অসাধারণ খেলোয়াড়ের অভিজ্ঞান।

- সঞ্জয় বাঙ্গার

ভাইরাল/১

মুম্বইয়ের জুহুতে তাঁর বাংলো 'জলসা'র বাইরে এসে অমিতাভ বচ্চন সবার দিকে হাত নাড়তেই ফ্যানরা কুপোকাত। মোবাইলে তোলা সেই ভিডিও মুহূর্তে ইন্টারনেটে আপলোড হতেই ভাইরাল। সাময়িক বিরতির পর বিগ বি আজকাল ফের কাজে ডুবে গিয়েছেন।

ভাইরাল/২

পুরীর জগন্নাথ মন্দিরের 'মহাপ্রসাদ' টেবিলে বসা এক পরিবারের মধ্যে বিতরণ করা হচ্ছে- ভাইরাল হওয়া ভিডিওতে এমন দৃশ্য দেখে ক্ষোভ ছড়িয়েছে। মন্দিরের নিয়মে মহাপ্রসাদ মাটিতে বসে খাওয়ার নিয়ম।

জনমন জনমত

বরাকের স্মৃতিকে যেন না ভুলি

১৯৬০ সালের ১০ অক্টোবর অসমের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী বিমলাপ্রসাদ চালিহার সরকার অসমিয়া ভাষাকে অসমের একমাত্র সরকারি ভাষা হিসাবে স্বীকৃতির প্রস্তাব দেয়। পরবর্তীতে সেই প্রস্তাব পাশ হয়। বরাক উপত্যকার বাঙালিদের ওপর অসমিয়া ভাষা চাপিয়ে দেওয়ার বিরুদ্ধে গড়ে ওঠে 'কাছাড় গণসংগ্রাম পরিষদ'। তাদের দাবি ছিল, ১৩ মে'র মধ্যে বাংলা ভাষাকে অসমের দ্বিতীয় সরকারি ভাষা হিসাবে মান্যতা দেওয়া। সরকার এই দাবি না মানায় তাদের পরবর্তী পদক্ষেপ ছিল ১৯ মে হরতাল করা।

ঘটনাক্রমে ১৯ মে পরিস্থিতি প্রতিকূল হলে শিলচরে অবস্থিত 'তারাপুর রেলস্টেশনের' দায়িত্বে থাকা সুরক্ষাকর্মীরা লাঠি ও বন্দুক দিয়ে বাংলা ভাষাপ্রেমী আন্দোলনকারীদের মারতে শুরু করে এবং গুলি চালাতে শুরু করে। সেইদিন নয়জন এবং পরদিন দুইজন বাংলা ভাষাপ্রেমী শহিদ হন।

এই ঘটনার পর অসম সরকার বরাক উপত্যকায় বাংলা ভাষাকে সরকারি ভাষা হিসাবে স্বীকৃতি দেয়। এরপর প্রতি বছর বরাক উপত্যকা সহ ভারতের বিভিন্ন বাংলা ভাষাভাষী অঞ্চলে ও রাজ্যে ১৯ মে বাংলা ভাষা শহিদ দিবস হিসাবে পালন করা হয়।

বাংলাদেশের ভাষা শহিদদের প্রতি সশ্রদ্ধ সম্মান জানিয়েই বলছি, শুধুমাত্র শিলচরে বা অসমে নয়, পৃথিবীর সব প্রান্তের বাঙালিরা যথাযোগ্য মর্যাদায় ১৯ মে ভাষা শহিদ দিবস হিসাবে পালন করি।

ধনঞ্জয় পাল
দেশবন্ধুপাড়া, শিলিগুড়ি।

কর্মরত বহু বাঙালিও

১৫ মে উত্তরবঙ্গ সংবাদে প্রকাশিত 'কর্মক্ষেত্রে জোড়া ফলায় বিদ্ধ বাঙালি' শীর্ষক প্রতিবেদন দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। এখানে বলা হয়েছে, বাঙালিরা কম বেতনে কাজ করতে চায় না এবং বিভিন্ন ভাষাও জানে না। বিষয়টি সম্পূর্ণ ঠিক নয়।

অনেক বাঙালি ছেলেমেয়ে আশপাশের গ্রামীণ এলাকা এবং শহরতলি থেকে এসে শিলিগুড়ির অনেক দোকান, শপিং মল এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে কাজ করে। তারা কাজ চালানোর মতো কয়েকটি ভাষাও বলতে পারে। আমাদের কিছু বন্ধু ও পরিচিত মানুষ কম বেতনে এই ধরনের কাজ করে থাকেন। অনেক প্রতিষ্ঠানেই বাঙালি এবং অবাঙালি মিলেমিশে কাজ করে থাকে। আবার অনেক প্রতিষ্ঠানেই শুধু বাঙালি ছেলেমেয়ে সুনামের সঙ্গে কাজ করে।

রীতম হালদার, সংহতি মোড়, শিলিগুড়ি।

পত্রলেখকদের প্রতি

যাঁরা জনমত বিভাগে মতামত জানিয়ে চিঠি পাঠাতে চান তাঁরা নিম্নলিখিত ই-মেল বা হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর ব্যবহার করতে পারেন। নিজের এলাকা, রাজ্য, দেশ ও বিদেশের নানা বিষয়ে আপনার নিজের মতামত পাঠান। নিজের এলাকার সমস্যাদি নিয়ে বিশদে লিখতে পারেন। সঙ্গে ছবি পাঠালে ভালো হয়। এছাড়াও সরাসরি ডাকযোগেও চিঠি পাঠানো যাবে।

-ঃ ঠিকানা ঃ-
সম্পাদক, জনমত বিভাগ
উত্তরবঙ্গ সংবাদ, বাগরাকোট, সুভাষপল্লি,
শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১

ই-মেল
janamat.ubs@gmail.com
হোয়াটসঅ্যাপ
9735739677

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, নেতাজি মোড়-৭৩২১০১, ফোন : ০৩৫১২-২২১৬৯৩ (সংবাদ), ৯৮০০৫৮৫৯৫০ (বিজ্ঞাপন ও অফিস)। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012/1980 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

বাংলায় 'উনিশে মে' মর্যাদা পায় না কেন

একুশে ফেব্রুয়ারির গর্ভে ছিল উজ্জ্বল উনিশে মে। অসমের শিলচরে ১১ ভাষা শহিদকে এই বাংলা মনে রাখেনি সেভাবে।

পার্থ চৌধুরী

বাংলা ভাষার জন্য আত্মবলিদানে'র সূত্রে একুশে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের স্বীকৃতি পেয়েছে, এ গর্ব আপামর বাঙালির। এক্ষেত্রে কাঁটাতারের বেড়া কখনোই অন্তরায় হয়নি সংগত কারণেই। দিনটিকে স্মরণ করে দুই বাংলাতেই আমরা সাড়ম্বরে উদযাপনে মেতে আছি বহু বছর ধরে। এ এক অনন্য নজির পৃথিবীর বুকে। ভাষার লড়াই যে একটা দেশকে স্বাধীন করতে পারে, এমনটা দুনিয়ার আর কেউ ভাবতে পেরেছিল?

এই দিনটি আরও মহিমান্বিত হতে পারত, কিন্তু হয়নি আত্মবিস্মৃত এপার বাংলার বাঙালির অনবধানতায়। আমরা সেভাবে গুরুত্বই দিলাম না 'উনিশে মে'-কে। যদি দিতাম, তাহলে এই দিনটির প্রতি যেমন আমাদের যথার্থ শ্রদ্ধা প্রকাশ পেত, তেমনই অনুপ্রেরণার উৎস হিসাবে একুশে ফেব্রুয়ারির ভিন্ন বৈশিষ্ট্যটিও সাধারণের আলোচনায় স্থান পেত।

১৯৬০ সালের ১০ অক্টোবর। বিধানসভার অধিবেশন। অসমের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী বিমলা প্রসাদ চলিহা একমাত্র অহমিয়াকেই সরকারি ভাষা হিসাবে স্বীকৃতির প্রস্তাব আনলেন। বাংলা কিন্তু তখন অসমের সংখ্যাগরিষ্ঠের ভাষা। করিমগঞ্জের বিধায়ক নরেন্দ্রমোহন দাস তীব্র আপত্তি জানালেন প্রস্তাবের বিপক্ষে। কংগ্রেস সরকার আমল দিল না সেই আপত্তির। ২৪ অক্টোবর প্রস্তাব পাশ হয়ে গেল।

এই ঘটনায় গর্জে উঠলেন অসমের বাঙালিরা। ১৯৬১ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি কাছাড় গণসংগ্রাম পরিষদ গঠিত হল। ১৪ এপ্রিল শিলচর, করিমগঞ্জ, হাইলাকান্দিতে পালিত হল 'সংকল্প

দিবস'। বরাক উপত্যকার বাঙালিরা ফুটছেন তখন। তাঁরা এপ্রিল মাসে প্রায় দশদিন ধরে উপত্যকায় প্রচার চালান পদযাত্রা করে। এই যাত্রায় তাঁরা অতিক্রম করে প্রায় ২০০ মাইল পথ। এ যেন আর এক লংমার্চ।

পরিষদের আহ্বায়ক রথীন সেন ঘোষণা করেন, 'যদি ১৩ এপ্রিলের মধ্যে বাংলাকে সরকারি ভাষা হিসাবে ঘোষণা করা না হয়, তাহলে ১৯ মে থেকে চলবে টানা হরতাল। বাঙালি বোঝাবে তাঁরা ভাষার জন্য কী করতে পারে।'

অসম সরকার চুপ করে বসে রইল না। নামল আসাম রাইফেলস, মাদ্রাজ রেজিমেন্ট এবং স্থানীয় পুলিশ। শিলচরে চলল রুটমার্চ। ১৮ মে আন্দোলনের তিন নেতা রথীন সেন, বিধুভূষণ চৌধুরী এবং নলিনী দাসকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। ১৯ মে ১৯৬১ ঘটল সেই বৈপ্লবিক ঘটনা।

সেদিন সকাল থেকে শিলচর, করিমগঞ্জ, হাইলাকান্দিতে শুরু হল হরতাল। শিলচর রেলওয়ে স্টেশনে সত্যাগ্রহ পালন চলছিল। দুপুরে উপস্থিত হলেন আসাম রাইফেলসের জওয়ানরা। বেলা আড়াইটে নাগাদ আন্দোলনকারী বাঙালিদের ওপর লাঠিচার্জ, বেয়নেট চার্জ শুরু করে এই প্যারামিলিটারি বাহিনী। জবাবে ফুঁসে ওঠেন বাঙালিরা। এলোপাতাড়ি ব্রাশফায়ার শুরু হয়। মুহূর্তের মধ্যে প্রাণ যায় ৯ জন আন্দোলনকারীর। ৩ জন আহত হন। পরদিন তাঁদের মধ্যে ২ জনও মারা যান। শহিদ হন মোট ১১ জন ভাষা শহিদ।

পরদিন ২০ মে মরদেহ সহ শোক মিছিল করে পথে নামে মানুষ। ফলশ্রুতিতে সরকার বাধ্য হয়েছিল বরাক উপত্যকায় বাংলাকে সরকারি ভাষার স্বীকৃতি দিতে। আমাদের পূর্বসূরিদের ভাষার জন্য আত্মত্যাগের এই গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়কে আমরা যথার্থ শ্রদ্ধা জানাই কি? কতজন বাঙালি জানে এই ঐতিহাসিক ঘটনা? আমাদের এত কুণ্ঠা কেন? পশ্চিমবাংলার সর্বত্র এই দিনটি যথাযথভাবে পালিত হয় না। একুশের গর্ভজাত উনিশকে আর কতকাল ব্রাত্য করে রাখব আমরা?

(লেখক শিলিগুড়ির বাসিন্দা। নাট্যকর্মী।)

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে।
ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান।
মেল—ubsedit@gmail.com

শব্দরঙ্গ ■ ৪১৪৩

১		২	★	৩	★	★	★
	★	৪			★	৫	৬
৭			★		★	★	
★	★	★	★	৮			
৯			১০	★	★	★	★
	★	★		★	১১		১২
১৩		★	১৪			★	
★	★	★		★	১৫		

পাশাপাশি : ১। অর্থহীন উক্তি বা বাক্য, অসংলগ্ন কথাবার্তা ৪। টাকার ভাঙানি, খুচরো ৫। ইংরেজি বছরের একটি মাস ৭। তত্ত্ব, সন্ধান, খোঁজ, উপায় ও পথ ৮। চিরকাল ৯। দলিল, নথিপত্র ১১। ইচ্ছা, অভিরুচি, খুশি ১৩। লাক্ষা, গালা, আলতা ১৪। ভঙ্গুর, অত্যন্ত দুর্বল, পাশ্চাত্য নৃত্যবিশেষ ১৫। বন্ধু, বয়স্য, ফাজিল লোক।

উপর-নীচ : ১। কাক, চিল, শকুন, প্যাঁচা ইত্যাদি শিকারি পাখি ২। পরমেশ্বর ৩। কেনাবেচা ৬। ব্রজবুলিতে নবীন ৯। মুক্ত, খোলা, উদার, অকৃপণ ১০। লোকালয়, জনবসতিযুক্ত স্থান ১১। শস্যবিশেষ, ভুট্টা ১২। বিশেষ জোর, উচ্চ ধ্বনি, জয়োল্লাস।

সমাধান ■ ৪১৪২

পাশাপাশি : ১। দৈবক্রমে ৩। নোকর ৫। নীলকমল ৭। শামলা ৯। পরাত ১১। নরপুঙ্গব ১৪। বর্তিকা ১৫। কপর্দক।

উপর-নীচ : ১। দৈন্যদশা ২। মেদিনী ৩। নোলক ৪। রসালো ৬। মদিরা ৮। মঞ্জীর ১০। তকতক ১১। নসিব ১২। পুস্তিকা ১৩। বর্নিকে।

বিন্দুবিসর্গ

কোহলিকে 'ভারতরত্ন' দেওয়ার দাবি রায়নার

নয়াদিল্লি, ১৮ মে : শচীন তেন্ডুলকার প্রথম ক্রীড়াবিদ হিসেবে ভারতরত্ন পেয়েছেন। সুরেশ রায়না চান, বিরাট কোহলিকেও দেশের সর্বোচ্চ সম্মান দেওয়া হোক। ভারতীয় ক্রিকেটে বিরাটের যা অবদান, ভারতরত্ন প্রাপ্য। বিরাটের জন্য ফেয়ারওয়েল ম্যাচ আয়োজনের দাবিও তুললেন।

শনিবার কলকাতা নাইট রাইডার্স-রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু ম্যাচ বৃষ্টিতে ভেস্তে যায়। একটা বলও খেলা সম্ভব হয়নি। কমেন্ট্রি বক্সে বসে বিরাটকে নিয়ে আলোচনার সময় রায়না এমনই চাঞ্চল্যকর পরামর্শ দেন। বলেছেন, 'ভারতীয় ক্রিকেটে অবদানের জন্য বিরাটকে অবশ্যই ভারতরত্ন দেওয়া উচিত।'

রায়নার মতে, বিরাট যে মাপের ক্রিকেটার, তাতে বিদায়ি টেস্টও প্রাপ্য। ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের উচিত উদ্যোগী হওয়া। শচীন যেমন ঘরের নিজের শহর মুম্বইয়ে বিদায়ি টেস্ট খেলার সুযোগ পেয়েছিলেন।

> যখন ভারতীয় দল ঘোষণা করা হয়, আমি ঘুমোচ্ছিলাম। কোহলি আমাকে লাথি মেরে ঘুম থেকে তুলে খবরটা দেয়। বলে, তুই ভারতের হয়ে খেলবি। ডাক পেয়েছিস। উত্তরে বলেছিলাম, এখন তো ঘুমোতে দে।
>
> **ইশান্ত শর্মা**

বিরাটের জন্য তেমনই দিল্লিতে বিদায়ি ম্যাচের আয়োজন করা উচিত। ঘরের সমর্থক, গোটা পরিবারের সামনে বিদায়। এরচেয়ে ভালো মঞ্চ কী হতে পারে বিরাটের মতো খেলোয়াড়ের জন্য।

ইশান্ত শর্মা আবার বিরাটকে নিয়ে নতুন রহস্য ফাঁস করলেন। দিল্লি থেকে ভারতীয় দল-দীর্ঘদিনের সতীর্থ। অনূর্ধ্ব-১৭ পর্যায় থেকে একসঙ্গে খেলেছেন। ইশান্তের মতে, বাকিদের কাছে বিরাট মহাতারকা হতে পারে, কিন্তু তাঁর কাছে নয়! বিরাট হল তাঁর ছোটবেলার বন্ধু, প্রিয় চিকু।

ইশান্ত বলেছেন, 'দিল্লির হয়ে যখন অনূর্ধ্ব-১৯ খেলতাম, তখন রোজ টাকা গুনতাম, দেখতাম আমাদের কাছে কত আছে। খেলার পর দুজনে খেতে যেতাম। যাতায়াতের খরচ বাবদ যা পেতাম, তার থেকে বাঁচিয়ে রেখে খেতাম দুজনে। একসঙ্গে বড় হয়েছি। কোহলি তাই বাকিদের কাছে মহাতারকা হতে পারে, আমার কাছে নয়।'

নিজেকে যেভাবে গড়ে নিয়েছে বিরাট, তাতে গর্বিত বন্ধু ইশান্ত। ভারতের জার্সিতে শতাধিক টেস্ট খেলা ইশান্ত বলেন, 'কীভাবে দুজনে এত টেস্ট খেললাম, তা নিয়ে কখনও আলোচনা করিনি আমরা। অন্য সবকিছু নিয়ে মজা করি। বন্ধুদের মধ্যে যা হয় আর কী। কখনও মনে হয় না ও বিরাট কোহলি। আমাদের কাছে চিরকাল ও চিকু। এভাবেই দেখি বিরাটকে। একভাবে আমাদের সঙ্গে মেলামেশা করে চিকুও।'

শুধু মনের কথা, খাবার নয়, বাইরে খেলতে গেলে রুম পার্টনার ছিলেন দুজনে। সেভাবেই জাতীয় দলে খেলার খবর বিরাটের থেকে পেয়েছিলেন ইশান্ত। বলেছেন, 'যখন ভারতীয় দল ঘোষণা করা হয়, আমি ঘুমোচ্ছিলাম। কোহলি আমাকে লাথি মেরে ঘুম থেকে তুলে খবরটা দেয়। বলে, তুই ভারতের হয়ে খেলবি। ডাক পেয়েছিস। উত্তরে বলেছিলাম, এখন তো ঘুমোতে দে।'

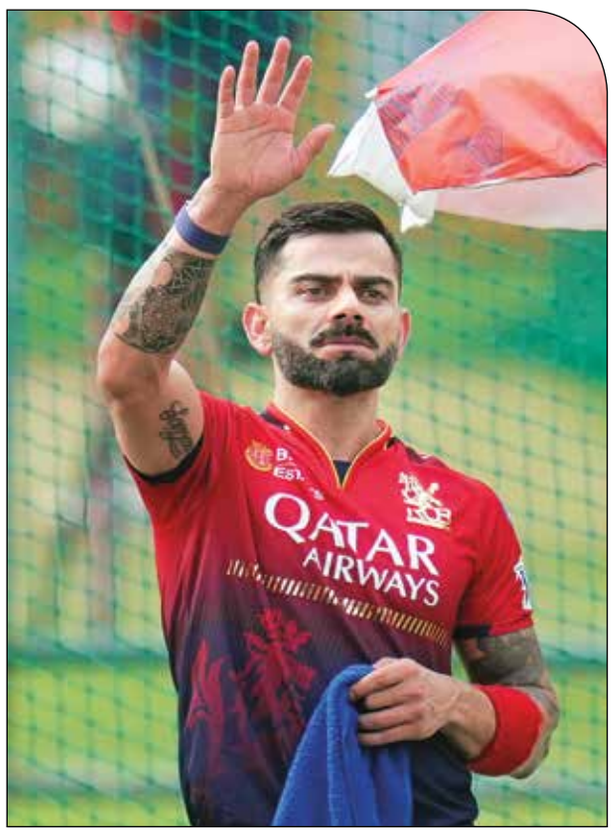

ম্যাচের পর টাকা গুনত চিকু : ইশান্ত

বিরাটকে কাউন্টি খেলার প্রস্তাব মিডলসেক্সের

লন্ডন, ১৮ মে : সম্প্রতি তিনি টেস্ট ক্রিকেট থেকে অবসর নিয়েছেন। টিম ইন্ডিয়ার আসন্ন ইংল্যান্ড সফরে দেখা যাবে না বিরাট কোহলিকে।

কিন্তু তারপরও বিলেতের মাটিতে বিরাটকে খেলতে দেখা যেতে পারে। সব ঠিকমতো চললে কোহলি মিডলসেক্সের হয়ে কাউন্টি ক্রিকেট খেলতে পারেন। অতীতে কখনও কাউন্টি ক্রিকেট খেলেননি কোহলি। এবার কি তাঁকে কাউন্টি খেলতে দেখা যাবে? উত্তর এখনও অজানা। কিন্তু তার মধ্যেই ইংল্যান্ডের কাউন্টি ক্রিকেটের অন্যতম ঐতিহ্যশালী দল মিডলসেক্সের তরফে কোহলিকে দলে নেওয়ার আগ্রহ দেখানো হয়েছে। তাঁর কাছে প্রস্তাবও পাঠানো হয়েছে বলে খবর। তবে রাত পর্যন্ত কোহলি এই ব্যাপারে খোলসা করেননি। তাঁর ভাবনার কথাও তাই অজানা দুনিয়ার। কিন্তু মিডলসেক্সের প্রস্তাবের পর কোহলির বিলেতে কাউন্টি খেলা নিয়ে জল্পনা শুরু হয়েছে। মিডলসেক্সের ডিরেক্টর অফ ক্রিকেট অ্যালান কোলম্যান আজ বলেছেন, 'বিরাট ক্রিকেট দুনিয়ার কিংবদন্তি, আইকন। ওর মতো ক্রিকেটারকে দলে পেতে আগ্রহী আমরা।' টিম ইন্ডিয়ার হয়ে ১২৩টি টেস্ট খেলা কোহলি শেষপর্যন্ত মিডলসেক্সের ডাকে সাড়া দিলে কেন উইলিয়ামসনের সতীর্থ হতে পারেন তিনি।

'টেস্ট মিস করবে ওকে'

হতাশায় ডুবে বাঙ্গার-ভরত

নয়াদিল্লি, ১৮ মে : ১২ মে তিনি টেস্ট ক্রিকেট থেকে অবসর ঘোষণা করেছিলেন। মাঝে কেটে গিয়েছে কয়েকটি দিন। কিন্তু বিরাট কোহলির অবসর ঘোষণা নিয়ে এখনও হাহুতাশ চলছে ক্রিকেট দুনিয়ায়।

কোহলিকে নিয়ে হতাশায় ডুবে যেমন প্রাক্তন ও বর্তমান ক্রিকেটারদের বিশাল অংশ, ঠিক তেমনই টিম ইন্ডিয়ার দুই প্রাক্তন ব্যাটিং ও বোলিং কোচও কোহলির টেস্ট ছাড়ার সিদ্ধান্তে অবাক। মাসখানেক আগে দুবাইয়ে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি খেলতে যাওয়ার আগে টিম ইন্ডিয়ার প্রাক্তন ব্যাটিং কোচ সঞ্জয় বাঙ্গারের সঙ্গে মুম্বইয়ের বান্দ্রা-কুরলা কমপ্লেক্সের মাঠে অনুশীলন করেছিলেন কোহলি। দুবাইয়ে ট্রফি জিতে দেশে ফেরার পরও বাঙ্গারের ক্লাসে দেখা গিয়েছিল কোহলিকে। সেই সময় মনে করা হয়েছিল, মিশন ইংল্যান্ডের লক্ষ্যে প্রস্তুতি চালাচ্ছেন বিরাট। সময়ের সঙ্গে পুরো ছবিটা বদলে গিয়ে কোহলি এখন টেস্ট ক্রিকেটে প্রাক্তন। প্রাক্তন ভারত অধিনায়কের সিদ্ধান্তে অবাক বাঙ্গারও। ভারতীয় দলের প্রাক্তন ব্যাটিং কোচ আজ বলেছেন, 'বিরাটের সিদ্ধান্ত একান্তই ব্যক্তিগত। কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে ওর টেস্ট ছাড়ার সিদ্ধান্তে আমি হতাশ, অবাকও। ওর যা ফিটনেস ও স্কিল, আমার ধারণা ছিল আরও কয়েক বছর অনায়াসে খেলবে ও।'

এম চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামে বিরাট কোহলির সম্মানে ১৮ নম্বর সাদা জার্সিতে হাজির তাঁর অনুরাগীরা।

ভারতের ক্রিকেট ইতিহাসে বহু বিখ্যাত, কিংবদন্তি ক্রিকেটারের অবসর সুখের হয়নি। সেই তালিকায় এখন কোহলিও। বাঙ্গারের কথায়, 'আমাদের দেশে অবসরের সিদ্ধান্ত সবসময় প্রশংসা পায় না। তবে পরিস্থিতির বিচারে হয়তো কোহলি সঠিক সিদ্ধান্তই নিয়েছে। ওর মতো কিংবদন্তি যখন অবসরের সিদ্ধান্ত নিয়েছে, তার সম্মান আমাদের সবারই করা উচিত।' বাঙ্গার যেখানে থেমেছেন, ঠিক সেখান থেকেই কোহলির অবসরের সিদ্ধান্তে তাঁর হতাশার কথা দুনিয়ার দরবারে তুলে ধরেছেন ভরত অরুণ। টিম ইন্ডিয়ার প্রাক্তন বোলিং কোচের কথায়, 'টেস্ট ক্রিকেট মিস করবে কোহলিকে। ঠিক কেন ও এখনই অবসরের সিদ্ধান্ত নিয়েছে, জানা নেই। হয়তো ওর সিদ্ধান্তই সঠিক। কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে আমি খুব অবাক হয়েছি।' ভরত এখন কলকাতা নাইট রাইডার্সের বোলিং কোচ। গতরাতে কেকেআর বনাম রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু ম্যাচ ভেস্তে গিয়েছে এম চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামে। খেলা না হলেও দুই দলের ক্রিকেটার, কোচদের জমিয়ে আড্ডা দিতে দেখা গিয়েছে। কোহলিকেও দেখা গিয়েছিল ভরতের সঙ্গে আলাদাভাবে কথা বলতে। তাঁদের মধ্যে ঠিক কী কথা হয়েছিল, তা নিয়ে কিছু বলেননি ভরত। কেকেআরের বোলিং কোচের কথায়, 'বিরাট কিংবদন্তি। ওর সিদ্ধান্তকে সবারই সম্মান করা উচিত। ও যখন সিদ্ধান্ত নিয়েছে অবসরের, তখন সেটাই ঠিক।'

টিকিটের টাকা ফিরিয়ে দিচ্ছে আরসিবি

বেঙ্গালুরু, ১৮ মে : মঞ্চ তৈরিই ছিল। হাজির ছিলেন তিনিও। কিন্তু বাদ সাধল প্রকৃতি।

আইপিএলের প্রত্যাবর্তনের রাত হতে পারত বিরাট কোহলিময়। বদলে সেটা হয়েছে নিরবচ্ছিন্ন বৃষ্টির আঙিনা। যেখানে রেইন রেইন গো অ্যাওয়ে স্লোগান ব্যর্থ হয়েছে। সঙ্গে চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামের ভরা গ্যালারির ধৈর্যের বাঁধও ভেঙেছে। বেঙ্গালুরুতে রাত বাড়ার সঙ্গে বেড়েছে বৃষ্টির দাপট। অন্তহীন অপেক্ষার পর কলকাতা নাইট রাইডার্স বনাম রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু ম্যাচ ভেস্তে গিয়েছে স্বাভাবিকভাবেই। আর তারপরই ভরা গ্যালারিকে টিকিটের অর্থ ফিরিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে কোহলির দল। কমপ্লিমেন্টারি টিকিটের অর্থ ফিরিয়ে দেওয়ার কোনও ব্যাপার স্বাভাবিকভাবেই নেই। আরসিবির তরফে এক মিডিয়া রিলিজে আজ জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, 'যেসব ক্রিকেটপ্রেমী অর্থের বিনিময়ে টিকিট কেটে মাঠে খেলা দেখতে হাজির হয়েছিলেন, তাঁদের সবাইকেই টিকিটের মূল্য ফেরত দেওয়া হবে।'

নায়ক দর্শনে ভিলেন প্রকৃতি

চিন্নাস্বামীর মায়াবী রাতে গ্যালারিতে হাজির ছিলেন হাজারো বিরাট। টেস্ট ক্রিকেট থেকে অবসরের পর প্রথমবার আধুনিক ক্রিকেটের ভগবানকে দেখার জন্য যাঁরা হাজির হয়েছিলেন মাঠে। তাঁদের বেশিরভাগেরই পরনে ছিল টেস্ট ক্রিকেটের সাদা জার্সি। যার পিছনে লেখা ছিল বিরাট। সঙ্গে ছিল কোহলির প্রিয় ১৮ নম্বর। আজ বিকেলের দিকে কর্ণাটক ক্রিকেট সংস্থার এক কর্তা বলছিলেন, 'গতরাতে খেলা শুরুর জন্য সবদিক থেকে তৈরি ছিলাম আমরা। কিন্তু বৃষ্টি না থামলে কিছু করার ছিল না। অনেক রাতের দিকে যখন বেঙ্গালুরুতে বৃষ্টি থামে, তখন প্রায় শেষ রাত।' আরসিবি-র তরফেও খেলা না হওয়ার জন্য হতাশা চেপে রাখা হয়নি। তাছাড়া কেকেআরের বিরুদ্ধে বৃষ্টিতে ভেস্তে যাওয়া ম্যাচ থেকে আরসিবি পেয়েছে এক পয়েন্ট। সেই এক পয়েন্টের কারণে কোহলির দলের প্লে-অফ এখনও নিশ্চিত নয়। বাকি থাকা দুই ম্যাচের জন্য বিরাটদের এখন অপেক্ষা করতেই হবে। তবে আরসিবি-র বাকি থাকা সেই ম্যাচ কতটা বিরাটময় হয়ে ওঠে, সেটাই এখন দেখার।

নাইটদের সিদ্ধান্তে অবাক ক্রিকেট মহল

বিদায়ের পর দলে নয়া রহস্য স্পিনার!

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৮ মে : হতাশায় ডুবে যাওয়ার রাত। বৃষ্টিতে ভেসে যাওয়ার রাত।

ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের পরিস্থিতি স্বাভাবিক হওয়ার পর আইপিএল শুরু হল গতরাতে। আর শুরুতেই ভিলেন বৃষ্টি। কলকাতা নাইট রাইডার্স বনাম রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর ম্যাচে এক বলও খেলা হয়নি এম চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামে। বৃষ্টিতে ভেসে গিয়েছে নাইটদের স্বপ্নও।

আর স্বপ্নভঙ্গের পরদিন নাইট শিবির থেকে এসেছে চমকপ্রদ তথ্য। জানা গিয়েছে, ২৫ মে সানরাইজার্স হায়দরাবাদের বিরুদ্ধে বাকি থাকা

> **আফটার শক**
>
> - সমাজমাধ্যমে গতবারের চ্যাম্পিয়ন কেকেআর-কে 'বুড়ো'-দের দল বলে কটাক্ষ করা শুরু হয়েছে।
> - ফিল সল্ট, মিচেল স্টার্ক, শ্রেয়স আইয়ার, নীতীশ রানাদের ছেড়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত যে চরম ভুল ছিল, সেই বিষয়ও নতুনভাবে তুলে ধরা হচ্ছে।

শেষ লিগ ম্যাচের জন্য স্কোয়াডে নেওয়া হয়েছে মধ্যপ্রদেশের শিবম শুক্লাকে। ২৯ বছরের এই লেগস্পিনারকে রহস্য-স্পিনার আখ্যা দেওয়া হচ্ছে। যদিও ঘরোয়া ক্রিকেটে এখনও পর্যন্ত তাঁর কোনও রহস্যের সন্ধান মেলেনি। কিন্তু কেন এমন সিদ্ধান্ত? জানা গিয়েছে, রোভমান পাওয়েল ওয়েস্ট ইন্ডিজ থেকে না ফেরার সিদ্ধান্ত সামনে আসার পরই পরিবর্তের খোঁজে ছিল কেকেআর। আজ সেটাই চূড়ান্ত হয়েছে। তবে প্রশ্ন উঠেছে, শেষবেলায় একটি নিয়মরক্ষার ম্যাচের জন্য দলে পরিবর্তন না করলেই চলত না কি? কেকেআরের তরফে অবশ্য বাইরের দুনিয়ার এমন প্রশ্নের কোনও জবাব দেওয়া হয়নি।

বরং কেকেআর শিবির গতরাতে চিন্নাস্বামীর বৃষ্টি নিয়ে অনেক বেশি হতাশায় ডুবে রয়েছে। আজিঙ্কা রাহানেরা ভেবেছিলেন রজত পাতিদার, বিরাট কোহলিদের বিরুদ্ধে বেঁচে থাকার যুদ্ধে জিতে আগামীর অক্সিজেনের কথা। বাস্তবে সেটা হয়নি। বৃষ্টিতে ম্যাচ ভেস্তে যাওয়ার পর নাইট সংসারে এসেছে মাত্র এক পয়েন্ট। শেষ ম্যাচে প্যাট প্রশ্ন উঠে গিয়েছে।

সমাজমাধ্যমে গতবারের চ্যাম্পিয়ন কেকেআর-কে 'বুড়ো'-দের দল বলে কটাক্ষ করাও শুরু হয়েছে। পাশাপাশি ফিল সল্ট, মিচেল স্টার্ক, শ্রেয়স আইয়ার, নীতীশ রানাদের ছেড়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত যে চরম ভুল ছিল, সেই বিষয়ও নতুনভাবে তুলে ধরা হয়েছে। বাস্তব হল, আপাতত ভুল শুধরে নেওয়ার কোনও সুযোগ

টানা বৃষ্টিতে শেষ হয়ে গেল কলকাতা নাইট রাইডার্সের প্লে-অফের আশাও। হতাশা নিয়ে মাঠের দিকে তাকিয়ে রইলেন ভেঙ্কটেশ আইয়ার।

কামিন্সদের বড় ব্যবধানে হারাতে পারলেও নাইটদের সুবিধা হওয়ার কিছু নেই। এমন অবস্থায় দলের মেন্টর ডোয়েন ব্রাভো ও কোচ চন্দ্রকান্ত পণ্ডিতরা শেষ ম্যাচের লক্ষ্যে নাইটদের চাঙ্গা করার কাজ শুরু করেছেন। দলকে উৎসাহ দিয়েছেন আগামীর লক্ষ্যে। কিন্তু তার মধ্যেই চলতি অষ্টাদশ আইপিএলে নিলাম থেকে কেকেআরের দল নির্বাচনের পাশাপাশি প্রস্তুতি- সব কিছু নিয়েই নেই রাহানে-পণ্ডিতদের। কিন্তু এমন অচলাবস্থা চলতে থাকলে শেষ মরশুমের চ্যাম্পিয়নদের আগামীর লক্ষ্যে সফল হওয়ার সম্ভাবনাও তেমন দেখা যাচ্ছে না। যদিও ২০২৬ সালের আইপিএলের এখনও ঢের দেরি। কিন্তু তার আগে আগামীর লক্ষ্যে ভাবনা ও পরিকল্পনার বদল করতেই হবে কেকেআরকে। না পারলে 'কেকেহার' হয়েই থাকতে হবে।

আশা বাঁচিয়ে রাখার ম্যাচ পন্থদের

লখনউ, ১৮ মে : শুরুটা দারুণ। কিন্তু লিগ যত এগিয়েছে, দিশা হারিয়েছে লখনউ সুপার জায়েন্টস। একসময় মনে হচ্ছিল, সহজেই প্লে-অফের টিকিট পকেটে পুরে ফেলবে সঞ্জীব গোয়েঙ্কার দল। কিন্তু সাপলুডোর আইপিএলে শেষ পাঁচ ম্যাচে চারটিতে হেরে খাদের কিনারে লখনউ!

ভারত-পাক সংঘর্ষে দিন দশেকের 'ছুটি'। নতুন অক্সিজেন নিয়ে আগামীকাল নিজেদের দ্বাদশ ম্যাচ খেলতে নামছে টিম লখনউ। ১১ ম্যাচে ১০ পয়েন্ট। নক আউটে পা রাখতে হলে বাকি তিন ম্যাচে জেতা এবং বাকি দলগুলির দিকে তাকিয়ে থাকা ছাড়া রাস্তা নেই।

ঘরের মাঠ একানা স্টেডিয়ামে জয়ে ফেরার টক্কর ঋষভ পন্থ ব্রিগেডের জন্য। প্রতিপক্ষ সানরাইজার্স হায়দরাবাদ। ইতিমধ্যেই যারা প্লে-অফের দৌড় থেকে ছিটকে গিয়েছেন (১১ ম্যাচে ৬ পয়েন্ট)। নিয়মরক্ষার শেষ তিন ম্যাচে হায়দরাবাদের কাছে সম্মানরক্ষা এবং আগামীর ভাবনাকে অগ্রাধিকার দেওয়া।

নড়বড়ে প্রতিপক্ষ। যদিও স্বস্তি নেই টিম লখনউয়ের। শেষ পাঁচ ম্যাচে দলের নিম্নমুখী পারফরমেন্সের সঙ্গে অধিনায়ক ঋষভের ফ্লপ শোয়ের লম্বা কাহিনী দলের মেজাজটাই বিগড়ে দিয়েছে। রেকর্ড ২৭ কোটিতে নেওয়া তারকা দলের মাথাব্যথা। ১১ ম্যাচে মাত্র ১২৮ রান। ব্যাটিং অর্ডারে পিছোতে পিছোতে ৭ নম্বরেও নেমেছেন। কিন্তু ভাগ্যের চাকা বদলায়নি।

আগামীকাল ঋষভের জন্য পরীক্ষার মঞ্চ। ভাগ্য বদলেরও। সামনে ইংল্যান্ড সফর। রোহিত শর্মা, বিরাট কোহলি উত্তর পর্বে ফের লিডারশিপ গ্রুপে ফেরার হাতছানি। সহ অধিনায়ক করার কথা ভাবা হচ্ছে। তার আগে ঋষভের রানে ফেরাটা গুরুত্বপূর্ণ ভারতীয় দলের জন্য। পন্থও মরিয়া থাকবেন নিজের হারানো ছন্দটা ফিরে পেতে।

নিকোলাস পুরান (৪১০ রান) শুরুটা ভালো করেছিলেন। যদিও শেষ কয়েক ম্যাচে পুরানের ব্যাটেও রানের খরা। মাঝের ওভারে আয়ুষ বাদোনি (৩২৬), ডেভিড মিলার (১৬০) মাঝারিয়ানায় আটকে। ফল যা হওয়ার তাই। নড়বড়ে ব্যাটিং ভোগাচ্ছে। এর মধ্যেই ঈশ্বরের আশীর্বাদ নিতে তিরুমালার বিখ্যাত তিরুপতি মন্দিরে সপরিবারে পুজো দিলেন ফ্র্যাঞ্চাইজির কর্ণধার সঞ্জীব গোয়েঙ্কা।

লখনউ সুপার জায়েন্টসের সাফল্য প্রার্থনায় তিরুমালার তিরুপতি মন্দিরে পুজো দিলেন সঞ্জীব গোয়েঙ্কা। দিলেন ৩.৫ কোটি টাকার দানসামগ্রী।

সানরাইজার্সের অবশ্য হারানোর কিছু নেই। তবে অভিষেক শর্মা, নীতীশ কুমার রেড্ডি, ঈশান কিষানরা মরিয়া থাকবেন শেষ তিন ম্যাচে সমর্থকদের প্রত্যাশা কিছুটা হলেও মেটাতে। বিক্ষিপ্তভাবে অভিষেক, ঈশানরা তাঁদের বিধ্বংসী ক্রিকেটের ঝলক দেখিয়েছেন। কিন্তু ম্যারাথন লিগে সাফল্য পেতে ধারাবাহিকতা দরকার। তা দেখা যায়নি এবার।

কাল ট্রাভিস হেডকে পাচ্ছে না সানরাইজার্স। কোভিডে সংক্রামিত হয়েছিলেন অজি তারকা। হেডকোচ

হায়দরাবাদের হারানোর কিছু নেই

> **INDIAN PREMIER LEAGUE** আইপিএলে আজ
>
> **লখনউ সুপার জায়েন্টস**
> **বনাম**
> **সানরাইজার্স হায়দরাবাদ**
>
> **সময় : সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট**
> **স্থান : লখনউ**
>
> **সম্প্রচার :** স্টার স্পোর্টস নেটওয়ার্ক, জিওহটস্টার

ড্যানিয়েল ভেত্তোরি জানান, এখনও দলের সঙ্গে যোগ দেননি হেড। সেক্ষেত্রে ওপেনিং জুটি বদলাচ্ছে হায়দরাবাদের। গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে পাওয়ার প্লে।

নতুন বলে অভিষেকদের জন্য চ্যালেঞ্জ হতে পারে টিম লখনউয়ের নবাগত তারকা মায়াঙ্ক যাদবের বদলি নিউজিল্যান্ডের পেসার উইলিয়াম ও'রৌরকে। তবে আকাশ দীপ, আবেশ খান, রবি বিষ্ণোইরা বল হাতে এখনও পর্যন্ত ভরসা জোগাতে ব্যর্থ লখনউকে। ব্যতিক্রম বলতে নবাগত স্পিনার দিগবেশ রাঠি (১২ উইকেট)। ব্যক্তিগত পারফরমেন্স নয়, দরকার দলগত প্রয়াস।

ঋষভের ফর্মে ফেরার সঙ্গে সেই শর্ত কাল পূরণ হয় কি না, সেটাই দেখার।

ঝুলনকে আদর্শ করার পরামর্শ দিলেন সৌরভ

আশিস মণ্ডল

বোলপুর, ১৮ মে : বোলপুর পুরসভা ও বীরভূম জেলা ক্রীড়া সংস্থার আহ্বানে এসে শান্তিনিকেতনের প্রেমে পড়ে গেলেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। ৯ মে তাঁর বোলপুর আসার কথা থাকলেও শারীরিক অসুস্থতার কারণে তিনি আসতে পারেননি। মঞ্চে উঠে তিনি বলেছেন, 'এই প্রথম বোলপুরে এলাম। এখানে রবীন্দ্রসংগীত, নৃত্য ও পরিবেশ দেখে মুগ্ধ। এখানে ভলিবল, বাস্কেটবল, ক্যারাটে সহ বিভিন্ন খেলার প্রতিভাবান খেলোয়াড় আছেন। তাঁদের সংবর্ধনা দেওয়া হল। বীরভূম থেকে বহু খেলোয়াড় কলকাতায় যায়।' এদিন তাঁদের উদ্দেশে তিনি বলেছেন, 'দেশের আইকন ঝুলন গোস্বামী। ঝুলন যদি নদিয়ার একটি সাধারণ ঘরের মেয়ে হয়ে এই জায়গায় পৌঁছাতে পারে, বীরভূম কেন পারবে না? নিশ্চয় পারবে। শুধু পরিশ্রম করতে হবে।' মঞ্চে দাঁড়িয়ে সৌরভের কাছে অনুব্রত মণ্ডল অনুরোধ করেন বোলপুরে একটি ক্রিকেট কোচিং সেন্টার চালু করার। সৌরভ অবশ্য অনুব্রতর অনুরোধ রাখার কোনও প্রতিশ্রুতি দেননি। এদিন বোলপুর সাংসদ অসিত মালকে ধন্যবাদ জানিয়ে সৌরভ বলেছেন, অসিত মাল ৪ কোটি টাকা দিয়েছেন স্টেডিয়ামের উন্নয়নে। তাঁকে ধন্যবাদ।

আজ শুরু হংকং ম্যাচের প্রস্তুতি

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৮ মে : হংকং ম্যাচের প্রস্তুতি শুরু সোমবার থেকে। তার আগে এদিনই বেশকিছু ফুটবলার যোগ দিলেন কলকাতার শিবিরে।

১০ জুন হংকংয়ে ২০২৭ এএফসি এশিয়ান কাপের যোগ্যতা অর্জন পর্বের দ্বিতীয় ম্যাচ খেলবে ভারত। যা খবর তাতে ওটাই সম্ভবত শেষ ম্যাচ হতে চলেছে মানোলো মার্কুয়েজের। তিনি নিজেই জানিয়েছেন, হংকং ম্যাচের পর ভারতীয় দলের দায়িত্ব নিতে আর রাজি নন। প্রথম ম্যাচে বাংলাদেশের বিপক্ষে গোলশূন্য ড্র করায় গ্রুপ থেকে যোগ্যতা অর্জন করা যথেষ্ট কঠিন হয়ে গেছে ভারতের পক্ষে। যদিও এখনও হাতে পাঁচটা ম্যাচ বাকি। কিন্তু তার মধ্যে তিনটি অ্যাওয়ে ম্যাচ। নিজেদের ঘরের মাঠে দুর্বল বাংলাদেশের বিপক্ষে জিততে না পারায় এই দলকে নিয়ে বাজি ধরছেন না বিশেষজ্ঞরা। অনেকেই মনে করছেন, অ্যাওয়ে ম্যাচগুলিতে জেতার ক্ষমতা এই ভারতের নেই। যোগ্যতা অর্জন করতে হলে গ্রুপ শীর্ষে থাকতে হবে। যদিও অন্য ম্যাচে সিঙ্গাপুর ও হংকংও গোলশূন্য ড্র করে। তবুও ভারত আদৌ এই সহজ গ্রুপ থেকে যোগ্যতা অর্জন করতে পারবে কি না তা নিয়ে সন্ধিহান সকলেই। হংকং ম্যাচ খেলার আগে থাইল্যান্ডের বিপক্ষে ব্যাংককে একটি প্রস্তুতি ম্যাচ খেলবেন সুনীল ছেত্রীরা।

ভারতীয় মহিলা দলের সই করা জার্সি সুনীল ছেত্রীকে তুলে দিলেন কোচ ক্রিসপিন ছেত্রী।

শিবিরে মোট ২৮ জন ফুটবলার ডাকেন মানোলো। যার মধ্যে ইরফান ইয়াদওয়াদ অ্যাপেনডিক্সের অস্ত্রোপচার করানোয় যোগ দেননি। তাঁর বদলে আগেই এডমুন্ড লালরিনডিকাকে ডেকে নেন মানোলো। কলকাতাতেও স্থানীয় কোনও দলের বিপক্ষে একটি প্রস্তুতি ম্যাচ খেলার আগ্রহ প্রকাশ করেছেন জাতীয় দলের হেডকোচ। শিবিরে যোগ দেওয়ার আগে এদিন সুনীল বেঙ্গালুরুতে সিনিয়ার মহিলা দলের শিবিরে গিয়ে তাঁদের উৎসাহ দিয়ে আসেন। তাঁরাও ২০২৬ এএফসি এশিয়ান কাপের যোগ্যতা অর্জন পর্বের জন্য তৈরি হচ্ছেন। যা আগামী ২৩ জুন মঙ্গোলিয়ার বিরুদ্ধে ম্যাচ দিয়ে শুরু করবে ক্রিসপিন ছেত্রীর দল। এদিন মহিলা দলের প্রত্যেক সদস্যের সই করা জার্সি তাঁরা সুনীলকে উপহার হিসাবে তুলে দেন।

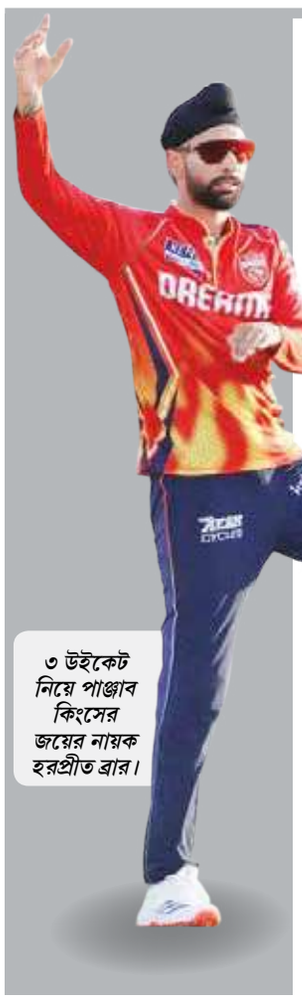

৩ উইকেট নিয়ে পাঞ্জাব কিংসের জয়ের নায়ক হরপ্রীত ব্রার।

প্লে-অফের আরও কাছে প্রীতির দল

পাঞ্জাব কিংস-২১৯/৫
রাজস্থান রয়্যালস-২০৯/৭

জয়পুর, ১৮ মে : শুরুটা হয়েছিল দেশের আসল হিরোদের কুর্নিশ জানিয়ে। দুই দলের সঙ্গে দাঁড়িয়ে গোটা গ্যালারি ভারতীয় সেনাদের লড়াইকে স্মরণ করে। শ্রেয়স আইয়ারের গলাতেও সেনাবাহিনীর বীরত্বের কথা।

সোয়াই মানসিং স্টেডিয়ামের বাইশ গজেও ব্যাট-বলের টক্করেও উত্তেজনার পারদ। রক্তচাপ বাড়ানো ম্যাচে শেষ হাসি হাসলেন পাঞ্জাব কিংস অধিনায়ক শ্রেয়স। আবারও ভালো শুরু, সম্ভাবনা জাগিয়েও ফের মাঝের ওভারে লড়াই থেকে হারিয়ে যাওয়ার চেনা ছবিতে ম্যাচ হাতছাড়া রাজস্থান রয়্যালসের।

পাঞ্জাবের ২১৯/৫ স্কোরের জবাবে ২০৯/৭-এ যাওয়া আটকে রাহুল দ্রাবিড়ের দলের। যার হাত ধরে মূল্যবান ২ পয়েন্ট টিম পাঞ্জাবের। প্লে-অফের আরও কাছে পৌঁছে যাওয়া প্রীতি জিন্টার কিংসরা (১২ ম্যাচে ১৭)।

অথচ, ২১৯ রানের জবাবে দারুণ শুরু করেছিলেন রাজস্থানের তরুণ ওপেনারদ্বয় যশস্বী জয়সওয়াল ও বৈভব সূর্যবংশী। অর্শদীপ সিংয়ের প্রথম ওভারে ২২ রান নিয়ে শুরু করেন যশস্বী। চারটি চার ও ১টি ছক্কা-গ্যালারির গোলাপি ঢেউয়ের মাত্রা বাড়িয়ে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট।

ডান হাতের তর্জনীতে চোটের জন্য ফিল্ডিং করতে নামেননি শ্রেয়স। বদলে নেতৃত্বে শশাঙ্ক সিং। প্রতিপক্ষে দুই তরুণের দাপটে খেই হারাচ্ছিলেন। বাউন্ডারি লাইনের বাইরে উত্তেজিত দেখাচ্ছিল কোচ রিকি পন্টিংকে। ৪.৫ ওভারে ৭৬ রানের পর শেষপর্যন্ত জুটি ভাঙেন হরপ্রীত ব্রার। আউট বৈভব (১৫ বলে ৪০)।

৪টি চার ও ৪টি বিশাল ছক্কায় মার্কো জানসেন, অর্শদীপদের বিশ্বমানের পেসারদের নিয়ে কার্যত ছেলেখেলা করেন বছর চোদ্দোর বৈভব। একসময় ৮.৩ ওভারে রাজস্থানের স্কোর ছিল ১০৯/১। ৬৯ বলে দরকার আর ১১১ রান।

ক্রিজে তখনও আগুন ঝরাচ্ছেন যশস্বী (২৫ বলে ৫০)। কিন্তু বৈভবের পর ফের যশস্বীকে ফিরিয়ে ম্যাচের রংবদলে দেন হরপ্রীত (২২/৩)। পরে গুরুত্বপূর্ণ সময়ে রিয়ান পরাগকে (১৩) ফিরিয়ে ম্যাচের সেরার পুরস্কার। শেষদিকে ধ্রুব জুরেল (৫৩) মরিয়া চেষ্টা চালিয়েছেন। কিন্তু ফের তীরে এসে তরী ডোবার কাহিনী।

এর আগে টসে জিতে শ্রেয়স ব্যাটিং নেন। জানান, উইকেট বেশ ভালো, যা কাজে লাগাতে চান। যদিও তুষার দেশপান্ডের জোড়া ধাক্কায় ৩.১ ওভারেই ৩৪/৩ পাঞ্জাব। প্যাভিলিয়নে প্রিয়াংশ আর্য (৯), প্রভসিমরান সিং (২১) ও নবাগত মিচেল ওয়েন (০)।

প্রিয়াংশ-প্রভসিমরান জুটি চলতি লিগে প্রতি ম্যাচেই ভালো শুরু দিচ্ছেন। আজ ছবিটা উলটো। প্রথমে ফেরেন প্রিয়াংশ। আগের বলেই ক্যাচ দিয়ে বেঁচে গিয়েছিলেন। কিন্তু তা কাজে লাগাতে ব্যর্থ। আইপিএল অভিষেকে ওয়েনকে তিন নম্বরে নামানোর ফাটকাও কাজে আসেনি।

প্রভসিমরান ফেরেন ৩৪/৩ স্কোরে। এখান থেকে নেহাল ওয়াধেরা-শ্রেয়সের ৬৭ রানের জুটিতে প্রতিরোধ। শ্রেয়স (৩০) ফেরার পর নেহাল (৭০) ও শশাঙ্কের (অপরাজিত ৫৯) দাপট। চাপের মুখে ২৫ বলের হাফ সেঞ্চুরিতে মালকিন প্রীতি জিন্টার মুখের হাসি মেলাতে দেননি নেহাল। এরপর চেনা মেজাজে ফিনিশ শশাঙ্কের।

আজমাতুল্লাহ ওমরজাই (অপরাজিত ২১) ক্যামিও ইনিংস খেলেন শেষদিকে। যোগফল, ৩৪/৩-এর আতঙ্ক সরিয়ে ২১৯/৫ স্কোরে পৌঁছে যাওয়া এবং রাজস্থান-বধে মূল্যবান ২ পয়েন্ট নিয়ে ফেরা পাঞ্জাবের।

ব্যর্থ যশস্বী, বৈভবের লড়াই

বিধ্বংসী অর্ধশতরানের পথে যশস্বী জয়সওয়াল। রবিবার।

টি২০-তে ভারতীয়দের মধ্যে দ্রুততম আট হাজারি

শতরানে গম্ভীরদের বার্তা দিলেন রাহুল

দিল্লি ক্যাপিটালস-১৯৯/৩
গুজরাট টাইটান্স-৪৯/০
(৪ ওভার পর্যন্ত)

নয়াদিল্লি, ১৮ মে : টিম ইন্ডিয়ার আসন্ন ইংল্যান্ড সফরে যশস্বী জয়সওয়ালের সঙ্গে কে ওপেন করবেন? সব ঠিক থাকলে উত্তর হয়তো হতে চলেছে লোকেশ রাহুল। যা আন্দাজ করতে পেরে চলতি আইপিএলের বাকি ম্যাচে লোকেশকে ওপেনিং করানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে দিল্লি ক্যাপিটালস। রবিবার গুজরাট টাইটান্সের বিরুদ্ধে পছন্দের জায়গায় নেমে দুরন্ত শতরানে গৌতম গম্ভীরদের বার্তা দেওয়ার সঙ্গে আসন্ন বিলেত সফরের প্রস্তুতি নিলেন রাহুল। গড়ে ফেললেন নয়া রেকর্ডও।

চলতি আইপিএলে দ্বিতীয়বার ওপেন করতে নেমে ক্রিকেটপ্রেমীদের মন ভালো করে দিলেন রাহুল (৬৫ বলে অপরাজিত ১১২)। টি২০-র মারকাটারি যুগেও লোকেশের টাইমিং নির্ভর ব্যাটিং সবসময়ই চোখের জন্য আরামদায়ক। রবিবার অরুণ জেটলি স্টেডিয়ামে যা আবারও করে দেখালেন এই তারকা ব্যাটার।

লোকেশ এদিন শুরুই করেন মহম্মদ সিরাজকে জোড়া চার হাঁকিয়ে। তারপর ম্যাচ যত এগিয়েছে ১৪টি চার ও চারটি ছক্কার ইনিংসে শুভমান গিল ব্রিগেডের উপর জাঁকিয়ে বসেছেন রাহুল। ৩৫ বলে অর্ধশতরান করেন তিনি। শতরানে পৌঁছাতে নিলেন ৬০ বল। তার আগে বিরাট কোহলিকে (২৪৩ ইনিংস) টপকে টি২০-তে ভারতীয়দের মধ্যে দ্রুততম ৮ হাজার রানের মাইলস্টোনে পৌঁছে যান রাহুল (২২৪ ইনিংস)।

চোট সারিয়ে ফেরা ফাফ ডুপ্লেসি (৫) আর্শদ খানের স্লোয়ারে ঠকে গেলেও রাহুল পাশে পেয়ে যান বাংলার রনজি ট্রফি দলের উইকেটকিপার-ব্যাটার অভিষেক পোড়েলকে (৩০)। তাঁদের ৯০ রানের পার্টনারশিপ মন্থর উইকেটে দিল্লির বড় রানের মঞ্চ গড়ে দেয়। অভিষেক ফেরার পর লোকেশকে সঙ্গ দেন অক্ষর প্যাটেল (২৫)। দিল্লি ৩ উইকেটে ১৯৯ রানে পৌঁছে যায়।

রানতাড়ায় নেমে গুজরাট শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত ৪ ওভারে বিনা উইকেটে ৪৯ রান তুলেছে। ক্রিজে বি সাই সুদর্শন (৩৮) ও গিল (১১)।

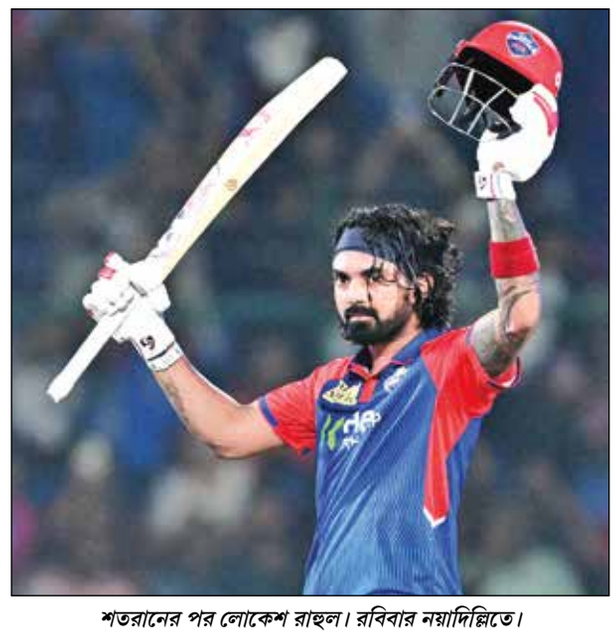

শতরানের পর লোকেশ রাহুল। রবিবার নয়াদিল্লিতে।

বায়ার্নে যাত্রা শেষ মুলারের

হফেনহেইম, ১৮ মে : জয় দিয়েই বায়ার্ন মিউনিখে দীর্ঘ ২৫ বছরের যাত্রা শেষ করলেন টমাস মুলার। শেষ ম্যাচে হফেনহেইমকে ৪-০ গোলে উড়িয়ে দিল বুন্দেশলিগা চ্যাম্পিয়নরা।

উৎসবের আবহেও বিষাদের ছোঁয়া। ম্যাচ শেষ হতেই মুলার আবেগ ছড়িয়ে পড়ল মাঠ থেকে গ্যালারিতে। চোখে জল বায়ার্ন সমর্থকদের। ৬০ মিনিটে মুলারকে তুলে হ্যারি কেনকে নামান বায়ার্ন কোচ ভিনসেন্ট কোম্পানি। ততক্ষণে যদিও দুই গোলে এগিয়ে গিয়ে জয় একপ্রকার নিশ্চিত করে ফেলেছে জার্মান জায়েন্টরা। ৩৩ মিনিটে মিকায়েল ওলিসে এবং ৫৩ মিনিটে জোশুয়া কিমিচ গোল করেন মিউনিখের ক্লাবটির হয়ে। শেষলগ্নে আরও দুইটি গোল করেন সার্জ গ্যান্যাব্রি ও হ্যারি কেন।

ম্যাচ জেতার পর চোখের জলে বায়ার্নকে বিদায় জানান মুলার। বিদায়বেলায় জার্মান তারকা বলেছেন, 'বায়ার্নে আমার যাত্রাটা যেভাবে শেষ হল, এর থেকে ভালো উপলব্ধি আর কী হতে পারে।' জানিয়েছেন, ক্লাব ফুটবলে আরও কিছুদিন খেলা চালিয়ে যাবেন। যদিও আগামী মরশুমে তিনি কোন ক্লাবে খেলবেন সে ব্যাপারে এখনও সিদ্ধান্ত নেননি।

আলিপুরদুয়ার দল

আলিপুরদুয়ার, ১৮ মে : আন্তঃ জেলা জুনিয়ার ভলিবল ২২-২৫ মে কাঁচরাপাড়ায় অনুষ্ঠিত হবে। সেখানে আলিপুরদুয়ার জেলা দল অংশ নেবে। জেলা ক্রীড়া সংস্থার সচিব সঞ্চয় ঘোষ ঘোষিত ছেলেদের দলে রয়েছে বিভাস বর্মন, হাবিবুল্লাহ রহমান, বিকাশ বাসফোর, অজয় রায়, বাপি রায়, শুভ সূত্রধর, আরিফ আনসারি, শিবাজি দাস, তুষার মোদক, সৌরভ দত্ত ও আকাশ বাসফোর। কোচ লিন্টু সরকার এবং ম্যানেজার সমীর বসাক। দল ২১ মে রওনা হবে।

প্রথমবার বড় খেতাব জিতে আনন্দে আত্মহারা ক্রিস্টাল প্যালেসের ফুটবলাররা।

হতাশা ঝেড়ে লিগে চোখ গুয়ার্দিওলার

লন্ডন, ১৮ মে : শেষবেলাতেও হতাশাই সঙ্গী।

কমিউনিটি শিল্ড জিতে মরশুম শুরু। এরপর প্রত্যাশা ছিল অনেক। হলে কী হবে, বাকি মরশুম জুড়ে ম্যাঞ্চেস্টার সিটি শিবিরে শুধুই শূন্যতা। এফএ কাপ ফাইনালেও ক্রিস্টাল প্যালেসের কাছে হেরে খেতাব হাতছাড়া। তবুও আক্ষেপ নেই সিটি কোচ পেপ গুয়ার্দিওলার। বরং ফাইনালে হারের যন্ত্রণা থেকেই রসদ খুঁজছেন তিনি।

পরিস্থিতি যা আগামী মরশুমে উয়েফা চ্যাম্পিয়ন্স লিগ খেলতে হলে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে শেষ দুই ম্যাচ জিততেই হবে ম্যান সিটিকে। নয়তো চেলসি, অ্যাস্টন ভিলার পয়েন্ট নষ্টের অপেক্ষায় থাকতে হবে। এই জায়গায় দাঁড়িয়ে, এফএ কাপ ফাইনালে হারের পর গুয়ার্দিওলা বলছেন, 'ফাইনালে সবটা উজাড় করে দিয়েছি আমরা। কিন্তু কোনও পরিকল্পনাই কাজে আসেনি। মন খারাপ, তবে এই নিয়ে আক্ষেপ করার সময় নেই। দ্রুত ঘুরে দাঁড়াতে হবে। চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ছাড়পত্র আদায়ের জন্য প্রিমিয়ার লিগে শেষ দুই ম্যাচ জিততেই হবে।'

হেরে মেজাজ হারালেন গুয়ার্দিওলা।

শনিবার প্যালেসের কাছে গোল হজমের পরও পেনাল্টি থেকে তা শোধ করার সুবর্ণ সুযোগ ছিল সিটির সামনে। আর্লিং ব্রাউট হাল্যান্ড মাঠে থাকলেও স্পটকিক নেন ওমর মারমৌশ। তাঁর শট রুখে দেন প্যালেস গোলরক্ষক ডিন হেন্ডারসন। হাল্যান্ড থাকতেও কেন অন্য কেউ? উত্তরে পেপ বলেছেন, 'ফুটবলাররা মাঠেই সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আমার সঙ্গে আলাদা করে কথা হয়নি। তবে এটা মানতে হবে হেন্ডারসন ভালো সেভ করেছে।'

এদিকে, এই এফএ কাপই জাতীয় স্তরে ক্রিস্টাল প্যালেসের প্রথম খেতাব। ওয়েম্বলির মাঠে ইতিহাস লিখে উচ্ছ্বসিত প্যালেসকে প্রথম ট্রফি জেতানো কোচ অলিভার গ্লাসনার। বলেছেন, 'এই মুহূর্তটা আমাদের আর সমর্থকদের। মরশুমের শুরুতে একটা সময় টানা আট ম্যাচ জয়হীন ছিলাম আমরা। সেখান থেকে আজ চ্যাম্পিয়ন। আমি এখনও বিশ্বাস করতে পারছি না। এই রকম ম্যাচ দশটায় হয়তো একটা জিতব। সেই একটা দিন আজই ছিল।'

প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ নীরজের

দোহা, ১৮ মে : ৯০ মিটার পার করার জন্য নীরজ চোপড়ার প্রশংসা করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। সেজন্য এবার প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন ভারতের তারকা অ্যাথলিট। নীরজ বলেছেন, 'প্রধানমন্ত্রীকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাকে উৎসাহ দেওয়ার জন্য। আশা করছি, আগামী দিনেও দেশের হয়ে নিজের সেরাটা দেব।'

১৮ জুলাই শুরু হতে পারে ডুরান্ড

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৮ মে : ফেডারেশন কাপ দিয়ে মরশুম শুরু করতে চাইলেও অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশনকেই পিছু হটতে হচ্ছে। এবারও মরশুম শুরু হবে ডুরান্ড কাপ দিয়েই। ফলে ফেডারেশন কাপ আদৌ হবে কি না বা হলে কবে হবে, তা পরিষ্কার নয়। যা খবর তাতে ডুরান্ড শুরু হওয়ার কথা ১৮ জুলাই।

সম্ভবত অগাস্টের ২৩ তারিখ শেষ হতে পারে এই টুর্নামেন্টের ফাইনাল। সেপ্টেম্বরের প্রথম না হলেও দ্বিতীয় সপ্তাহ থেকেই শুরু হয়ে যাবে ইন্ডিয়ান সুপার লিগ। ফলে ফেডারেশন কাপ করার মতো কোনও উইন্ডো মাঝে দেখা যাচ্ছে না। তাছাড়া জুলাইয়ের মাঝামাঝি এআইএফএফে নির্বাচনের দামামা বেজে যেতে পারে। সেক্ষেত্রে হয়তো মরশুম শেষে ফের সেই সুপার কাপই করতে হতে পারে ফেডারেশনকে।

লা লিগা জিতে ট্রফি প্যারেডে বার্সেলোনার ফুটবলাররা।

প্রতি বছর লা লিগা জিততে চান হ্যান্সি

বার্সেলোনা, ১৮ মে : অভিষেক মরশুমেই লিগ চ্যাম্পিয়ন। সেইসঙ্গে রয়েছে কোপা দেল রে এবং স্প্যানিশ সুপার কাপ ট্রফি। বার্সেলোনা কোচ হ্যান্সি ফ্লিককে স্পেনের সবচেয়ে সুখী মানুষ বললে খুব একটা ভুল হবে না।

পেপ গুয়ার্দিওলা, লুইস এনরিকে জমানার পর এবার হ্যান্সিকে নিয়ে স্বপ্ন দেখছে বার্সেলোনা সমর্থকরা। এই জার্মান কোচ নিজেও চান প্রতি বছর লিগ জিতে এভাবেই সমর্থকদের আনন্দ দিতে। হ্যান্সি বলেছেন, 'বার্সা সমর্থকরা সত্যিই অসাধারণ। লিগ জেতার পর ওরা যেভাবে উৎসবে মেতে উঠেছিল, দেখে খুব ভালো লাগছিল। আমরা চেষ্টা করব প্রতি বছর লিগ জিতে এভাবেই সমর্থকদের সঙ্গে উচ্ছ্বাসে মেতে উঠতে।' তিনি আরও যোগ করেছেন, 'প্রতি বছর লিগ জেতা বেশ কঠিন। আগামী বছর ফের লিগ জেতার জন্য আমরা কঠোর পরিশ্রম করব। সেইদিকে এখন থেকেই মনঃসংযোগ করছি।'

আগামী মরশুমে ফের নিজেদের হোম গ্রাউন্ড ন্যু ক্যাম্পে ফিরছে বার্সেলোনা। ন্যু ক্যাম্পে সংস্কারের কাজ চলছিল বলে অলিম্পিক স্টেডিয়ামে নিজেদের হোম ম্যাচ খেলেছেন লামিনে ইয়ামালরা। এই নিয়ে হ্যান্সি বলেছেন, 'অলিম্পিক স্টেডিয়ামে খেলার অভিজ্ঞতাই আলাদা। আমরা আগামী মরশুমে ন্যু ক্যাম্পে খেলার জন্য মুখিয়ে আছি।'

ইস্টবেঙ্গলে চূড়ান্ত রশিদ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৮ মে : আগামী মরশুমের জন্য দ্বিতীয় বিদেশি চূড়ান্ত করে ফেলল ইস্টবেঙ্গল।

ভারতীয় সময় শনিবার মধ্যরাতেই লাল-হলুদের চুক্তিপত্র পৌঁছে গিয়েছে মহম্মদ বাসিম রশিদের কাছে। রবিবারই সই করে দেওয়ার কথা। আপাতত এক বছরের চুক্তিতে ইস্টবেঙ্গলে যোগ দিচ্ছেন প্যালেস্তাইনের এই ডিফেন্সিভ মিডফিল্ডার। এই মরশুমে ইন্দোনেশিয়ার ক্লাব পার্সাতুয়ান সুরাবায়ার হয়ে খেলছেন ২৯ বছরের রশিদ। এছাড়া প্যালেস্তাইন ও মিশরের ক্লাবে খেলার অভিজ্ঞতা রয়েছে। প্যালেস্তাইন জাতীয় দলের হয়েও পঞ্চাশের কাছাকাছি ম্যাচ খেলেছেন। এবার লাল-হলুদে নতুন ইনিংস শুরু করছেন তিনি।

এদিকে সার্বিয়ান ডিফেন্ডার ইভান মিলাদিনোভিচের সঙ্গে কথাবার্তা একপ্রকার চূড়ান্ত হয়ে গেলেও তাঁর ইস্টবেঙ্গলে আসা এখন বিশবাঁও জলে। কাজাখস্তান প্রিমিয়ার লিগের ক্লাব টোবোল কোস্টানায়ের সঙ্গে এই বছরের ডিসেম্বর পর্যন্ত চুক্তিবদ্ধ ইভান। কাজাখস্তানের ক্লাবটি এই মুহূর্তে তাঁকে ছাড়তে নারাজ। এরকম একাধিক নাম আলোচনায় থাকলেও এখনও পর্যন্ত নতুনদের মধ্যে কেবল দুই বিদেশিকে চূড়ান্ত করেছে ইস্টবেঙ্গল। রশিদ ছাড়াও ব্রাজিলের মিগুয়েল ফেরেইরাও লাল-হলুদে চূড়ান্ত। পুরোনোদের মধ্যে মাদিহ তালালের সঙ্গে চুক্তি থাকলেও জানুয়ারির আগে তাঁর মাঠে ফেরার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে। এছাড়া সাউল ক্রেসপো ও দিমিত্রিয়স দিয়ামান্তাকোসের সঙ্গেও আরও এক বছরের চুক্তি রয়েছে। যদিও কোচ অস্কার ব্রুজোঁ দুইজনেরই পরিবর্ত চেয়েছেন। শেষপর্যন্ত দিয়ামান্তাকোসকে রেখে দেওয়া হলেও সাউলের থাকার সম্ভাবনা একেবারেই ক্ষীণ।

বিজ্ঞাপন
ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির
₹১ কোটির বিজয়ী হলেন
মালদা-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, মালদা - এর একজন বাসিন্দা সমর রায় - কে 05.03.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 70A 37230 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "আমি শুধুমাত্র আর্থিক স্বাধীনতাই অর্জন করিনি, আমি আমার পরিবারকে সর্বত্তোম উপায়ে সাহায্য করার স্বাধীনতা পেয়েছি এবং আমি বর্তমানে বড়ো স্বপ্ন দেখতে পারবো। একজন কোটিপতি হওয়া আমার জন্য একটি অকল্পনীয় বিষয় এবং এটি সম্ভপর হয়েছে শুধুমাত্র ডিয়ার লটারি এবং নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির দ্বারা। তাদেরকে আমার সমস্ত ধন্যবাদ জানাই।"
* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

জাতীয় তাইকোন্ডোতে ১১ পদক জিতে তুফানগঞ্জের প্রতিযোগীরা।

১১ পদক তুফানগঞ্জের

তুফানগঞ্জ, ১৮ মে : হরিদ্বারের শ্রীচেতন জ্যোতি স্টেডিয়ামে ওপেন জাতীয় তাইকোন্ডোতে ১১ পদক এল তুফানগঞ্জের ঘরে। সোনা জিতেছেন তানিষ্ক সাহা, ঋদ্ধিমান অধিকারী, আয়ুষ্মান অধিকারী, শ্রেয়ান সরকার, শিবশংকর সরকার, বিশাল সিং সরকার, হীরক চক্রবর্তী ও রিকেশ মজুমদার। রুপো পেয়েছেন দিয়া চক্রবর্তী, মানবী নাথ ও রোহিত মিশ্র।

জেতালেন রাহুল

জলপাইগুড়ি, ১৮ মে : জেলা ক্রীড়া সংস্থার সুপার ডিভিশন ফুটবল লিগে রবিবার রায়কতপাড়া ইয়ং অ্যাসোসিয়েশন ১-০ গোলে পাণ্ডাপাড়া বয়েজ ক্লাবকে হারিয়েছে। একমাত্র গোল করে ম্যাচের সেরা মহম্মদ রাহুল। বহু চেষ্টা করেও পাণ্ডাপাড়া গোলমুখ খুলতে পারেনি।

সেরা উদয়ন

কোচবিহার, ১৮ মে : রাসমোহন দেবনাথ ও ব্রজদাস পণ্ডিত ট্রফি কিডস কাপ ক্রিকেটে চ্যাম্পিয়ন হল উদয়ন ক্রিকেট অ্যাকাডেমি। ফাইনালে তারা ৬ উইকেটে হারিয়েছে ফালাকাটার ডুয়ার্স ক্রিকেট অ্যাকাডেমিকে। এমজেএন স্টেডিয়ামে প্রথমে ডুয়ার্স ১৬ ওভারে ৭ উইকেটে ৭৮ রান করে। জবাবে উদয়ন ১৫.৩ ওভারে ৪ উইকেটে লক্ষ্যে পৌঁছে যায়। ম্যাচের সেরা সৌমজিৎ কুণ্ডু ২৭ রানের সঙ্গে ৩ উইকেট পেয়েছে।

ট্রফি নিয়ে উদয়ন ক্রিকেট অ্যাকাডেমির খুদেরা। -দেবদর্শন চন্দ

অখিলের ক্রিকেট শুরু ২৫ মে

রায়গঞ্জ, ১৮ মে : অখিল ভুবন বিদ্যার্থী প্রতিষ্ঠানের ১২ দলীয় ক্রিকেট ২৫ মে শুরু হবে। আয়োজকদের তরফে অরিন্দম প্রামাণিক জানিয়েছেন, কর্নজোড়ার হাউজিং মাঠে খেলবে পূর্ণিয়া স্কাই ইলেভেন, শিলিগুড়ি মুখার্জি চ্যালেঞ্জার্স, মালদা সুপার কিংস, বুনিয়াদপুর এলিট ঈগলস, ডালখোলা ইয়ং স্টার, হেমতাবাদ গণপতি সুপার স্ট্রাইকার্স, রায়গঞ্জ সেভ ইকো অর্গানিক, রায়গঞ্জ হিউম্যান রাইটস ফোর্স, বোগ্রাম মুক্তি সংঘ, কর্নজোড়া ডাক্তার একাদশ, কর্নজোড়া ইলেভেন স্টার এবং কর্নজোড়া এ ওয়ান রয়্যালস।